পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 362 Friday, 28 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৬২ সংখ্যা ✱ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সুপ্রিম নির্দেশের পরেই কাজ!

দাগিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করে দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের তালিকায় দাগিদের নাম জড়িয়ে যেতেই জল গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল কোনওভাবেই কোনও দাগিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া রাখা যাবে না। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেও মুখ পোড়ে রাজ্যের। এসএসসি-কে সতর্ক করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও অজুহাতেই যেন কোনও দাগি চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া না ঢুকতে পারে তা দেখতে হবে। বিশেষভাবে সক্ষম হলেও দাগিরা কোনওভাবেই চাকরির সুযোগ পাবেন না। তখনই বলা হয় এসএসসি-কে সবিস্তারে

দাগিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এরইমধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। সেখানেই তিনি এসএসএসি-র ভূয়সী প্রশংসা করে জানান, সব কাজ আদালতের নির্দেশ মেনে স্বচ্ছভাবেই হচ্ছে। চলতি মাসের শেষেই কোর্টের নির্দেশ মেনে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে। একান্তই যদি অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন তার জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হবে কিনা তা স্কুল সার্ভিস কমিশন ভেবে দেখবে। ওই সময়ই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য জানিয়ে দেন, আর কিছু সময়ের মধ্যেই সবিস্তারে এসে যাবে দাগিদের তালিকা। বলেন, সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-কে বলেছে কোনও দাগি প্রার্থীকে রাখা যাবে না। দাগিদের পূর্ণাঙ্গ লিস্ট বের করতেও বলেছে। আজই এসএসসি দাগিদের পূর্ণাঙ্গ লিস্ট বের করে দেবে। আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে এসএসসি। অবশেষে সেই তালিকা সামনে নিয়ে এল স্কুল সার্ভিস কমিশন। তালিকায় দাগি প্রার্থীর রোল নম্বরের সঙ্গে রয়েছে অভিভাবকের নাম, জন্ম তারিখ ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়। তালিকায় রয়েছে ১৮০৬ জনের নাম।

১৬ ঘণ্টা ধরে চলছে না অ্যাপ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ সময়ের কাঁটা ঘুরছে। সপ্তাহ পেরলেই ৪ তারিখ। বিএলও-দের এসআইআর-ডেডলাইন। এই তারিখের মধ্যে ডিজিটাইজড হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হবে খসড়া তালিকা। কিন্তু তথ্য ডিজিটাইজডই না হয়, তখন কী হবে? বুধবার থেকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এসআইআর কাজে ব্যবহৃত অ্যাপ। কাজ করতে পারছেন না বিএলও-রা, এমনটাই অভিযোগ। ফলত, তথ্য আপলোড কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। কলকাতার একাধিক এলাকা থেকেই উঠে আসছে 'সার্ভার সমস্যার' অভিযোগ। এসআইআর জন্য নির্ধারিত নির্বাচন কমিশনের অ্যাপে তথ্য আপলোড করতে পারছেন না বিএলও-রা। গত ষোলো ঘণ্টা ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে এই অ্যাপ, অভিযোগ বিএলওদের। যার জেরে কাজ এগোয়নি এক ফোঁটাও। এই ভাবে চললে কীভাবে নির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যে কাজ শেষ হবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন বিএলও-রা। অবশ্য কমিশন এই নিয়ে এখনও কোনও উত্তর দেয়নি। এদিন রাজ্যের সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভরত এক 'প্রতিবাদী' বিএলও বলেন, ''এই সমস্যা আজকের নয়। যেদিন থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজ শুরু হয়েছে, ঠিক সেই দিন থেকেই এমন একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে

'এসআইআর-এর কাজ শেষ হবে না', দাবি বিএলও-দের

হয়েছে আমাদের। কমিশনকে বারংবার বলা সত্ত্বেও ওনাদের কোনও হেলদোল নেই। আমরা গতকাল যখন সিইও দফতরে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের জানানো হয়, দিল্লির সঙ্গে এই ইস্যুতে কথা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও একই অবস্থা।'' ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বা ভোটারের তথ্য কমিশনের অ্যাপে আপলোড করার কাজের সূচনাপর্ব থেকেই জিইয়ে রয়েছে এই 'সার্ভার সমস্যার' অভিযোগ। বিএলও-দের একটাই দাবি, ইন্টারনেট ইস্যু, সার্ভার সমস্যার জেরে ভোটারদের তথ্য আপলোড করা সম্ভব হচ্ছে। কাজে দেরী হচ্ছে। কেউ কেউ এও বলেছিলেন, নির্ধারিত ডেডলাইন পিছতে হবে। কিন্তু এই সব দাবি মানতে চায়নি কমিশন। অবশ্য অ্যাপের সমস্যা মেটাতে তাঁরাও যে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি এমনটা নয়। সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানিয়েছিলেন, ''আমরা একটা ওয়াইফাই হাব তৈরি করেছি। যে সকল বিএলও-রা অনলাইনে কাজ করছেন, তাঁদের স্বার্থেই এই কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও সিইও টেলিকম সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।'' কিন্তু এই উদ্যোগের পরেও মিটল না সমস্যা। এদিন প্রতিবাদ মঞ্চে থাকা এক বিএলও বলেন, ''অ্যাপ কাজ না করলে, সময় মতো কাজ শেষ হবে না।''

অভিষেকের পাঠশালা শেষ হতেই ময়দানে ববি, গেলেন একের পর এক ওয়ার রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ অভিষেক 'স্যার'-এর পাঠশালায় পারফরমেন্স নিয়ে ক্ষোভ। 'লাস্ট বয়' হয়েছিলেন ববি। কিন্তু ফিরহাদ হাকিম এবং মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ। সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে এই 'রেজাল্ট' নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের

ভুল তো শোধরানোর জন্যই। সোমে বৈঠক। বৃহস্পতিতে ওয়ার রুমে ববি। দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের খাতা অনুযায়ী, ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজে বিএলএ সক্রিয়তা এবং এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার নিরিখে সবচেয়ে পিছিয়ে রাজ্যের আটটি বিধানসভা। যার মধ্যে ছ'টি রয়েছে কলকাতায়। তিনটি বিধানসভা আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর। বালিগঞ্জের বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়, কলকাতা বন্দরের বিধায়ক সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এরপরেই বেড়েছে সক্রিয়তা। বৃহস্পতিবার এসআইআর প্রক্রিয়ার অবস্থা খতিয়ে দেখতে পথে নামেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ঘুরে দেখেন একাধিক ওয়ার রুম। এদিন সবার প্রথমেই এন্টালি বিধানসভার অন্তর্গত ৫৮নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপন সাহার এসআইআর ওয়ার রুমে পৌঁছে যান ফিরহাদ। তারপর সেখান থেকে চলে যান বেলেঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের ওয়ার রুমে। মূলত, এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া, এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করছেন কি না এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন তিনি। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কলকাতা শহরের যাবতীয় দায়িত্ব পেয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন তিনি বলেন, ''এন্টালিতে সবই ঠিক রয়েছে। এখানেও ওয়ার রুমে বসে সবটা খতিয়ে দেখেছি। দলের কর্মীরা দিনরাত কাজ করছেন। বিজেপি যাতে এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোট হরণ না করতে পারে, সেই দিকটাই আমরা লক্ষ্য রাখছি।'' ফিরহাদ 'ভাল কাজ' হচ্ছে বললেও, দলের অন্দরে কিন্তু ভাসছে অন্য বার্তা। সূত্রের খবর, শহরে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের কাছে রিপোর্ট ভাল নয়। যে কারণে একাধিক প্রথম সারির নেতার উপরেই ঝুলছে খাঁড়া। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিটি বিধানসভা ঘুরে-ঘুরে এখন যাচাই করতে নামতে হয়েছে মেয়রকে। কলকাতা থেকেই সবচেয়ে বেশি নাম বাদ যেতে পারে বলে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা।

নতুন নিয়োগের দাবিতে হাইকোর্টে ফের মামলা ফ্রেশারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ বুধবারই সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পুরনোদের সঙ্গে নতুনদের পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়নি। কেন বলা হয়নি, সেটাও পর্যবেক্ষণে জানানো হয়েছিল। এই আবহে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে ফ্রেশাররা। পৃথক পরীক্ষার দাবিতে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে ফ্রেশাররা সওয়াল করতে চলেছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা। সেখানেই ফ্রেশারদের জন্য পৃথক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য সওয়াল করবেন আইনজীবীরা। এক ফ্রেশাররা বলেন, ''সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে সকলের সমান অধিকার। এখানে সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারা মানা হচ্ছে না। একজনের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে মেরিট লিস্ট তৈরি হচ্ছে। অন্যজনের ৯০ নম্বরের পরীক্ষার ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট তৈরি হচ্ছে। এখানে দ্বিচারিতা দেখা দিচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই আদালতে কেস করেছিলাম। ২০১৬ সালের যাঁরা প্রার্থী, তাঁদের জন্য ফ্রেশাররা কেন বলি হতে যাবে?'' এই আবহে নতুন করে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। নতুন বনাম পুরনোদের বিতর্কে কি ফের ধাক্কা খেতে পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া?

জন বার্লাকে সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলন ছিল তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের ভিত্তি। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর দলের তরফে ঘোষণা করা হলেও ট্রেড ইউনিয়নের কোনও দায়িত্বে এতদিন তাঁকে আনা হয়নি। ডুয়ার্সের প্লাবন পরিস্থিতিতেও কার্যত বসেই কাটিয়ে দিতে হয়েছিল প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লাকে। এবার সে পাট চুকল। খবর এই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার তাঁকেই পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করেছেন। যা আদপে রাজ্য সরকারি পদ। এই বিষয়ে জন বার্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে দিদি তাঁকে বলেছিলেন, তবে এখনও সরকারি কোনও আদেশনামা পাননি। যদি তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তিনি অবশ্যই তা পালনের চেষ্টা করবেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান পদে থাকা প্রাক্তণ রাজ্যসভা সাংসদ আহমেদ বলেন, ''ভাইস চেয়ারম্যানের দুটো পদ রয়েছে। তার মধ্যে বর্তমানে একটি পদ খালি। সরকার সেই পদে যাকে নিয়োগ করবে আমরা তাঁকে অবশ্যই ওয়েলকাম করব।'' ডুয়ার্সের রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ জন বার্লা। ২০১৯ সালে তিনি বিজেপির টিকিটে লড়ে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হন। পরে তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রীর দায়িত্বও পান। কিন্তু বিজেপি ২০২৪ সালে তাঁকে প্রার্থী করেনি। তারপরই বিজেপির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। বিজেপি ছেড়ে জন বার্লা তৃণমূলে যোগ দেন চলতি বছরের ১৫ মে। কলকাতায় ঘাসফুল শিবিরের সদর দফতরে গিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, জয়প্রকাশ মজুমদারদের হাত থেকে পতাকা নিয়ে শাসকদলে নাম লেখান তিনি। বার্লা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময়ই শোনা গিয়েছিল তাঁকে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করা হবে। এজন্য কমিশনের বিধি সংক্রান্ত সংশোধনী এনে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছিল ১৪ আগস্ট।

আইপ্যাক-এর ভূমিকা নিয়ে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৭ নভেম্বরঃ আইপ্যাকের কার্যকলাপ ঘিরে আবারও তীব্র অভিযোগের সুর তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার নাকি আইপ্যাকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর সংগঠিত চাপ তৈরি করছেন। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকায় গত কয়েক মাস ধরে পরিকল্পনা করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দলে টানার চেষ্টা চলছে। এই পুরো প্রক্রিয়ার নেপথ্যে আইপ্যাকের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে বলেই দাবি তাঁর। শুভেন্দুর বক্তব্য, জেলার বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আইপ্যাকের প্রতিনিধিরা গোপনে যোগাযোগ করছেন। কথায় কথায় তৃণমূলে যোগদানের 'চাপ' আর যোগ দিলে কী কী সুবিধা মেলে- তারও নাকি তালিকা শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন আমদাবাদ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি আহ্বায়ক দিলীপ পালের নাম। শুভেন্দুর মতে, তাঁকেও সম্প্রতি দলে টানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দিলীপ পাল দলের প্রতি অনুগত থাকায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই থামেননি তিনি। শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, দিলীপ পালের অবস্থান 'না' হওয়ায় তাঁর ছেলে দীপাঞ্জন পালের উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। ভিলেজ পুলিশ হিসেবে কর্মরত দীপাঞ্জনকে হঠাৎ করেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিরোধী নেতা।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে বলেও সাংবাদিকদের জানান তিনি। আইপ্যাক নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ নতুন নয়। এবার আগে এসআইআর ইস্যুতে সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, মৃত ভোটারকে জীবিত দেখানোর চেষ্টায় ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট বানাচ্ছে আইপ্যাক! তবে শুধু আইপ্যাক নয়, রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন শুভেন্দু। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় দেখতে চান তাঁরা। তাঁকে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করতে প্রচারও করেছে পুলিশ। তাই এদের ভোটের কাজে রাখা যাবে না। তিনি বলছেন, অনুমান ফেব্রুয়ারি মাসে এমসিসি চালু হবে। তাই হঠাৎ এই দাবি না করে তিন মাস আগেই নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেছেন তিনি যাতে কমিশন বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। কী ব্যবস্থা নেবেন, সেটা তাদের ব্যাপার। বিজেপি বিধায়কের পরামর্শ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে। তবে কিছু কাজ রয়েছে যা পুলিশের, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নয়। সেক্ষেত্রে বাইরের রাজ্য থেকে পুলিশ আনা যেতে পারে। আগে থেকে যাতে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে, সেই কারণেই এখন থেকে তোড়জোড় করার কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

এবার দুর্নীতি মামলায় ২১ বছরের কারাদণ্ড হাসিনাকে, সাজা পুত্র-কন্যারও

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৭ নভেম্বরঃ ফাঁসির সাজাতেই শেষ নয়। আরও শাস্তি দেওয়া হল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে। একইসঙ্গে সাজা দেওয়া হল তাঁর পুত্র ও

কন্যাকেও। বাংলাদেশে গত বছর ছাত্র-গণ আন্দোলনের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির সাজা দেয় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। হাসিনাকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণ করার আবেদনও জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যেই আরেক মামলায় সাজা পেলেন শেখ হাসিনা। ঢাকার পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে জমি বা প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আজ তিনজনকেই সাজা দিল আদালত। ২১ বছরের কারাদণ্ডের সাজা হল শেখ হাসিনার। আজ, বৃহস্পতিবার ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে হাসিনা ও তাঁর পুত্র-কন্যাকে জমি দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্লট দুর্নীতি নিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা ছিল। তিনটি মামলাতেই সাত বছর করে সাজা দেওয়া হয়। মোট ২১ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে একটি মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অন্য আরেকটি মামলায় হাসিনার কন্যা পুতুলকেও ৫ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনটি পৃথক মামলায় মোট আসামির সংখ্যা ৪৭। শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র-কন্যা ছাড়াও প্রাক্তন গৃহ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, রাজউকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহম্মদ আনিসুর রহমান, শফিউল হক, সামসুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, পূরবী গোলদার সহ একাধিকের নাম রয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র সাইফুল ইসলাম সরকারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনটি মামলাতেই বেকসুর খালাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে পৃথক ৬টি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন। শেখ হাসিনা ছাড়াও সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ব্রিটিশ সাংসদ টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের নাম রয়েছে। মোট ৬টি মামলা ছিল। এর মধ্যে তিনটি মামলার রায় দেওয়া হল আজ।

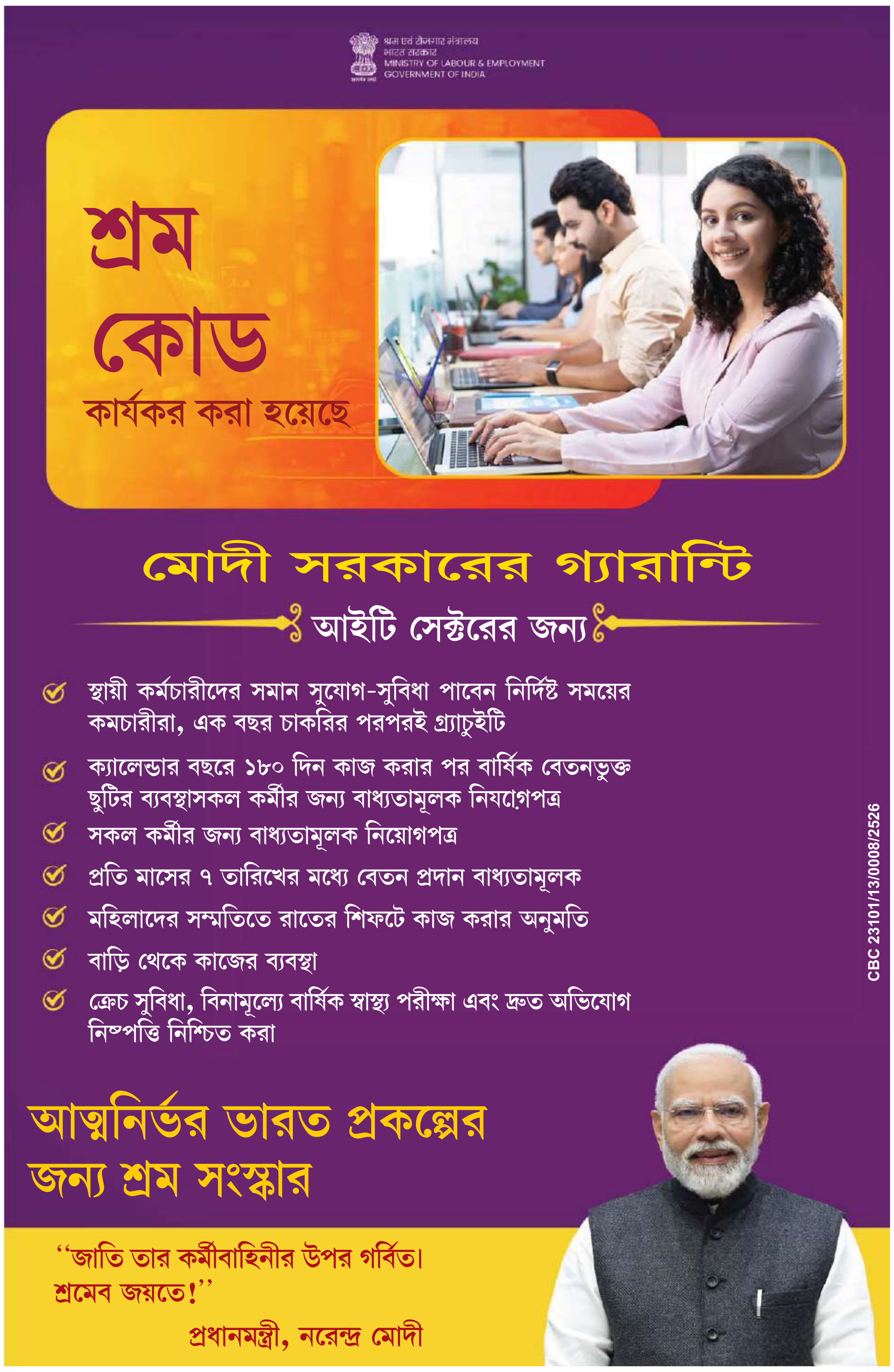

এই ক্ষতি অবর্ণনীয়, ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর প্রথম পোস্ট হেমা মালিনীর

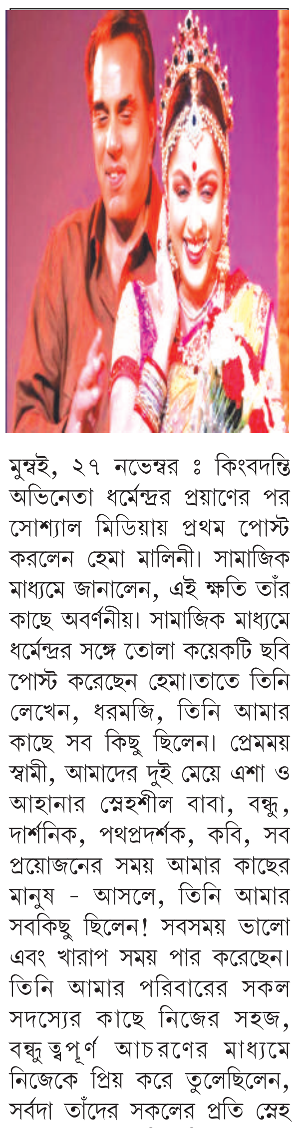

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর ঃ কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম পোস্ট করলেন হেমা মালিনী। সামাজিক মাধ্যমে জানালেন, এই ক্ষতি তাঁর কাছে অবর্ণনীয়। সামাজিক মাধ্যমে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন হেমা।তাতে তিনি লেখেন, ধরমজি, তিনি আমার কাছে সব কিছু ছিলেন। প্রেমময় স্বামী, আমাদের দুই মেয়ে এশা ও আহানার স্নেহশীল বাবা, বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, কবি, সব প্রয়োজনের সময় আমার কাছের মানুষ - আসলে, তিনি আমার সবকিছু ছিলেন! সবসময় ভালো এবং খারাপ সময় পার করেছেন। তিনি আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে নিজের সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রিয় করে তুলেছিলেন, সর্বদা তাঁদের সকলের প্রতি স্নেহ এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।হেমা মালিনী আরও জানান, একজন ব্যক্তি হিসেবে, তাঁর প্রতিভা, তাঁর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁর নম্রতা এবং তাঁর সর্বজনীন আবেদন তাঁকে সকল কিংবদন্তির মধ্যে অতুলনীয় একজন অনন্য আইকন হিসেবে আলাদা করেছে। চলচ্চিত্র জগতে তার স্থায়ী খ্যাতি এবং অর্জন চিরকাল স্থায়ী হবে। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি অবর্ণনীয় এবং তৈরি হওয়া শূন্যতা এমন কিছু যা আমার বাকি জীবন জুড়ে থাকবে। বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পর, আমার কাছে অসংখ্য স্মৃতি রয়ে গেছে, যা অনেক বিশেষ মুহূর্তগুলিকে পুনরুজ্জীবিতকরার জন্য।

ফের হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ বাংলাদেশের আরও ১ আদালতের

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ঃ ‘ প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির’ পৃথক তিন মামলায় শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে কারাদণ্ডের শাস্তি দিল ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালত। বৃহস্পতিবার তিনটি আলাদা মামলায় শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জয়কে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও হাসিনা কন্যা পুতুলকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ৩০ কাঠা সরকারি জমি বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে করা তিন মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাত বছর করে মোট ২১ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। এছাড়া পৃথক দুই মামলায় শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের মহাকাশ প্রতিভা বিশ্বজুড়ে নিজস্ব ছাপ ফেলছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ ভারতের মহাকাশ প্রতিভা বিশ্বজুড়ে নিজস্ব ছাপ ফেলছে। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এখন ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশ স্টার্টআপ স্কাইরুট ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এখন মহাকাশ ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করছে। বেসরকারি সেক্টর এখন ভারতের মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রে এক বিরাট অগ্রগতি অর্জন করছে। স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাস ভারতের নতুন চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন এবং যুবশক্তির প্রতিফলন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বন্ধুগন, এখন আমরা মহাকাশ সেক্টরে যে ধরণের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছি তা ভারতের বৃহত্তর স্টার্টআপ বিপ্লবের অংশ। গত দশক ধরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে স্টার্টআপের এক ঢেউ উঠেছে। আমাদের যুবসমাজ, আমাদের জেন জেড, প্রতিটি ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জের সমাধান তৈরি করছে। বিশ্বজুড়ে তরুণ উদ্ভাবকরা ভারতের জেন জেডের আত্মবিশ্বাস থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। ভারতের জেন জেডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক মানসিকতা এবং সৃজনশীলতা বিশ্বজুড়ে জেন জেডের জন্য একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে।অন্যদিকে ভারতের মহাকাশ যাত্রা সীমিত সম্পদ নিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আকাঙ্খা সীমাবদ্ধ ছিল না। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মহাকাশ যাত্রা অত্যন্ত সীমিত সম্পদ দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আকাঙ্খা কখনওই সীমাবদ্ধ ছিল না। একটা সম ছিল যখন রকেটের যন্ত্রাংশ সাইকেলে করে পরিবহন করা হত। আর এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎক্ষেপণ যানগুলির মধ্যে একটির স্রষ্টা হিসেবে নিজস্ব স্থান অর্জন করেছে। ভারত প্রমাণ করেছে, আমাদের স্বপ্নের উচ্চতা সম্পদ নয়, সংকল্প দ্বারা নির্ধারিত হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমরা ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সংস্কার করেছি। সরকার বেসরকারি উদ্ভাবনের জন্য এই সেক্টরটি উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে স্টার্টআপ এবং শিল্প আমাদের বৈজ্ঞানিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। গত ছয় থেকে সাত বছরে, ভারত নিজস্ব মহাকাশ সেক্টরকে একটি উন্মুক্ত, সহযোগিতামূলক এবং উদ্ভাবন-চালিত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছে। আজকের কর্মসূচিতে এই অগ্রগতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের অদূরে নৃশংস গুলিতে জখম দুই ন্যাশনাল গার্ড, ‘ মূল্য চোকাতে হবে’-কড়া হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন,২৭নভেম্বরঃওয়াশিংটন ডিসির রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল হোয়াইট হাউসের মাত্র কয়েকদূরে এমন এক ঘটনা ঘটল, যা মুহূর্তে আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার ভোররাতে, যখন শহরের বেশিরভাগ মানুষ ঘুমের কোলে, তখনই আচমকা এলোপাথাড়ি গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে মার্কিন রাজধানী। স্থানীয় সময় বুধবার গভীর রাতে এবং ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটে যাওয়া এই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য। তাঁরা দু’জনেই ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ন্যাশনাল গার্ডের কর্মী। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলেই জানিয়েছেন চিকিসকেরা।ঘটনার পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। হোয়াইট হাউসের অদূরে এমন হামলা যে কোনও সময়ই বড়সড় সন্ত্রাসমূলক পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিতে পারে-এমনই আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দাদের একাংশ। সেই কারণেই ঘটনার পরপরই প্রশাসন-স্তরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। দ্রুত তৎপরতা দেখিয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। যদিও ধৃতও গুলিতে জখম হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অতএব, ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই গুলি চলল, হামলাকারী একাই ছিল নাকি আরও কেউ যুক্ত, বা কারও নির্দেশে এই হামলা-সেসব নিয়ে তদন্ত চলছে জোরকদমে।ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি সরাসরি বলেছেন, এটি কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি এবং তদন্তে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেয়রের এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট উঠে এসেছে, হামলার পেছনে একেবারেই না-ঘটনার মতো কোনও ব্যাখ্যা বিশ্বাস করতে রাজি নয় প্রশাসন। আর যে স্থানে এই হামলা, তা বিবেচনা করলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।এই ঘটনায় সরাসরি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কঠোর ভাষায় তিনি বলেছেন, এটি মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক পদক্ষেপ। এর মূল্য চোকাতে হবে। তাঁর ভাষায় স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে প্রশাসনের ক্ষোভ ও কঠোর অবস্থান। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এমন ফাঁকফোকরকে তিনি কোনওভাবেই মানতে রাজি নন। এমনকি তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও ঘটনার প্রতি আরও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা জারি করা হতে পারে। ট্রাম্পের মন্তব্যকে ঘিরে আলোড়ন ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। তাঁর বক্তৃতায় যে ধরনের দৃঢ়তা উঠে এসেছে, তা প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়- এই ঘটনা ‘ নয়।এফবিআইয়ের ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল জানিয়েছেন, আহত দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে যুদ্ধকালীন তপরতায়। তিনি বলেন, ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা দেশের সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাদের ওপর হামলা মানে দেশের নিরাপত্তাকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। তিনি আরও জানান, হামলাকারীর অতীত পরিচয়, তার সম্ভাব্য যোগসাজশ, তার পিছনে কোনও সংগঠন আছে কি না, সেসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এদিকে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসে আহত দুই সদস্যের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দুই কর্মীর অবস্থা ঠিক কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তাঁদের পরিস্থিতি খুবই আশঙ্কাজনক। আমরা চিকিৎসকদের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রেখে চলেছি। তাঁর কথায় শোনা যায় উদ্বেগের সুর, পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির ব্যাপারে স্পষ্ট সংকল্পও।যদিও এই হামলার কারণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি, তবে গোটা ঘটনার মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর মতো বেশ কিছু দিক রয়েছে। প্রথমত, হোয়াইট হাউসের অদূরে এ ধরনের সাহসী হামলা প্রশাসন ও নিরাপত্তা মহলের দুর্বলতাকে তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, লক্ষ করা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে ছোট-বড় ব্যক্তিগত হামলার প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বা সরকারি কর্মীদের ওপর হামলা ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে হঠাই কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে এটিকে আওয়াজ বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁরা পুলিশের সাইরেন শুনতে পান। কেউ কেউ জানায়, একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সংঃদহভাজন ওই ব্যক্তিকে পুলিশ আটকের চেষ্টা করলে কিছুটা বচসা হয়। পরে পুলিশ তাকে দমন করে গ্রেফতার করে।পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে। একাধিক রাস্তা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, রাস্তার আশপাশের ভবনগুলোতেও তল্লাশি চালাচ্ছে তদন্তকারী দল। সব মিলিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে আপাতত ওই অঞ্চল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।এই মুহূর্তে প্রশ্ন উঠছে-কেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদেরই লক্ষ্য করা হল? তাঁদের কি আগে থেকে টার্গেট করে রাখা হয়েছিল? ব্যক্তিগতভাবে কারও প্রতি হামলাকারীর ক্ষোভ ছিল? নাকি কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ এই হামলা? প্রশাসন যদিও কোনও দিকেই এখনও নিশ্চিত মত দেয়নি, তবে তাঁদের বক্তব্য থেকে একটাই বিষয় স্পষ্ট-এটি হালকা ভাবে নেওয়ার মতো ঘটনা নয়।রাজনৈতিক মহলেও স্বাভাবিকভাবেই এই হামলার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-দুই পক্ষই নিন্দা করেছে এই সহিংসতার। কেউ কেউ আবার ট্রাম্প প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অনেক বিশ্লেষকের মতে, হোয়াইট হাউসের নিকটবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা লঙ্ঘন হলে তা সরাসরি প্রশাসনের ব্যর্থতাই প্রকাশ করে।তবে কর্তৃপক্ষের দাবি, হামলা প্রতিরোধ করা না গেলেও দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং সন্দেহভাজনকে দ্রুত গ্রেফতার করা হয়েছে-যা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তৎপরতারই পরিচয় দেয়।সব মিলিয়ে, হোয়াইট হাউসের অদূরে এই গুলিবর্ষণের ঘটনা শুধু আমেরিকাতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উদ্বেগের সুর তুলেছে। বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠার মধ্যেই এমন ঘটনা আরও একবার স্পষ্ট করে দিল-সন্ত্রাস বা লক্ষ্যবস্তু হামলার আশঙ্কা কোনও উন্নত দেশকেই ছেড়ে কথা বলে না।হামলায় গুরুতর আহত দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের সুস্থতা এখন কোটি মানুষের প্রার্থনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ধৃত সংঃদহভাজনকে জেরা করে ঠিক কী কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকে তাকিয়ে গুপ্তচর সংস্থা, প্রশাসন, রাজনীতি-সবাই।এখন দেখার, এই ঘটনার জেরে আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কতটা পরিবর্তন আনা হয়, এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দেওয়া কড়া ার্তা কীভাবে বাস্তবে রূপ পায়। একথা নিশ্চিত-ওয়াশিংটনে ভোররাতের সেই গুলির শব্দ দেশের মন থেকে এত তাড়াতাড়ি মুছে যাবে না।

উন্নতি নেই আবহাওয়ায়, বৃহস্পতিতেও দূষণে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃরাজধানী দিল্লিতে আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছেই না, বৃহস্পতিবারও বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশার কবলে জেরবার অবস্থা দিল্লিতে। বাতাসের গুণগতমান থাকল উদ্বেগজনক পর্যায়েই। তবে, আগের কিছু দিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও দিল্লির বাতাস ছিল অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে।এদিন সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম মন্দির-সহ বিভিন্ন এলাকায় দূষণ পরিস্থিতি ছিল মন্দ পর্যায়ে। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দূষণ পরিস্থিতিতে নাজেহাল রাজধানীর বাসিন্দারা। অক্ষরধাম এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯০, ধৌলা কুঁয়ায় ৩৫৬ আবার আনন্দ বিহারে বাতাসের

শীতের দাপট বাড়ছে কাশ্মীরে, কনকনে ঠান্ডা গুলমার্গ ও পহেলগামে

শ্রীনগর, ২৭ নভেম্বর ঃ শীতের দাপট বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন এমনই শীতের আমেজ থাকবে, বরং আরও বা।তে পারে।শীতের আমেজ বা।ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার সকালে কাশ্মীরের নানা প্রান্ত ছিল কুয়াশায় মো।া। নিরন্তর তাপমাত্রার পতনে জমতে শুরু করেছে শ্রীনগরের ডাল লেক। শ্রীনগরে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৩৫,৯০১ জনকে বিদেশি ঘোষণা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালেরঃমন্ত্রী অতুল

গুয়াহাটি, ২৭ নভেম্বর ঃ চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯৭১ সালের পরবর্তী মোট ১,৩৫,৯০১ জনকে বিদেশি বলে শনাক্ত করে তাঁদের বিদেশি ঘোষণা করেছে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল আসাম। এছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্ব্বমোট ৩০,১৩০ জনকে বহিস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় গত ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ থেকে চলতি ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৪৬৭ জন বিদেশিকে তাঁদের স্বদেশে পাঠানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪৫৭ জন অভিযুক্ত বিদেশি এবং ১০ জন ঘোষিত বিদেশি। আজ বুধবার রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন প্রশ্নোত্তরকালীন ঘণ্টায় অগপ-বিধায়ক রমেন্দর নারায়ণ কলিতার অসম চুক্তির ৫ এবং ৬ নম্বর দফা কার্যকর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে অসম চুক্তি রূপায়ণ দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা এই তথ্য পেশ করেছেন।বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অতুল বরা আরও জানান, অসম চুক্তির ৫.৩ দফা রূপায়ণের কাজ চলছে। চলতি ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৩,৪৩৯ জনকে ১৯৬৬-৭১ সালের সময়সীমার মধ্যে বিদেশি বলে ঘোষণা করেছে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। তদুপরি ৫.৪ দফার অধীনে ১৯৬৬-৭১ সালের সময়সীমার মধ্যে ঘোষিত মোট বিদেশি ৩৩,৪৩৯ জনের মধ্যে ১৮,১৭৫ জন ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আঞ্চলিক বিদেশি পঞ্জিয়ন আধিকারিক (রিজিওনাল ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসার)-এর কাছে নাম রেজিস্ট্রি করেছেন। ঘোষিত বিদেশিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কর্তন করার তথ্য নির্বাচনি আধিকারিকের হাতে থাকে বলেও জানান মন্ত্রী অতুল বরা। এছাড়া, দফা ৫.৭-এর অধীনে নতুন অনুপ্রবেশকারীদের বহিস্করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত। তিনি জানান, আইএমডিটি আইন-১৯৮৩ বাতিলের পর বিদেশি আইন-১৯৪৬ অনুসারে অবৈধ বিদেশিদের শনাক্ত করার কাজও সমানে চলছে।অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা কার্যকরকরণ সম্পর্কিত বিধায়ক রমেন্দ্র কলিতার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফার অন্তরভুক্ত অসমিয়াদের সাংবিধানিক রক্ষা কবচের বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য দফাগুলো রূপায়ণ করতে রাজ্য সরকারের তত্বাবধানে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই উপসমিতি অসম চুক্তির সবগুলি দফা বাস্তবায়ন করতে একটি রূপরেখা প্রস্তুত করেছে। সে অনুযায়ী দফাগুলি রূপায়ণের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উপসমিতি। মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচনার পর প্রতিবেদন দাখিল করেছে উপসমিতি।এছাড়া মন্ত্রী বরা জানান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লবকুমার শর্মার নেতৃত্বে একটি উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠন করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। উপসমিতির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষে অসম সরকার গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লবকুমার শর্মার প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরামর্শবলি রূপায়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে সারা অসম ছাত্র সংস্থা এব পরমর্শাবলির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিভাগও ইতিমধ্যে কয়েক দফায় আলোচনা সমাপ্ত করেছে। অধিকন্তু ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রয়োজনীয় বাজেট ঘোষণা করে পরামর্শাবলি অতি শীর্ঘ রূপায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিধানসভায় জানান মন্ত্রী অতুল বরা।

ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ আগামী ৭ ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত হতে চলেছে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে ব। গীতা পাঠ অনুষ্ঠান। নবদ্বীপ, কলকাতা এবং শিলিগু।িতে আয়োজিত পূর্ববর্তী গীতা পাঠ-যজ্ঞের পর এবার ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত গীতা পাঠের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। আয়োজনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ, স্বামী নির্গুণানন্দ , স্বামী বন্ধুগৌরভানন্দ ও স্বামী সর্বানন্দ।স্বামী প্রদীপ্তানন্দ জানিয়েছেন, গীতা আজ ঘরের গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। নবজাগরণের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এর প্রচার প্রয়োজন, বিশেষ করে যুবসমাজকে অনৈতিকতার দিক থেকে ফিরিয়ে আনতে এর বার্তা গুরুত্বপূর্ণ।স্বামী নির্গুণানন্দ বলেন, ভারতের ঐতিহ্যের অংশ গীতা পাঠকে যুবসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া সময়ের দাবি। গীতাই একমাত্র গ্রন্থ যার জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ১ ডিসেম্বর কলকাতার দোহী ঘাট থেকে ১,০০০ কলস নিয়ে যাত্রা বের হবে। মণ্ডপ নির্মাণের আগে ভূমিপূজো সম্পন্ন হবে। পার্থ সারথি, চৈতন্য এবং শঙ্করাচার্য-এই তিনটি মঞ্চে প্রথম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের পাঠ অনুষ্ঠিত হবে। অসম, ত্রিপুরা, দিল্লি থেকে বহু সাধু-সন্ত উপস্থিত থাকবেন। নেপাল ও বাংলাদেশ থেকেও সাধুসন্তরা যোগ দিতে পারেন বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। আয়োজকদের দাবি, এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে হিন্দু ধর্মের সারবত্তা জানানো। প্রশাসনিক অনুমতির সব প্রক্রিয়া সম্পন্নের পথে।পাঁচ লক্ষ গীতা বাংলা ও হিন্দি ভাষায় বিতরণ করা হবে বলেও আয়োজকরা জানিয়েছেন।

এসআইআর, এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করলেই তা জমা হয়েছে বলে ধরা হবে

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলও)-রা স্বাক্ষর করে ভোটারদের থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করলেই তা জমা হয়েছে বলে ধরা হবে। ডিজিটাইজেশনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বুধবারের শুনানিতে নির্বাচন কমিশন আদালতে এ কথা জানিয়েছে।কমিশনের বক্তব্য, ডিজিটাইজেশন কমিশনের নিজস্ব কাজ। ডিজিটাইজেশনের না হলেও ফর্ম জমা হয়েছে বলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের দায়ের করা এসআইআর সংক্রান্ত মূল মামলায় এ দিন নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। মূল মামলাটি শোনে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এজলাসে জানান, যে সময়সীমার মধ্যে এসআইআর করা হচ্ছে, তাতে বিএলও-দের উপর প্রচুর চাপ তৈরি করছে। পশ্চিমবঙ্গের একজন বিএলও কাজের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলেও জানান তিনি। নতুন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এ দিন বলেন, আমরা শুধু এসআইআরের প্রক্রিয়াগত দিক দেখছি।আগামী ৯ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে যা বিশ্বকে সত্যের ওপর ভিত্তি করে 'ধর্ম' প্রদান করেঃমোহন ভাগবত

অযোধ্যা, ২৭ নভেম্বর ঃএমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে যা বিশ্বকে সত্যের ওপর ভিত্তি করে 'ধর্ম' প্রদান করে, গত মঙ্গলবার রাম মন্দিরের ধ্বজারোহণ অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, আমাদের এমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে যা বিশ্বকে সত্যের উপর ভিত্তি করে 'ধর্ম' প্রদান করে। আমাদের এমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে যা এই 'ধর্ম', এই জ্ঞানকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রতীক (রাম মন্দির) দেখে এবং এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখেও ঐক্যবদ্ধভাবে এর জন্য কাজ করে যেতে হবে। বিশ্ব এমন একটি ভারত প্রত্যাশা করে যা বিশ্বের সকলের কাছে আনন্দ এবং শান্তি ছড়িয়ে দেয়, এমন একটি ভারত যা মানুষকে উন্নয়নের কথা শেখায়। এটি আমাদের কর্তব্য। আসুন আমরা শ্রী রাম লালার নামজপ করি এবং এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করি।

মেডিক্যাল কলেজ র‍্যাকেট ফাঁস, ইডির অভিযান ১০ রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ মেডিক্যাল কলেজগুলিকে কোর্স চালানোর অনুমোদন দিতে গিয়ে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে নয়া মোড়। সেই আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার একযোগে ১০টি রাজ্যে অন্তত ১৫টি ঠিকানায় তল্লাশি চালাল ইডি।এদিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, রাজস্থান, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লি এই সব রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়।মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে চলতি বছরের ৩০ জুন নথিভুক্ত মামলার ভিত্তিতেই এ অভিযান। অভিযোগ, জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের কিছু সরকারি আধিকারিককে শিক্ষা-অনুমোদনের নামে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়া হত। তার ভিত্তিতেই এই অভিযান।। ইডি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কলেজ, ব্রোকার ও সরকারি মহলের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের চক্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বেশ কিছু নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস। গোটা র‍্যাকেটে কারা চালাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হবে আহমেদাবাদে

গ্লাসগো, ২৭ নভেম্বরঃ সর্বশেষ ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছিল ভারত। দীর্ঘ ২০ বছর পর আবারও ভারতে বসতে যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হবে গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে।২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নাইজেরিয়া। বুধবার (২৬ নভেম্বর) নাইজেরিয়ার আবুজাকে পেছনে ফেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয় ভারতের আহমেদাবাদের নাম। গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ স্পোর্টস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ৭৪টি কমনওয়েলথ সদস্য দেশ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ভারতের দরপত্র অনুমোদন করে।বুধবার গ্লাসগোতে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাতে সিলমোহর দিয়েছে ৭৪ সদস্য দেশ। ভারতের অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পিটি ঊষার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।

রাশিফল

মেষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার চারপাশে অস্থিরতা এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়টি উভয় দিক থেকেই আপনার জন্য কিছুটা কঠিন প্রমাণিত হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

বৃষঃ আপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে আপনার অসুবিধা হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ আপনি সাধারণত যেরকম দেখেন তার থেকে কম শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাবেন- অতিরিক্ত কাজে নিজেকে জড়িয়ো না- কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন এবং অন্য দিনে আপনার সাক্ষা-সূচিকে পুনরায় নির্ধারিত করুন। শুভদিন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এই দিনটি আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ।

কন্যা ঃ আপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। বিবাহের যোগহতে পারে।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, যা আপনাকে নিরাপত্তাহীন বোধ করাবে। এই পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের অনুভূতির কারণ হতে পারে। অন্যদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার ধৈর্য এবং ভারসাম্যের উপর জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কাজের যোগ আছে।

বৃশ্চিকঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে। এই সময়টি নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। শুভদিন।

মকরঃ আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে. আনবে এই দিনটি। আপনি কিছু মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন।

মীনঃ বন্ধু বান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। যদি পুরো পরিবার অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে বিনোদন মজার হয়ে উঠবে। আপনার ভালবাসা একটি নতুন উচ্চতায় পৌছবে। দিনটি আপনার

আবহাওয়া

শীতের এই আমেজ বেশি দিন স্থায়ী হবে না, সপ্তাহান্তে ফের বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, শুক্রবার থেকেই একটু একটু করে চাবে তাপমাত্রা। পরবর্তী তিন-চারদিনে তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বা।বে। নতুন করে পারদ-পতন নিয়ে আপাতত কোনও ইঙ্গিত নেই। তবে, বৃহস্পতিবার সকালেও কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম। আগামী কিছু দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। কমবেশি ঠান্ডার আমেজ বজায় থাকবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ১১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

সমুদ্র বসুকে ফের তলব ইডির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তলদেশে ফের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পরিবার; এবারে বিশেষভাবে তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু। ইডি আগামী সপ্তাহে সমুদ্র বসুকে তলব করেছে। একাধিক নথি জমা দেওয়ার জন্য তাঁকে আবার হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই নথিগুলোর মধ্যে রয়েছে সমুদ্র বসুর হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁ এবং বিভিন্ন ব্যবসার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য। এছাড়া ব্যবসায় কতটুকু বিনিয়োগ হয়েছে তার হিসাবও জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবারই ইডি আধিকারিকরা সমুদ্র বসুকে প্রায় ১২ ঘণ্টা জেরা করেছেন। তবে তদন্তকারীরা আরও স্পষ্টতা চাইছেন, তাই নতুন করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে তাঁকে ফের তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, সবকিছু বিস্তারিত যাচাই করার জন্য এই পুনরায় হাজিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন মন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রীও। এর আগে তাঁকে তলব করা হলেও হাজিরা দেননি, কারণ বাড়িতে পুজোর ব্যস্ততা থাকায় তিনি সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই আইনজীবীসহ দপ্তরে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে। যদিও এদিন তদন্তকারীরা ব্যস্ত থাকায় জেরা সম্ভব হয়নি। ইডি সূত্রের খবর, তাঁদের নতুন করে সময় দেওয়া হবে। আইনজীবীর মন্তব্য, ততদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে।দ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার প্রেক্ষাপটও উদ্বেগজনক। ২০২৪ সালে লেক টাউনের সুজিত বসুর দু'টি বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়েছিল। কয়েক মাস আগে সল্টলেকের অফিসসহ একাধিক স্থানে আরও তল্লাশি চালানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রীর কন্যা, ছেলে ও স্ত্রীকে তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রীর কন্যাকেও জেরা করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রী নিজেও ইডির জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিয়েছেন। এখন আবার তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুকে তলব করার নির্দেশ এসেছে।

'ইঁদুর বা ছুচোতেই খুবলেছে চোখ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ চোখ চুরি বিতর্কে এবার প্রকাশ্যে দ্বিতীয় ময়না তদন্তের রিপোর্ট। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ইঁদুর বা ছুচোতেই খুবলে খেয়েছে মৃত যুবক প্রীতম ঘোষের চোখ। বেশ খানিকটা আইবল্ আছে দেহে। তদন্তকারীদের মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ। বারাসত মেডিক্যালের মর্গ থেকে মৃত প্রীতম ঘোষের চোখ চুরির অভিযোগ। তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্যভবন। মঙ্গলবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গ থেকে কাজীপাড়ার বাসিন্দা প্রীতম ঘোষের দেহ বার করে সৎকার্যের নিয়ে যাচ্ছিল পরিবার। তখনই তাঁরা দেখেন, চোখ উধাও, মুখের একপাশে পড়ে তুলসি পাতা! ধুন্ধুমারকাণ্ড বাধে। বারাসত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবারই ওই সময়ই যশহর রোড দিয়ে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রোগীর পরিজনদের ক্ষোভের মাঝে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি জানান। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষও গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। তবে মর্গের অস্থায়ী কর্মী প্রথম থেকেই দাবি করছিলেন, বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গের কুলার দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ রয়েছে। ফলে ইঁদুর-ছুচোর উৎপাত রয়েছে। ইঁদুরও চোখ খুবলে নিয়েছে বলে জানান তিনি। যদিও পরিবারের তরফ থেকে বিষয়টি মেনে নেওয়া হচ্ছিল না। অঙ্গ পাচারের অভিযোগ তুলছিল পরিবার। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হয়। রিপোর্টে এটাই উল্লেখ ইঁদুর কিংবা ছুচোতেই খুবলে খেয়েছে চোখ।

৬৭টি সিএনজি বাস কেনার অনুমতি দিয়েছে অর্থ দপ্তর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যাত্রী পরিষেবার উন্নতিতে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমকে আরো ৬৭ টি সিএনজি বাস কেনার অনুমতি দিয়েছে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানীয় রুটে চালানোর জন্য ৩০ টি নন এসি এবং শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথে চলাচলের জন্য বত্রিশ আসনের আঠারোটি বাস কেনার কথা বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ১৪ টি স্ট্যান্ডার্ড এসি বাস রয়েছে। পাশাপাশি ভ্রমণ পিপাসুদের সুবিধায় নিগমের অধীনে শিলিগুড়ি থেকে দীঘা পর্যন্ত বাস চালানোর জন্য নতুন ছটি স্লিপার ভলভো বাস কিনতে অর্থ দপ্তর এগারো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

লালবাজারের নতুন নির্দেশ সাক্ষীর সংখ্যা নয়, সাক্ষীর প্রাসঙ্গিকতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ গুরুতর মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা কমাতে এবার নতুন নির্দেশনা জারি করেছে লালবাজার। প্রত্যেক থানা ও গোয়েন্দা বিভাগকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন; সাক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে মামলা জটিল করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমতো সাক্ষী নথিভুক্ত করা যাবে, তবে প্রধান মানদণ্ড হবে সাক্ষীর গুণমান ও প্রাসঙ্গিকতা। পুলিশ সূত্রের দাবি, নির্দেশনার মূল লক্ষ্য; অভিযুক্তদের দীর্ঘ সময় ধরে হেফাজতে না রেখে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা। একাধিক গুরুতর অপরাধের মামলায় দেখা গেছে, অভিযুক্তরা পাঁচ থেকে দশ বছরেরও বেশি সময় জেলবন্দি থেকেছেন শুধুমাত্র সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার ধীরগতি এবং অপ্রয়োজনীয় সাক্ষীর অতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে। এক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার কথায়, 'প্রত্যেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য নেওয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাক্ষী যুক্ত করলে মামলার সময়সীমা অনর্থকভাবে বাড়ে। ফলে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা এই সুযোগ নিয়ে জামিনের আর্জি জানান।' সম্প্রতি সাইবার জালিয়াতি, মাদক পাচার, ডাকাতি এমনকি কয়েকটি খুনের মামলাতেও এই ধরনের অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত হয়েছে। অভিযুক্তদের দাবি, তদন্ত অনেক আগে শেষ হয়েছে, কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা এত বেশি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে বছর কেটে যায়। তাই তারা আর জেলবন্দি রাখার প্রয়োজন মনে করে না। আদালতের শর্ত অনুযায়ী, অভিযুক্তরা প্রায়শই সাক্ষ্যগ্রহণের সময় আদালতে সেই শর্ত মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে। এই পরিস্থিতি এড়াতে লালবাজার নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তকারী অফিসিরা যেন সাক্ষীর তালিকা তৈরি করার সময় কঠোর বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। লালবাজারের এক কর্তার কথায়, তসাক্ষীর সংখ্যা নয়, সাক্ষীর শক্তি;এই নীতি অপরিবর্তনীয়। আদালতে শক্তিশালী সাক্ষ্যই শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে সাহায্য করে।দ পাশাপাশি, খুনের মামলায় তদন্তকারীদের দায়িত্ব ও কৌশলও পুনরায় স্মরণ করানো হয়েছে। মৃত বা নিহতের পরিবারের সঙ্গে প্রথমে কথা বলা, তারা যদি অভিযোগ জানাতে আগ্রহী হন তা নথিভুক্ত করা, এবং প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির পাশে বসবাস করা কারো বা স্থানীয় অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আবশ্যক। এরপর থানায় এসে চজ্জট্ট দায়ের ও তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তও দ্রুত ও নিয়ম মেনে সম্পন্ন করতে হবে। আইনজীবী সৌম্যজিৎ রাহার উল্লেখ করেছেন, তএই নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে মামলার নিষ্পত্তির গতি বৃদ্ধি পাবে এবং অকারণে দীর্ঘ বিচারবিভাগীয় জট কমবে। তবে, সাক্ষীর সংখ্যা কমানো হলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ না যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।দ লালবাজার নির্দেশনার বাস্তবায়ন মনিটর করার দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার এক অফিসার জানান, থানা ও গোয়েন্দা বিভাগের নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা তা ডেপুটি কমিশনার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তারা মনিটর করবেন। এই পদক্ষেপ মূলত আদালতের চলমান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিরবিচ্ছিন্ন তদন্তের ফলে জেলবন্দি থাকা অভিযুক্তদের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। গুরুতর অপরাধ, যেমন সাইবার জালিয়াতি, মাদক পাচার, ডাকাতি এবং হত্যার মামলায় দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে এই নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক ও শক্তিশালী সাক্ষীকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। অপ্রয়োজনীয় সাক্ষীর সংখ্যা বাড়ালে মামলার ধীরগতি বাড়ে, যা অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে। লালবাজারের নতুন নির্দেশনার ফলে পুলিশের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক সাক্ষীর উপর, যাতে দ্রুত এবং স্বচ্ছ বিচার নিশ্চিত করা যায়। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ, দ্রুত ময়নাতদন্ত, এবং অতিরিক্ত সাক্ষীর প্রবণতা কমানো;এই সমস্ত পদক্ষেপের সমন্বয়ে কলকাতা পুলিশ চেষ্টা করছে বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও কার্যকর করার। এই উদ্যোগটি শুধু মামলার সময় কমাবে না, বরং অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষা ও আদালতের প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগে হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ সকল ওএমআর শিট প্রকাশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে অনুষ্ঠিত শুনানিতে ২০২৫ সালের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সকল ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ মেনে এসএসসিকে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়েব সাইটে সমস্ত ওএমআর শিট আপলোড করতে হবে। শুনানিতে বিচারপতি সিনহার কঠোর ভাষায় বলা হয়, তআপনারা ওএমআর শিট আপলোড করেননি কেন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম দিন থেকেই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। নাহলে পরে আবার অনিয়মের অভিযোগ উঠবে।দ এই মন্তব্য প্রমাণ করছে, আদালত স্বচ্ছতা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিন বিচারপতি এক বিশেষ নির্দেশও দেন। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যারা নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছিলেন, তাদের সম্পূর্ণ তালিকা কমিশনকে জমা দিতে হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এই তালিকা অবশ্যই ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদান করতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের ভবিষ্যৎ এই মামলার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে। শুনানির সময় এক আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে একাদশ-দ্বাদশের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে বিচারপতি সিনহার মন্তব্য ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, 'পরীক্ষার কি হবে কেউ জানে না, আর আপনি নথি যাচাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।' আদালতের এই মন্তব্য প্রমাণ করছে যে, প্রক্রিয়ার ফলাফলের সঙ্গে কোনো প্রকার অনুমান বা পূর্বধারণা কাজ করবে না। এর আগে বুধবার সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল যে নতুন নিয়োগে যেন কোনও অযোগ্য প্রার্থী অন্তর্ভুক্ত না হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, এসএসসি অযোগ্য প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করবে। এসএসসি সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলেই এই তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই পদক্ষেপ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থী থেকে প্রশাসন;সকলেই এই নির্দেশনার আওতায় এখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দিকে নজর রাখবেন। ২০১৬ সালের প্রাক্তন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে প্রশাসন এবং আদালত পরিপূর্ণ তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে পারবে। এটি প্রমাণ করে যে, আদালত শুধু বর্তমান প্রক্রিয়ার নয়, অতীতের নিয়োগের স্বচ্ছতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। এসএসসি সংক্রান্ত মামলাগুলি বর্তমানে কলকাতা হাই কোর্টে চলমান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। তবে শুনানিতে আদালতের মন্তব্য প্রমাণ করে, শুধুমাত্র সময়সীমা পূর্ণ করাই যথেষ্ট নয়; স্বচ্ছতা এবং সঠিকতা নিশ্চিত করাই মূল চ্যালেঞ্জ। প্রার্থীদের মধ্যে এখন উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবারে বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নতুন অধ্যায় সরিষায় 'গো ব্যাক' স্লোগান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে ঘর গোছানোর প্রক্রিয়ায় যখন নতুন করে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক শিবির, ঠিক সেই সময়ে আবারও প্রকাশ্যে এল বিজেপির ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবারের সরিষা এলাকায় সেই চিত্র দেখা গেল, যেখ ানে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভের আগুন ধরে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরিষার পথ ধরে যাওয়ার সময় সুকান্ত মজুমদারের কনভয়কে ঘিরে ধরে বিক্ষোভকারীরা 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। কপালে টিকা, গলায় গেরুয়া উত্তরীয়; এভাবেই তারা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে তীব্র অসন্তোষের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করে। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীরা 'দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ' স্লোগানও দেন, যা দলের মধ্যে বিদ্যমান ভেতরের ফাটলকেই প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, বিক্ষোভকারীরা আসলে দলের প্রকৃত কর্মী নন। তারা কয়েকদিন আগে প্রাক্তন বিধায়ক দীপক হালদারের হাত ধরে নতুন করে যোগদান করেছে। একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা জানান, 'এরা কখনও বিজেপির নিয়মিত কর্মী ছিলেন না। দলের মূল কাঠামোর সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।' এই ঘটনায় রাজনৈতিক সমালোচনা কমেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সরিষার ঘটনার প্রসঙ্গে বলেছে, 'বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির অভ্যন্তরীণ সংকট প্রকাশ পাচ্ছে। নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধে দলের কর্মীরাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তার পরও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার অধিকারকে উপেক্ষা করছে; এটাই প্রধান অভিযোগ।' দীপক হালদার নিজেও এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, তারা আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তারা আসলে দলের নেতা বা কর্মী কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। আমার বা আমার অনুগামীদের কেউ কখনো দলের নেতার সামনে 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে পারে না। এটা কেবল স্বার্থসিদ্ধির অপপ্রচার। বিক্ষোভকারীরা অবশ্য নিজেদের দিলীপ ঘোষের অনুগামী হিসেবে পরিচয় দেন। তারা অভিযোগ করেন, অতীতে নিজেদের উপর যখন অত্যাচার চালানো হয়েছিল বা জেল খেটেছিলেন, তখন কোনও নেতা পাশে দাঁড়াননি। সেই ক্ষোভই আজ প্রকাশ পাচ্ছে সরিষায়। তাঁদের বক্তব্য, দলের কিছু পদাধিকারী বা কেন্দ্রের সরকারের নীতি বাংলার মানুষের প্রতি অসম্মানসূচক, এবং সেই প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, সরিষার এই ঘটনা শুধু একক নয়। নির্বাচনের আগে এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও তীব্র হতে পারে। বিশেষ করে নেতাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এবং পুরনো কর্মীদের সঙ্গে নতুন যোগদানের মধ্যকার টানাপোড়েন, এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য দায়ী। দীর্ঘমেয়াদে, এই ধরনের বিক্ষোভ দলের মনোভাব ও ভোটপ্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। সরিষার ঘটনার মতো প্রকাশ্য উত্তেজনা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

আবার বারুইপুর মিলন মেলায় দূর্ঘটনা

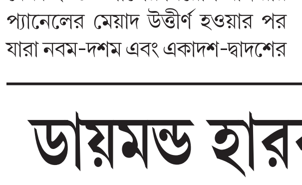

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ বারুইপুরে মিলন মেলায় আবার দূর্ঘটনা। একমাস ব্যাপী মিলন মেলায় বসেছে বিভিন্ন রকম খাওয়ার দোকান থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রকমে রাইড, তারই মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক সুনামি রাইড, সেই সুনামি রাইড থেকে এক মহিলা পড়ে যাওয়ার ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, আগের বছরও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল মিলন মেলায়। তার এক বছর পরে আবারো একই ঘটনা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন এই মিলন মেলায় দু'বছরই দুর্ঘটনা ঘটলো এবং তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পড়ে যাওয়ার ভিডিও দেখেন এবং তিনি বলেন যে প্রতিবছর যদি এভাবে দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে প্রশাসন কেন তার আটো সাটো নিরাপত্তা নিচ্ছে না। কিভাবে এই মেলার পারমিশন দিচ্ছে প্রশাসন, উচিত এই ধরনের রাইটগুলো সব ঠিকঠাক থাকে কিনা দেখার। এছাড়াও এই মেলাকে ঘিরে রাস্তায় বিভিন্ন রকম যানজট সৃষ্টি হয়, বারুইপুর জয়নগর মেন রোডে সামনেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল আর এই যানজটের ফলেই অ্যাম্বুলেন্সেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে রোগীরা, তিনি এও বলেন, মেলা করুক কিন্তু মেলাটা যেন অন্য জায়গায় করা হয়। যেখানে নিরাপত্তা থাকবে সঙ্গে এই ধরনের যানজটের সৃষ্টি না হয়। বারুইপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন, শুনেছি এই সুনামি রাইট থেকে একজন মহিলা সেলফি তুলতে গিয়ে অতি উচ্ছ্বাসের কারণে পড়ে যায়, তবে মিলনমেলা কর্তৃপক্ষের আরো ভালোভাবে এই জিনিসের উপর নজর দেওয়া উচিত, তবে এব্যাপারে মিলন মেলা কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করতে চাইনি, যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা কোন মন্তব্য করেননি।

কসবায় ফের শুটআউট, যুবক গুলিবিদ্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কসবায় ফের এক শুট আউটের ঘটনা ঘটেছে, যা স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কসবার খাল পাড়ের ফাঁকা জায়গায় গুলি লেগে এক যুবক আহত হয়েছেন। আহত যুবকের নাম অভিজিৎ নাইয়া, যিনি খাল পাড়ের প্রান্তিকপল্লির বাসিন্দা। তাঁর বাঁ হাতের তালুতে গুলি লেগেছে এবং বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে অভিজিৎ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, রাতের ওই সময় তাঁর বাড়ির কাছে দুই দুষ্কৃতী বাইক যোগে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। অভিযুক্তদের মুখে মাস্ক এবং মাথায় হেলমেট ছিল। গুলির আগে অভিযুক্তদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় অভিজিতের। সেই সময় গুলি চলে এবং আহত যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কসবা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশি তদন্তে অভিজিতের প্রাথমিক বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদে অভিজিত স্বীকার করেন, আসলে তাঁর দুই বন্ধুর কাছে একটি ৯ মিমি পিস্তল ছিল। বুধবার রাতে তারা ওই বন্দুক নিয়ে খেলাধুলা করছিল এবং সেই সময় বন্দুক থেকে গুলি লেগে তাঁর হাতে লাগে। পুলিশ তদন্তে সর্দার ওরফে বাবাই নামে একজনকে আটক করেছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বন্দুকের উৎস খুঁজে বের করা, অভিযুক্তদের সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি কেবল অভিজিতের আহত হওয়ার দিকেই সীমাবদ্ধ নয়। এই এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। এক বছর আগে কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল।

শীত পড়তেই বাঘের পায়ের ছাপ মৈপীঠের লোকালয়ে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি ঃ শীত পড়তেই লোকালয়ে বাঘের আনাগোনা বেড়ে চলেছে। আর আবার ফের মৈপীঠে বাঘের আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান গ্রামবাসীরা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। যায় মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশও। শুরু হয় তল্লাশি। তবে আধিকারিকদের অনুমান, বাঘটি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। এদিন সকালে মৈপীঠ বৈকণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোরী মোহনপুর এলাকায় পায়ের ছাপ দেখেন কয়েকজন গ্রামবাসী। এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে আতঙ্ক গ্রাস করে মৈপীঠ বাসীদের মনে। নদীর ধারে বাঘের ছাপ দেখতে ভিড় করতে থাকেন গ্রামবাসীরা। খবর যায় থানা ও বনদপ্তরে। ছুটে আসেন আধিকারিকরা। গ্রামবাসীদের নদীর ধার থেকে সরিয়ে, শুরু হয় সার্চ অপারেশন। তল্লাশি পর বনদপ্তরের আধিকারিকদের অনুমান, রাতে বেরিয়ে এসেছিল বাঘটি। পরে সে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।প্রসঙ্গত, কুলতলি, মৈপীঠ সংলগ্ন এলাকায় বাঘের আনাগোনা নতুন নয়। মাস কয়েক আগেও মাতলা ও মাকড়ি নদীর সংযোগস্থল পেরিয়ে বাঘকে দেউলবাড়ি গ্রামের ধান খেতে ঢুকতে দেখেছিলেন মৎস্যজীবীরা। গ্রামবাসীরাই রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করেন। বনদপ্তরের দীর্ঘ চেষ্টার পর সেবার দক্ষিণরায় ফিরে গেছিল নিজের ডেরায়। তাছাড়াও, মাতলা ও মাকড়ি নদীর সংযোগস্থল পেরিয়ে বারবার বাঘ চলে আসে এই লোকালয়ে। এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, মৈপীঠের কিশোরীমোহনপুর এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপটি ২-৩ দিন আগেকার। বাঘ এসেছিলো ঠিক কিন্তু আবার সে জঙ্গলে ফিরে গেছে। এ নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। বন কর্মীরা পর্যবেক্ষণে রেখেছে পুরো এলাকাটা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/093/261/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of road surface near 141/60, 58C, 58/6 etc. P.G.H Shah Road in Ward No. 093, Br-X, (Scheme ID-APAS/01/160/261/0003).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,34,798.42.** Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Time of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : EEC/093/219/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Asphaltum road surface near 15D, A/168 etc. Lake Gardens in Ward No. 093, Br-X, (SCHEME ID - APAS/01/160/219/0001).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,07,058.60.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Time of completion : **45 days.**

(3) NIT No. : EEC/093/245/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of asphaltum road near 38, 30, 23/A etc. Dr. Deodhar Rahman Road in Ward No. 093, Br-X. (SCHEME ID - APAS/01/160/245/0001).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,40,580.86.** Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Time of completion : **45 days.**

(4) NIT No. : X/097/109/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of asphaltum road near 25/10A, 56/21 M.N. Sen Lane etc. in Ward No. - 097, Br-X. (APAS/01/152/94/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **3,56,462.35.** Earnest Money: ₹ **7,130.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bids : **23.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 4). Date and Time of Opening of Bid : **25.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No. : EEC/092/061/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of road surface near premises No. 1/5/11, 16/5 telipara Lane etc. in Ward No.-092, Br-X, (SCHEME ID - APAS/01/149/201/ 0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,92,980.28.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Time of completion : **50 days.**

(6) NIT No. : EEC/093/242/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of road surface near 64, 48, 43 etc. Das Nagar in Ward No.-093, Br-X. (SCHEME ID - APAS/01/160/242/0003).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,91,587.38.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Time of completion : **45 days.**

(7) NIT No. : X/096/45/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Paver Block passage near D/98 Bapujinagar etc in Ward No.-096, Br.-X (APAS ID- APAS/01/150/ 234/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **4,98,923.72.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of completion : **45 days.**

(8) NIT No. : X/097/110/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 1, 25/5 M.N.Sen Lane etc in Ward No.-097, Br-X. (APAS/01/152/93/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,99,920.23.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of completion : **45 days.**

(9) NIT No. : X/095/057/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 52, 68 Aswini Nagar etc. in Ward No.-95, Br-X. (SCHEME ID-APAS/01/152/51/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,24,856.86.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(10) NIT No. : X/095/056/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 7/36, 7/38F Bijoygarh etc. in Ward No.-95, Br-X. (SCHEME ID-APAS/01/152/41/ 0003).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,89,486.63.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Time of completion : **45 days.**

(11) NIT No. : X/095/055/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 3/155, 3/115, 3/111B, 3/120 Azadgarh etc. in Ward No.-95, Br-X (SCHEME ID-APAS/01/152/ 57/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,14,052.19.** Earnest Money: ₹ **4,285.00.** Time of completion : **45 days.**

(12) NIT No. : X/095/054/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 3/1, 3/9, 3/22 Azadgarh etc in Ward No.-95, Br-X. (SCHEME ID-APAS/01/152/56/0003).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,65,621.50.** Earnest Money: ₹ **3,320.00.** Time of completion : **45 days.**

(13) NIT No. : X/095/053/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 2/81A, 2/84A, 2/72 Azadgarh etc in Ward No-95, Br-X. (SCHEME ID-APAS/01/152/55/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,17,347.66.** Earnest Money: ₹ **4,350.00.** Time of completion : **45 days.**

(14) NIT No. : EEC/093/221/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Asphaltum Road surface near D/589. 154/45, 164/9/7 etc Lake Gardens in Ward No.-093, Br-X. (SCHEME ID-APAS/01/160/221/0001).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,35,226.39.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bids : **24.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 5 to 14). Date and Time of Opening of Bid : **26.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 5 to 14).

(15) NIT No. : X/097/112/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of passage near 1C NN Ghosh Lane etc. in Ward No.-097, Br-X. (APAS/01/152/69/0002).** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,24,416.06.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bids : **24.12.2025 – 6 p.m.** Date and Time of Opening of Bid : **26.12.2025 – 6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **28.11.2025 (from 5 p.m).** (for Sl. No. 1 to 15). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 15).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/153/ 192/123/028
Name of work : **Maintenance of C.C.Road at different part of Santosh Roy Road in Ward No.-123.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,97,114.70.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/ 210/123/022
Name of work : **Construction of road including U/G sewer system at Kailash Ghosh Road near Pre No. 944 in Ward No.-123.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,25,506.29.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/153/ 199/123/020
Name of work : **Construction of C.C.Road including drainage system at Bose Para Road near Pre No. 22/A in Ward No.-123.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,48,533.91.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/153/ 180/123/039
Name of work : **De-silting of drain 15/D D.H.Road in Ward No.-123.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **1,07,225.03.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of completion : **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/153/ 185/123/030
Name of work : **Construction of U/G sewer including restoration of road at Nabalia Para Road near Pre No. 14/7 in Ward No.-123.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,03,155.42.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **20.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 5). The Tender will opened on : **22.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from : **08.12.2025 (5 p.m).** (for Sl. No. 1 to 5).

(6) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/018/ APAS/307/P-1
Name of work : **Development of C.C.Road at North Jiadergote near H/O Prosenjit Ishar in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,10,564.42.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/014/ APAS/315/P-1
Name of work : **Development of C.C.Road at Darirchak near H/O Nemai Ch Bar in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,003.75.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/005/ APAS/310/P-1
Name of work : **Development of C.C.Road at Ramjibanpur near H/O Sikandar paul in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,47,662.03.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/038/ APAS/298/P-2
Name of work : **Development of C.C.Road at Krishna Nagar near H/O Ashutosh Dey in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,80,673.43.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/039/ APAS/298/P-3
Name of work : **Development of C.C.Road at Krishna Nagar near H/O Biva Devi in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,77,215.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/037/ APAS/298/P-1
Name of work : **Development of C.C.Road at Krishna Nagar near Pre. No. 47/49 in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,41,255.41.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/036/ APAS/302/P-3
Name of work : **Development of C.C.Road at Ghoroi Para near H/O Tapas Makhal in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,83,234.03.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/035/ APAS/302/P-2
Name of work : **Development of C.C.Road at Ananda Pally near H/O Ajanta Das in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **1,97,975.19.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/046/ APAS/292/P-1
Name of work : **Development of C.C.Road at Gayen Para near H/O Arabinda Bar in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,611.53.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(15) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/047/ APAS/292/P-2
Name of work : **Development of C.C.Road at Gayen Para near H/O Swapan Bar in Ward No. 142.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,611.53.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **22.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 6 to 15). The Tender will opened on : **24.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 6 to 15). The bid forms and other details are available on and from : **09.12.2025 (5 p.m).** (for Sl. No. 6 to 15). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 15).

(1534/25-26)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬৪, সংখ্যা, শুক্রবার ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

আশুতোষ কলেজেরই একটা ফাংশানে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে খুব নাম হয়ে ডাক হয়। প্রথম রেকর্ড রবীন্দ্রসংগীতের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা।' এরপর অনেকদিন আর কোনো রেকর্ড করেননি। হঠাৎই একদিন রেডিওতে অডিশন দিলেন নাম-না-জানা এক নিশ্চিত বিশ্বাসে, তিনি সুযোগ পাবেন। পেলেন সুযোগ। রেডিওতে, সেখানে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সময়ই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের উপলব্ধি হল যে, যে কোনও গানই শিল্পীর নিজের গান হয়ে উঠতে পারে যদি অনুভূতির গভীরতা ও গ্রহণ করবার আবেগ নিয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করা হয়। আশুতোষ কলেজে প্রথমে বিজ্ঞান নিয়ে আই .এস. সি পরে অবশ্য বিজ্ঞান ছেড়ে কলা বিভাগে স্নাতক। বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছে ছিল এই ছেলে যেন ইঞ্জিনিয়ার হয়। কিন্তু পড়তে গিয়ে কি মনে হল ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক সবই খুব দরকারী। তারপরে বি. এ. পড়া। স্বজনদের অনেকেই চেয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার না হলেও যদি ব্যারিস্টার হোক। রবীন্দ্রনাথের গানে খুঁজে পেতেন নিজের অনুভূতি। যতবার 'আমার মন কেমন করে' গানটি গাইতেন মনে হত এ গান যেন তাঁর জন্যই লেখা। তিনি প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠে ' ভালো যদি বাসো সখি ' শুনে মুগ্ধ হননি এমন মানুষ আছেন কি! চিন্ময় বাবু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা কথা বলে তাঁর গীতিকবিতা বা লিরিকের মধ্যে। তাই ধ্রুপদ অথবা কালোয়াতী রবীন্দ্রসংগীতের চেয়ে লিরিকেই তাঁর মন সাড়া দিত খেয়ালের চেয়ে ঠুংরী অথবা গজলে। তিনি নিজে আরও একটি বিষয়ে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তথাকথিত সিওর সাকসেসের জন্য প্লে- ব্যাক না করেও রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হিসেবে সমাদার পাবেন। খুব কম চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। সর্বকালের সেরা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদের তালিকার একেবারেই উপরের দিকে থাকবেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। 'কোনি '' ছুটি ' ছাড়া আর বোধহয় খুব বেশি চলচ্চিত্রে কাজ করেননি! নানা কারণে প্রথম রেকর্ড করার পাঁচ বছর পর দ্বিতীয় রেকর্ড করেছেন। কিন্তু যারা রবীন্দ্রনাথের গান ভালবাসেন তাদের কাছে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় একটি শ্রদ্ধেয় ,ভালবাসার নাম। তবে একথা সত্য ঠিক নাড়া বেঁধে কারও কাছে গান শেখেননি চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। অনেকের গানই তাঁর ভাল লেগেছে। অলক্ষ্যে তাঁর প্রভাব গানে পড়ে গায়কী পরিমার্জিত করেছে। আলাদাভাবে কারও নাম অবশ্য বলেননি। রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর দিয়ে একসপেরিমেন্ট না করার পক্ষে ছিলেন চিন্ময়বাবু বিশেষত যখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই। পঙ্কজ মল্লিক কবির গানে সুর দিয়েছিলেন তাঁর অনুমতি নিয়ে। এ গানের স্রষ্টা তাঁর গানের সম্বন্ধে স্পর্শ-কাতরতা অসঙ্কোচেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই এ চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া উচিত। বলেছেন পঙ্কজবাবুর সুরে রবীন্দ্রনাথ হয়ত এ সার্থকতাকে অনুভব করেছিলেন-তাই তাঁর গানের কণ্ঠে সুরের রত্নহার পরাবার অধিকার পঙ্কজবাবুকে দিয়েছিলেন। এ অধিকার অন্যদের আছে কিনা জানবার উপায় যখন নেই (কারণ কবি আজ বেঁচে নেই) তখন তাঁর রচনার ওপর হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। তাঁর শিল্পীজীবনের আকাঙ্খা কি? সেখানেও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছেন তার গায়কী পাল্টাচ্ছেন। উষালগ্নে যে অজানা ভাললাগা নিয়ে সংগীত জীবন শুরু হয়েছিল তাকেই যেন দেখছেন, জানছেন, বুঝেছেন নতুনরূপে, নতুন রঙে। এ দেখার শেষ নেই। আরও একটি আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতেন অনায়াস ছন্দের গতিতে ছুটে চলেছেন প্রাণের উদ্দাম প্রবাহের পথে। ২৭ জুলাই, ১৯৮৭ থেমে ছিল চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের স্পন্দন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন বহু নাম আছে, যারা প্রচারের আলোয় খুব বেশি আসেননি তাঁদের মধ্যে অন্যতম এক নাম বিপ্লবী রামকৃষ্ণ খত্রী। জীবনভর দেশপ্রেম, সাহস, আর আদর্শকে অবলম্বন করে ছিলেন নির্ভীক পথিকের মতো। রামকৃষ্ণ খত্রীর জন্ম ১৯০২ সালের ৩ মার্চ, মহারাষ্ট্রের বুলঢানা জেলার চিখলি নামক ছোট্ট গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন শিবলাল চোপড়া এবং মাতা কৃষ্ণাবাই, যাঁদের আদর্শ ও সংস্কার তাঁকে শৈশব থেকেই দেশপ্রেমের আবহে বড় করে তোলে। এক সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও খত্রী ছিলেন অসাধারণ মনের মানুষ। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তিলকের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতির ও সমাজচেতনার জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে এক ছোট সংগঠন। উদাসীন মণ্ডল, যা ছিল দেশের স্বার্থে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন যে স্বাধীনতা কেবল রাজনীতির বিষয় নয়, এটি সমাজজাগরণের এক বিশাল আন্দোলন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ খত্রীর মন ভরে ওঠে বিপ্লবের আগুনে। তিনি যোগ দেন সেই সময়ের অন্যতম গোপন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান প্রজাতন্ত্র সংঘ, যার নেতৃত্বে ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল, অশফাকুল্লাহ খান, রোশন সিং প্রমুখ। মধ্য ভারত ও মহারাষ্ট্রে এই সংগঠনের কাজ বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস বলে, ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় -কাকোরি কাণ্ড। সংগঠিত হয় ঠিক সেই সংগঠনের উদ্যোগে। ব্রিটিশ সরকারের ট্রেন থেকে বিপ্লবের তহবিল সংগ্রহের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ খত্রীও। তাঁর পরিকল্পনা, উপস্থিতি ও নেতৃত্ব সেই ঐতিহাসিক ঘটনার একটি নেপথ্য স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তা সহজ ছিল না। কাকোরি কাণ্ডের তদন্তে ব্রিটিশরা রামকৃষ্ণ খত্রীকেও আটক করা হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

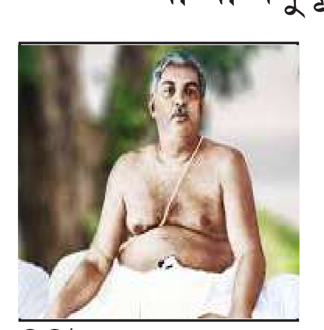

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

নিবেদিতা দর্শন

জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলচেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতন বহু প্রতিভার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অন্যতম সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের মৃত্যুর পর সুকুমার সেন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,উচ্চতা অনেক রকমের হয়। অট্টালিকাও উচ্চ, আবার মহীরূহও উচ্চ। একটি নিষ্প্রাণ, অন্যটি জীবনরসে সমৃদ্ধ। সুনীতি বাবুর ছিলেন সেই বনস্পতির উচ্চতা। আর নিজের সম্পর্কে সুনীতিকুমার বলেন, ইউরোপের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর

ঝাঁট দিলে দশ-বিশটা সুনীতি চট্টোপাধায় ওমনি পাওয়া যায়।

মানবিকী বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল যাঁর সাধনপীঠ, বিশ্বভুবন ছিল বাসভবন, অনন্তপার শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি হলেন মনীষী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্র কলা, ভাস্কর্য ও ধ্রুপদী সংগীতের রসজ্ঞ সমজদার। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন 'ভাষাচার্য' শিরোভূষণ। তাঁর মূল প্রকৃতি ছিল অন্বেষকের। সেই ক্রম-অন্বেষণের পথ ধরে সবসময়ই পৌঁছেছেন নতুন কোনও বক্তব্যে। তাঁর রচনাসমূহ ভারতীয় মনে জাগিয়ে তোলে এল অপার বিশ্বসংস্কৃতিবোধ।

সাহিত্য অকাদেমি ১৯৭৫-এর শেষ দিকে দিল্লিতে রামায়ণ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিতর্কসভার আয়োজন করেছিল। উপলক্ষ্য তুলসী দাসের রামচরিতমানস-এর চারশো বছর পূর্তি। সভার বৈশিষ্ট্য ছিল, এশিয়ার যে সব দেশে প্রাচীন কালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও রামায়ণ -কাহিনির প্রবেশ ঘটেছিল, সেই সব দেশের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের মত বিনিময় ও বিতর্ক। উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ণের যে 'সমস্যা'র প্রতি দৃকপাত করলেন, তার সূত্রে ১৯৭৬-এ এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে কলকাতায় আরও একটি বক্তৃতা দিলেন। আচার্যের সিদ্ধান্তগুলি ছিল, রামকথার প্রধান সঙ্কলক চ্যবন; বিষ্ণু-অবতার হিসেবে রামকে প্রতিষ্ঠিত করা পরবর্তী কালের ঘটনা; বৌদ্ধ জাতকে রামকাহিনির উল্লেখ; রাম ও সীতার ভাই-বোন সম্পর্ক; সীতাহরণ কাহিনির পিছনে গ্রিক পুরাণের প্রভাব।

এর মধ্যে অনেক কথা নতুন নয়, তবু সমাজে আলোড়ন তুলে দিলেন সুনীতিকুমার। সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিবাদের ঝড়, তাঁর 'সুধর্মা' বাড়িতে রামভক্তদের কদর্য কটূক্তি, শারীরিক হেনস্থার হুমকির চিঠিও এল। চিঠিতে সবংশে রৌরব-বাস থেকে একমাত্র পৌত্রের জীবনহানি পর্যন্ত সব রকমের ভয়ই দেখানো হয়েছিল।

এরই মধ্যে কলকাতায় সাহিত্য অকাদেমি থেকে মাসিক সাহিত্য আলোচনার অঙ্গ হিসেবে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সুনীতিকুমারের কাছে প্রস্তাব এল রামায়ণ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। সুনীতিবাবু রাজি। তবে তাঁর শর্ত, তিনি একা বলবেন না, তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাঁদের বলার আছে, আমন্ত্রণ জানাতে হবে তাঁদেরও। আয়োজকদের দ্বিধা দেখে বলেছিলেন, ''আমার বিরুদ্ধ মতই তো শুনতে চাই। পণ্ডিতজনেরা যদি আমার মত ভুল প্রমাণ করেন আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু ভক্তবাবাজিদের আবেগের কাছে হার স্বীকার করব না।''

১৯৭৬-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে সভার দিনক্ষণ স্থির হলেও অকাদেমির এই আয়োজনের কথা শুনে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। সুনীতিবাবুর কাছে প্রতি দিন প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বেনামি চিঠি আসছে, এমনকি বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ তাঁর উপর ক্ষুব্ধ। কলকাতায় এমন রাম-বিতর্ক অভূতপূর্ব। বিতর্কের কেন্দ্রে যিনি, প্রকাশ্য সভাতে ফের রামায়ণ নিয়ে বলতে আগ্রহী হলে তাঁর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সুনীতিকুমারকে জানানো হল সেই ভয়ের কথা, তিনি আমল দিলেন না। তাঁর এক কথা, ''মারে যদি মারবে, কিন্তু সভায় আমি যাবই। সেখানে গোলমাল করতে দেব না।''

সুনীতিকুমারের মতের বিপরীতে সেই সভায় বক্তা ছিলেন দীনেশ চন্দ্র সরকার ও সুকুমার সেন। সভাপতি, নীহাররঞ্জন রায়। সাদা পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। জনসমাবেশ দেখে সুনীতিকুমার উত্তেজিত, ঠিক যেন গড়ের মাঠে বড় ম্যাচের আগে অধিনায়কের মনের অবস্থা। প্রধান আয়োজক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ ''সুনীতিবাবু তাঁর কক্ষ থেকে সভাকক্ষ পর্যন্ত হেঁটে এলেন। আমরা লক্ষ্য রাখছি হঠাৎ কিছু অঘটন না ঘটে!''

দীনেশচন্দ্র সরকার এবং সুকুমার সেনের বক্তৃতার পর আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গেই সকলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সে দিন। ভাষণ চলতে চলতে শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশ্ন আসছিল, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে ক্ষিপ্র উত্তর দিচ্ছিলেন। বার বার বলেছেন, তাঁর ধারণা ভুল হতে পারে। পণ্ডিতজনেরা আলোচনা করুন, প্রয়োজনে তাঁকে ভুল প্রতিপন্ন করুন। যুক্তি দিয়ে বিচার হোক। প্রচলিত ধারণা বলে যা চলছে, অন্ধ ভক্তির বশে যেন তা মেনে নেওয়া না হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের তন্নিষ্ঠ ছাত্র, ছিয়াশি বছরের অকুতোভয় তরুণ জীবনের শেষ প্রান্তে রামায়ণ নিয়ে এক বিতর্কের প্রবর্তন করে গেলেন। রামকথার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়েও এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনে যে সব প্রশ্ন জেগেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পাননি। 'সংস্কার ও ভক্তির বিরুদ্ধে সিংহবিক্রমে' তাঁর এই সংগ্রামের কথা দীর্ঘ চার দশক পরে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। রামায়ণ-বিতর্ক নিয়ে সুনীতিকুমার একটি বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। তা লেখা শুরুর আগেই ২৯ মে ১৯৭৭ সালে তিনি প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর আগে জেনে গেলেন, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য অথচ রামায়ণ-বিতর্কে গুরুর 'বিরুদ্ধ-পক্ষ' সুকুমার সেন প্রস্তুত করে ফেলেছেন রামকথার প্রাক -ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। সুকুমার সেন এই বই উৎসর্গ করেছেন আচার্য সুনীতিকুমারকেই, তা-ও জেনে গিয়েছিলেন তিনি।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদগ্ধ মানুষ,অগাধ পাণ্ডিত্য, অহঙ্কারের একটি কণাও কোনও দিন স্পর্শ করতে পারেনি,কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞান আহরণ করতেন বহুজনের সামনে বলতেন 'এই যে ওর কাছে শিখেছি সেদিন'।

জন্ম নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে। বাল্য কালের পোলিও নিরাময় হলেও খুঁত রেখে যায় দৃষ্টি শক্তিতে। আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ ভাইয়েরা সবাই পড়তেন মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে জেষ্ঠ্যের পরিত্যক্ত বস্ত্র দিয়ে কনিষ্ঠের লজ্জানিবারণ হত। নিতান্তই দুর্দিনে কেরোসিনের খুচরো ব্যবসার করে সংসারের অভাব মোচনের ব্যর্থ চেষ্টার অভিজ্ঞতা আছে,সেসব তিনি কখনও ভোলেননি, কোনও রকম সঙ্কোচ ছাড়া সেসব কথা অনেককে বলেছেন। সুনীতিকুমার হাসতে হাসতেই বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অমর করেছেন। কারণটা কী জিজ্ঞেস করলে হাসতে হাসতে বলতেন 'শেষের কবিতা'য় অমিত শিলং যাবার সময় অন্য বই না নিয়ে পড়তে লাগলেন সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই আশায়।

গ্রীস দেশটির সাথে পরিচয় কৈশোরের দিনগুলোয়,মনের কোণে তখন থেকেই ইচ্ছে দেশটি ঘুরে দেখবেন। একদিন ইচ্ছে পূরণ হল। একটি গাধা ভাড়া করেছিলেন, প্রায় যৎসামান্য খেয়ে যত্রতত্র শুয়ে মাসখানেক গ্রীস চষে বেড়িয়েছেন। বলতেন গ্রীস সাহিত্য পাঠ আর দর্শন না করলে জীবনের অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। তিনি বাঙালির একান্ত আপনজন, রবীন্দ্রনাথের 'ভাষাচার্য' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসেবে স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হলেন, সংসারে নিদারুণ অভাব। বৃত্তির কিছু অংশ সংসারের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করতেই হত, হাতে থাকত সামান্যই। তবুও সেই ক্ষীনদৃষ্টির কিশোর গভীর বিদ্যোৎসাহে মথিত হতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়ার সময় বিদগ্ধ ও বিশ্রুত অধ্যাপকদের সাহায্যে নিজের জ্ঞানের ভান্ডারকে বিস্তৃত করে ফেললেন পাঠ্য বইয়ের পরিধি ছাপিয়ে আরও অনেক দূর। এম এ পড়ার সময় ইংরেজি সহ অন্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রাসী ক্ষুধা বৃদ্ধি যেন আগের সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। অনেকটা সময় যেমন কেটে যেত লাইব্রেরিতে, তেমন বইয়ের দোকানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক রাজনীতি, দার্শনিক চিন্তার দীপ্ত প্রকাশ যেমন নিজের চোখে দেখতে চেয়েছেন। বলতেন গ্রীসক সাহিত্য পাঠ আর দর্শন না করলে জীবনের অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। ফারাসি সভ্যতার প্রতি প্রীতি প্রথম থেকেই অনুভব করেছেন। ভাল বইয়ের প্রতি সবসময় তাঁর আকর্ষণ ছিল।

ঃ নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ বাংলার ব্রত পার্বণ ও সংস্কৃতি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

চাল জল। অঘ্রাণ নিজের নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, প্রতি বছর পয়লা তারিখে সাজো সাজো রব পোদ্দার বাড়িতে। নতুন গোবিন্দ ভোগ, নতুন আদা, নতুন গুড় আর কমলালেবুর গন্ধ মাদকতা ছড়িয়ে দেয় ঠাকুর ঘরে। আজ বছরের নবান্ন (নব অন্ন) মুখে তোলার নানা আয়োজন। যেহেতু কুমিল্লা চানপুর বৈশ্য সাহা বনিক সম্প্রদায় তাই বাণিজ্য লক্ষণ। ধরে আজ চাল জল নিবেদন করা হয়। নতুন গোবিন্দ ভোগ চাল আদা গুড় নারকেল বেটে, পৌষের পূর্ণিমা আড়ষ্টতা নিয়ে সন্ধ্যায় ঘট পেতে পূর্ণিমা ব্রত, ধান কড়ি ভরা ঘট কুলোয় সামনে পুকুর কেটে দুধ গঙ্গা,পরে নারায়ণ পুজো প্রসাদ এই চালজল। পৌষের সংক্রান্তি বা রবিবার বৃহস্পতিবার জিওলের ডাল দিয়ে বাস্তুদেবের পুজো মূল ভোগ চড়ুর পায়েস কলাপাতায় নিবেদন। সেখানেও এই চালজল। আমাগো বাড়িতে বচ্ছরকার চালজল সবাই খুব আনন্দ করে পায়,যত মাঠা বা ননী উঠবে তত ভর ভরন্ত হবে সংসার। আগে সকাল সকাল স্নান সেরে মাম এই চালজল বাটতো মিহি করে পাটায়, মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে যেত ঠাকুর ঘরে,পরে বাড়ির পুরুষ রা আগে পরে মেয়েরা মুরি দিয়ে চালজল খেত, ঠাম্মা আনন্দ করে বলতো -ঞ্জ বৌমা খুব হোয়াদ হইছে আরেক হাতা দাও, রাতে রাইখ্যা দিও মুরি দিয়া খামু ।প্রতি বছর ঠাকুর বাড়িতে দেওয়া হয়,চাল গুড় কমলালেবু আদা মুলো।পরে নতুন চাল দিয়ে ভোগ রান্না ঠাকুর এর। আমাদের এবছর নবান্ন না থাকলেও ঠাকুরকে না দিয়ে চাল গুড় মুখে তুলবো কি করে,তাই তিথি মেনে ঠাকুরকে চালজল আর ভুনি খিচুড়ি নিবেদন। নতুন অন্ন,পাটায় বাটতে বাটতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ পেলাম, ঠিক যেন মামের হাতের সেই গন্ধ, আগের বছর থেকে এই দায়িত্ব মাম আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে রেখেছে, হয়তো অসময়ে চলে যাবে বলে। দুটো মানুষ এর কথা খুব মনে পড়ছিল,, ঝাপসা হয়ে এলো চোখ, বাড়িতে পুরুষ মানুষ না প্রসাদ নিলে চালজল খাওয়া যায় ,গদি থেকে বাবাই এক ফাঁকে এসে নিলো সেই চালজল -বললো তোর মাম আর ঠাম্মাকে মুরি দিয়ে নিবেদন করেছিস বাবু, বললাম তুমি খাও আমি রেডি করে রেখেছি দিচ্ছি। চোখের জলে মানুষটা বললো এক স্বাদ পেলাম রে বাবু, একদম সেই গন্ধ স্বাদ । এছাড়া গোবিন্দ ভোগ চাল ক্ষীর নারকেল কোরানো গুড় দিয়ে আধমাখা। এই ভাবে নতুন অন্ন ঘরে উঠলো। মানুষ চলে যায় থেকে যায় অস্তিত্ব তার নিয়মাচারে। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। রোজ নামচা। খাতায় কলমে অঘ্রান তাই বিয়ের মরসুম, চারিদিকে ব্যাঞ্জো সানাই এর সুর সকাল থেকে ভেসে আসছে,মনটা ভীষন খারাপ,না অন্য কিছু ভাবনার বিষয় নয়, অবিবাহিত বলে নয় দিব্য আছি। কিন্তু গোলটা অন্য জায়গায়, আজ মামের ছোটকাকু ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত খোকন দাদুর একমাত্র ছেলে,টুবুন মামার বিয়ে। টুবুন মামা একবছরের ছোট আমার থেকে,মামদের জেনারেশন এর শেষ বিয়ে, ভদ্রমহিলা এই বিয়েতে কি সাজবে আনন্দ করবে বোন পিসি কাকা কাকীমা ভাই ভাইয়ের বৌদের সঙ্গে ঠিক করেও অকালে ফাঁকি দিয়ে অনন্তে মিলিয়ে গেল। অগত্যা আমি সেই কারণে ব্রাত্য, যদিও বড় দাদু থেকে ছোটদাদু অনেক করে যাওয়ার কথা বললেও মন সায় দিলো না। কাল ছিল আইবুড়ো ভাত আজ বিয়ে, সবাই আনন্দ করে সেজে গুজে বিয়ে বাড়িতে। কিন্তু ঠাকুর কাউকে নিরাশ করে না আমার দুঃখ ভোলাতে খুব প্রিয় মানুষগুলোকে এখানে এই সময় পাঠিয়ে দিয়েছেন, প্রিয় কাকীমা আর শুভঙ্কর। আজ নিয়মানুযায়ী নবান্ন উৎসব না করলেও ঠাকুরকে চালজল ভুনি খিচুড়ি ফুলকপি রসা নিবেদন করা,নাড়লে শীতের গুড় মুখে তুলতে পারবো না। সব সামান্য প্রসাদ পুঁটলি বেঁধে ইতিহাস খুঁজতে আজ বল্লাল সেন ঢিপি, চাঁদ কাজী সমাধি,রাজপুর জগন্নাথ মন্দিরে,গল্প আড্ডা চা ফুচকা সহ যোগে সন্ধ্যাটা অসাধারন কাটলো, মনের সিন্ধুকে যত্ন করে রাখবো চিরকাল। শেষ বেলায় পড়ন্ত বিকেলের রোদ মেখে পাটে বসছেন সূর্য দেব কানে ভেসে আসছে আজানের সুর,নিঝুমতা গ্রাস করছে সেন বংশের অন্যতম স্থাপত্যকে । অন্যদিকে চিরনিদ্রায় পরম শান্তিতে চাঁদ কাজী শুয়ে আছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শ জাদু মেখে, জগন্নাথ মন্দিরে আজ বিবাহের এলাহী আয়োজন। ইতিহাসকে ছুঁয়ে মন সিন্ধুকে যত্ন করে রেখে দেওয়া,সব অনন্তে বিলীন হলেও কীর্তি হয়ে বাঁচে ইতিহাস, স্থাপত্য - শিল্পে - জনশ্রুতিতে আর যাপনের নিয়মাচারে,সময় মানুষ দেশ রীতি নীতি বদলায়, মানুষ চলে যায় বেঁচে থাকে কর্ম। সেন বংশের সেই অজানা ফিসফিস কথা শুনলাম ইতিহাস এর এক বিখ্যাত প্রিয় দুজন মানুষের সঙ্গে। হুলোর ঘাটে ছেলেবেলার বন্ধু, ঠিক ছেলেবেলার নয় এক নার্সিং হোম এ তিন দিনের বড় পাশের বেডের প্রথম বন্ধু সুমন সাহা ওরফে গিরির সঙ্গে দেখা, সে বামুন পুকুর স্কুলের শিক্ষক বাড়ি ফিরছে। কপালে পরম যত্নে এক দিদি এঁকে দিলেন আমাদের তিনজনকে রসকলি, গৌরের দেশ বলে কথা। জয় গৌর জয় নিতাই। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। সকলে ভালো।

পরিচালক মৃণাল সেন মিঠুনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন

সমরেশ চক্রবর্তী

আমার অস্কার চাই না আমাকে খেতে দিন। ১৯৭০ সালে ২০ বছর বয়সেই নকশাল আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে যায় মিঠুন চক্রবর্তী। নকশালের মাত্রা চরম আকার ধারন করলে তার বাবা মা তাকে বোম্বে পাঠিয়ে দেয় কাকার বাড়ী! কিন্তু কয়েকদিন থাকার পর কাকা তাকে বাড়ীতে রাখতে চায়নি, কারন তার কাকা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে সে নকশালবাদী। ব্যাস, শুরু হলো

সংগ্রামী জীবন। একবেলা খেতে পায় তো তিনবেলা না খেয়ে থাকা লাগে। কখনো গাড়ীর গ্যারেজে ঘুমানো, কখনো এপার্টমেন্টের লবিতে তো কখনো ফেরী করে দিনানিপাত। দুঃখ দিয়ে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিসের? এই উক্তিটি মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে অনায়াসে যায়!

মাথায় চিন্তা আসলো পুনে ফিল্ম ইন্সটিউট থেকে ফিল্মের উপর অনার্স কমপ্লিট করবে। যথারীতি তা-ই হলো! ৪ বছরের কোর্স শেষ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। সেখানে আরও ছিলেন শক্তি কাপুর, গুলশান গ্রোভার এবং নামকরা অনেক অভিনেতা/ অভিনেত্রীরা। সবাই প্রতিষ্ঠিত, অথচ সার্টিফিকেট নিয়ে মিঠুন এই দরজায় তো ওই দরজায়। সামান্য দারোয়ানের ধাক্কাও খেতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ একটাই, সে বাঙালি!

কিছু দিন পর বিষন্ন মন আর হতাশা নিয়ে মিঠুন কলকাতায় চলে আসে। ১৯৭৬ এর দিকে বিখ্যাত পরিচালক মৃনাল সেনের মাথায় একটি মুভি করার চিন্ত আসে। মুভির পটভুমি হলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের প্রতিবাদ! মুভির টাইটেল দিলেন মৃগয়া (রাজকীয় শিকারী)! কিন্তু মুভির জন্য এমন এক অভিনেতা দরকার যার গায়ের রঙ হবে একটু কালো, লম্বা, বলিষ্ঠ গঠন, মানে আদিবাসীদের মত দেখতে প্রায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তখন মৃণাল সেনের মিঠুনের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৭৪ সালে পুনে ফিল্ম ইনস্টিউটে একটি নাটকের প্রতিযোগীতায় মৃণাল সেন প্রধান বিচারক হিসেবে আসেন। সেই নাটকে মিঠুনের অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান, এবং মৃণাল সেন অত্যন্ত মুগ্ধ হোন। কিন্তু মৃণাল সেনের মিঠুনের নামটি মনে পড়ছে না, শুধু মাত্র মনে আছে নামটি অমদ দিয়ে! পরে পুনে ফিল্ম ইনস্টিউটে গিয়ে মিঠুনের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করেন।

মৃণাল সেনের সহকারী ওই নাম্বারে কল দিয়ে মিঠুন চক্রবর্তীকে বলে যে, মৃণাল সেন আপনাকে দিয়ে একটা বই বানাতে চায়। আপনি কালকে শুধু আপনার পোর্ট্রেইট একটা ছবি উইথ আউট মেকাপ, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। মিঠুন চক্রবর্তী সাথে সাথে মৃণাল সেনের ঠিকানা নিয়ে নেয় এবং ছবি না পাঠিয়ে পর দিন তিনি নিজেই চলে যায় মৃণাল সেনের বাসায়। অনেক কথাবার্তা বলার পর মিঠুনকে এবার মুভির স্ক্রিপ্ট শোনান মৃণাল সেন। মৃগয়া একটি আর্ট ফিল্ম! মুল কাহিনী ১৯৩০ সালের। ব্রিটিশদের ভারতের সাওতাল পরিবাকে শাষনের। আর ঘিনুয়া (মিঠুন) নামে যে ছেলেটি, তাকে ব্রিটিশদের জমিদার খুব ভালোবাসে কারণ সে খুবই ভালো শিকার করতে পারে। জমিদার তাকে প্রতিদিন শিকার করে আনতে বলে। ঘিনুয়াও খুব উৎসাহ পায়। ব্রিটিশরা এত অত্যাচার না করলেও ব্রিটিশদের যারা পা চাটতো মানে সাওতালদেরই কয়েকজন, তাদের অত্যাচার ছিল বেশী। সিনেমায় ঘিনুয়া তাদের একজনকে মেরে ফেলে, শেষে তাঁর ফাঁসি হয়। একটা আর্ট ফিল্ম যেমন হয়, হালকা প্রেম, ভালোবাসা, প্রতিবাদ এসব আরকি।

স্ক্রিপ্ট পড়ে মিঠুন চক্রবর্তীর মন খারাপ হয়ে যায়। কোথায় একটু একশন থাকবে, নাচ গান থাকবে, সেখানে কি না এরকম সাইলেন্ট টাইপ মুভি! মিঠুন চক্রবর্তীর মন খারাপ দেখে মৃণাল সেন বলেন, 'তুই চিন্তা করিস না, আমি যা বলছি তা কর। দেখবি, লোকে তোকে আলাদাভাবে চিনবে'। মৃণাল সেনের এই একটা কথার উপর ভরসা করেই শুরু হলো মিঠুন চক্রবর্তীর সর্বপ্রথম মুভির কাজ, নাম মৃগয়া।

কত দিন সাঁওতালদের সাথে গিয়ে বসে বসে থাকতো, কীভাবে তাদের জীবন যাপন তা জানার জন্য। সারাদিন অভিনয় প্র্যাকটিস করতো, এটা ঠিকঠাক হয়ে গেল, আরেকটা অভিনয় প্র্যাকটিস করতো। নাওয়া খাওয়া ভুলে শুধু অভিনয় নিয়ে মেতে থাকতো মিঠুন চক্রবর্তী। মুভিটির নায়িকা মমতাশঙ্কর মিঠুনকে বলতো তুই তো পাগল হয়ে যাবি। মিঠুন হাসতো। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে পুরো ইউনিটকে মাতিয়ে রাখতো তার অসাধারন বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি নাচের মাধ্যমে এবং অবশ্যই তা মৃণাল সেনের অনুপস্থিতিতে। কারণ, সে মৃণাল সেনকে খুবই ভয় পেত। পা থেকে কোমড় পর্যন্ত বিভিন্ন কায়দায় নাচতে পারতো মিঠুন।

মুভিটির মুল গল্প হলো উড়িষ্যা লেখক ভগবতী চরণ পানিগ্রাহী এর ছোট গল্প শিকার। এটি ১৯৩০-এর দৃশ্যপট নিয়ে সাজানো। ব্রিটিশদের অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবাদ নিয়ে ছোট গল্পটি লেখক লিখেছিলেন। তবে লেখক এখানে উপজাতীদের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারকে ফুটিয়ে তুলেছেন বেশী। মুভিটির সংগীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী। মুভিটিতে গান আছে দুইটি গান। কন্ঠ দিয়েছেন মোহাম্মদ রফি ও পঙ্কজ মিত্র।

অবশেষে ৬ ই জুন ১৯৭৬। ২৬ বছর থেকে ১০ দিন কম বয়সে মুক্তি পায় মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত প্রথম মুভি মৃগয়া। এই মুভিটির রেটিং ৭.৯! সে বছর মুভিটি বেস্ট ফিচার ফিল্মের জন্য প্রোডিউসার রাজেশ্বরাও এবং পরিচালক মৃণাল সেন জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। ফিল্ম ফেয়ারের ক্রিটিক্স এওয়ার্ড জিতে নেন প্রোডিউসার রাজেশ্বরাও। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য ভারত সরকার সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কারটি মিঠুনকে দিতে কার্পণ্য করেনি, সেই সাথে ভারতের প্রথম অভিনেতা হিসেবে নাম লেখান যিনি কিনা প্রথম মুভিতেই জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন যা এখনও টিকে আছে। ১০ম মস্কো পিল্ম ফেস্টিবালে গোল্ডেন সেইন্ট জর্জ ক্যাটাগরিতে বেস্ট ডিরেক্টর মৃণাল সেন।

পাঠকদের দরবার

গায়ক কবি কাঙাল হরিনাথ

শঙ্করলাল কর্মকার

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে' এই বিখ্যাত লোকসঙ্গীতটি কেবল হরি'র উদ্দ্যেশ্যে রচিত, তাই নয়, এটির রচয়িতাও হরি। মানে 'কাঙাল হরিনাথ'। উনিশ শতকের বাংলার এক খ্যাতনামা সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী অথচ তিনি কাঙাল। তাঁর দেওয়ার ছিল অনেক কিছুই, চাওয়ার ছিল না কোনও কিছুই। তবুও তিনি কাঙাল। কারণ তিনি চেয়েছেন মুক্তি। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, পরাধীনতা থেকে মুক্তি। চেয়েছেন একাগ্রভাবে। কাঙালের মতো। চেয়েছেন পরের জন্য।

প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। ১৮৩৩ সালের ২২শে জুলাই নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমার খালি গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। আর্থিক কারণে হরিনাথের লেখাপড়া বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ সালে নিজেই 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তখনকার নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। এসব কারণে পত্রিকাটি তখন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। হরিনাথের জীবনে কখনও সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে দীর্ঘ ১৮ বছর পত্রিকা প্রকাশের পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ শাসনব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়।

হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। তাঁর রচিত বহুসংখ্যক বাউল গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানে 'কাঙাল' নামে ভণিতা করতেন বলে এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ১২৯০-১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খন্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়তেও তাঁর সমান পারদর্শীতা ছিল। সাহিত্যচর্চায় হরিনাথের শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পর হরিনাথের যাবতীয় রচনাসমগ্র 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' (১৯০১) নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ সালের ১৬ই এপ্রিল মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে নিজের কাজ করে গেছেন।

অসমে গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল প্রকল্পের নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে

মালিগাঁও, ২৭ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গতিশক্তি কার্গো পরিকাঠামোর উন্নয়নে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, যেখানে অসমে বর্তমানে ছয়টি নতুন গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি, বাইহাটায় অবস্থিত, আনুমানিক ২৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভার ট্রান্সকন লিমিটেড দ্বারা নির্মিত হচ্ছে, এটি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এবং উত্তর-পূর্ব জুড়ে উদ্যোগসমূহের সরবরাহ খরচ কমাতে সাহায্য করার সাথে সাথে এই অঞ্চলের পণ্য সামগ্রী সরবরাহের পরিবেশ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু প্রয়োজনীয় অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। টার্মিনালটি খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগিক অংশীদারদের অংশগ্রহণে নির্মিত অত্যাধুনিক লজিস্টিক টার্মিনালগুলির উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে ২০২২ এ গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল নীতি শুরু করা হয়েছিল। অসমে, পূর্বে শিলচরের কাছে মৈনারবন্দ এবং যোরহাটের কাছে চিনামারায় এই ধরণের দুটি গতি শক্তি টার্মিনাল ছিল। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অসমে ছয়টি নতুন গতিশক্তি কার্গো টার্মিনালের উন্নয়নের ঘোষণা করে। নতুন ঘোষণা করা টার্মিনালগুলির মধ্যে, কামরূপ গ্রামীণ জেলার বাইহাটা গতি শক্তি কার্গো টার্মিনালটি প্রথমে সম্পূর্ণ হতে চলেছে। একবার শুরু হয়ে গেলে, বাইহাটা গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল প্রতি মাসে ২৫ টিরও অধিক মালবাহী রেক পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তিনটি নতুন পণ্য লাইন, একটি ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজ, দুটি পণ্য প্ল্যাটফর্ম সহ স্বাধীন পণ্য সঞ্চালন এলাকা এবং সার্বক্ষণিক কার্যক্রম সহজতর করার জন্য হাই-মাস্ট লাইটিং ব্যবস্থা। এছাড়াও, অটোমোবাইলগুলির উন্নত পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ র‍্যাম্প টার্মিনালের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পরিচালনার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে। অসমে বর্তমানে নির্মাণাধীন ছয়টি গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল লামডিং ডিভিশনের অধীনে লংকার হাবাইপুরে গতিশক্তি টার্মিনাল, যোগীঘোপায় গতিশক্তি টার্মিনাল, বাইহাটায় গতিশক্তি টার্মিনাল, কেন্দুকোণায় মাল্টি-মডেল লজিস্টিকস টার্মিনাল, বাসুগাঁওয়ে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল) টার্মিনাল এবং ছয়গাঁওয়ে গতিশক্তি মাল্টি-মডেল কার্গো টার্মিনাল, এই সবই রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে। একইসাথে, এই আসন্ন টার্মিনালগুলি অসমের লজিস্টিক নেটওয়ার্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে পণ্যবাহী পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন সুবিধাগুলি পিএম গতি শক্তি রাষ্ট্রীয় মাস্টার প্ল্যানের অধীনে মাল্টিমডেল সংযোগ বৃদ্ধি, মালবাহী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লজিস্টিক নেটওয়ার্কগুলিকে শক্তিশালী করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ, যা সংযোগ উন্নত করে এবং এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান লজিস্টিক চাহিদা পূরণ করে।

দীর্ঘদিনের জনসাধারণের দাবি পূরণ করে, গোরক্ষপুর-পিলিভিট এক্সপ্রেসকে ইজ্জতনগর (বরেলি) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং জিতিন প্রসাদ নয়াদিল্লির রেল ভবন থেকে সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেছেন।

শহরতলির যাত্রীদের সুবিধার্থে পরিষেবার সময় বাড়ানো হবে

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! পার্পল লাইনে সপ্তাহের দিনগুলিতে আরও মেট্রো পরিষেবা পরিচালিত হতে চলেছে। পার্পল লাইনের পরিষেবার সময়ও বাড়ানো হবে যা মাঝেরহাট স্টেশন থেকে পূর্ব রেলের লোকাল ট্রেন পরিষেবা গ্রহণকারী শহরতলির যাত্রীদের সুবিধা দেবে। ০১.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৮০টি পরিষেবার (৪০টি আপ এবং ৪০টি ডেন) পরিবর্তে ৮৪টি পরিষেবা (৪২টি ইউপি এবং ৪২টি ডেন) পরিচালিত হবে। **প্রথম পরিষেবা ঃ** জোকা থেকে মাঝেরহাট (০৬.৫০ টার পরিবর্তে) সকাল ৬.৪০ টার সময়। মাঝেরহাট থেকে জোকা (০৭.১৪ টার পরিবর্তে) ০৭.০৫ টার সময়। **শেষ পরিষেবা** জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত রাত ২১.০৫ মিনিটে (২০.৩৬ ঘণ্টার পরিবর্তে)। মাঝেরহাট থেকে জোকা পর্যন্ত রাত ২১.২৬ মিনিটে (২০.৫৭ ঘণ্টার পরিবর্তে)। মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধি এবং পরিষেবার সময় বৃদ্ধির ফলে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের যাত্রীরা বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যার সময়কালে প্রচুর উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য যে, ২২.১১.২০২৫ থেকে শনিবার পার্পল লাইন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। শনিবার এই লাইনে ৪০টি পরিষেবা (২০টি আপ এবং ২০ টি ডিএন) পরিচালিত হচ্ছে। রবিবার এই লাইনে কোনও পরিষেবা থাকবে না।

মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে প্রতিবন্ধী সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ হাওড়ার ডোমজুড় থানার বাঁকড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার এক মর্মান্তিক চিত্র সামনে এল। বিছানায় পড়ে থাকা মায়ের নিথর দেহ, আর ঠিক নিচে বসে অসহায় অবস্থায় শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী ছোট ছেলে-এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছে গোটা এলাকা। মৃত মহিলার নাম রানী বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার স্বামী বাবুয়া দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সঙ্গে এই এলাকাতেই থাকতেন। স্থানীয়রা জানান, ওই পরিবারে প্রতিনিয়ত অশান্তি লেগেই থাকত। বৃহস্পতিবার প্রতিবেশীরা প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয়। এরপর তারা বাড়ির ভেতরে গিয়ে রানীর মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাবুয়া তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পালিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক।

নোটিশ

আমার মক্কেল ১। অর্নিমা মাঝি, স্বামী- নিমাই মাঝি, ঠিকানা- আনন্দপল্লী, ২। অর্পিতা মজুমদার, স্বামী- বিপ্লব মজুমদার, ঠিকানা-তিলিপাড়া, উভয়ের পোঃ- গৌরহাজরা, থানা- নিউটাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। হাটগাছা মৌজায় ২০২৫ সালে ১২৩৪১ নং দলিল মূলে প্রাপ্তজন দলিল জমি ক্রয় করেন। যাহার দাগ নং- ১২৪, খতিয়ান নং- ৩৮৩, উক্ত জমির পাওয়ার রেজিস্ট্রেশন ১। বর্ণালী সরকার, স্বামী- সঞ্জয় সরকার ও ২। মুনমুন দৈবা স্বামী মৃত সাধন কুমার দৈবা। পাওয়ার নং- ৪৪১৮, তাং- ২০.০৫.২০২১। উক্ত বিষয়ে কারো আপত্তি থাকিলে ডাঙ্গড় ১৫ দিনে বি.এল এন্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আকরাম-উল-আলম, আইনজীবি
আলিপুর পুলিশ কোর্ট
কোলকাতা-৭০০০২৭

Notice Inviting Tender

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against N.I.T. NO.- 05/AE/ARG of 2025-2026 for the work: [Sl No-01 to 07] Day to day washing cleaning, All electrical system of Administrative Building of Arambagh Sub-divisional Office & Arrear Payment of Valve Operator at Different PWSS. Last date of Application: **08.12.2025 up to 01.00 PM.** Last date & Time for submission of Tender documents: **15.12.2025 upto 02.00 P.M.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website: **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division P.H.E. Die.

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah

NIT No. WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT13/25-26.

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **12 Nos.** different works. e-Published Date: **27/11/2025 from 11:00 AM.** Bid submission start date : **27/11/2025 from 11:00 AM.** Bid submission end date : **25/12/2025 up to 11:00 AM.** Bid opening date for Technical : **27/12/2025 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

1. N.I.Q No- 25/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-396(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 26/11/2025. 2. N.I.Q No- 26/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-396(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 26/11/2025. Last date of Dropping tender Quotation paper: **02.12.2025 up to 3.00 pm.** Date of opening tender Quotation paper **02.12.2025 up to 3.30 pm.**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O. – Raghunathganj, Dist: Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/APAS/NIeT5/25-26 (1st Call) e -Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 16 Nos Construction of CC Road, CC Road & Drain, Drain, Guard Wall & LED Light, Solar Light, Submersible Pump & Shed etc within Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_959591_1 to _16, Publish Date: **28/11/2025 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **28/11/2025 at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **24/12/2025 at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Jangipur Municipality

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ মাদক বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার সোনা পিন্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম লক্ষ্মণ ঘোষ (৩৫)। মূলত নক্সালবাড়ির উত্তর রথখোলার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে সোনা পিন্দি এলাকায় বসবাস করছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ধৃতের বাড়িতে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার একটি বিশেষ দল। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ঘটনাস্থল থেকেই ধৃতকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে এই মাদক চক্রের সঙ্গে আরো কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি আমি- শ্রীমতি অলকা স্বামী শ্রী গুরুপদ সাহা সাং- ৭৬ / ১ নং-কো রোড বেলগাছিয়া থানা-লিলুয়া জেলা-হাওড়া আমি লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজায় অন্তর্গত হাল-৫২০ নং খতিয়ান হাল-২৭০৪ নং দাগে ০.০৩৩০ একর পরিমান জমি উর্মিলা রানী মিদ্দের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী গোপাল কর্মকার পিতা-মৃত কানাইলাল কর্মকার এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল নং- Book IV val- 9 Page- 241/245 Dead No-481 year-1997 ADSR হাওড়া। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

তিন বছর পর খুনের মামলার রায়দান, খুনির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ তিন বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে আদালতের কাছে বিচার পেল সামসেরগঞ্জের মৃত কবিরুল শেখের স্ত্রী রুবিনা খাতুন। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাষাইপাইকর গ্রামের ইজাজ শেখ এবং কবিরুল শেখ নামে দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। ২০২২ সালের ১৪ জুলাই সেই বিবাদ চরমে পৌঁছালে ইজাজ শেখ তার ভাই কবিরুল শেখের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। কবিরুল শেখ গুরুতর আহত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় কবিরুলকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃত কবিরুল শেখের স্ত্রী রুবিনা খাতুন তার স্বামীকে হত্যা করার জন্য ইজাজ শেখের বিরুদ্ধে সামশেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই খুনের মামলার তদন্ত ভার পান সাব ইন্সপেক্টর হিতেশ সরকার। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, সাক্ষ্য,অস্ত্র উদ্ধার এবং ফরেনসিক সহ সমস্ত ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন। দীর্ঘ তিন বছরের বিচার প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে রায় ঘোষণা করেন জঙ্গিপুর আদালত। বৃহস্পতিবার সমস্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে আদালত ইজাজ শেখকে কবিরুল শেখকে খুন করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেয়। আদালতের এই রায়ে মৃতের পরিবার দীর্ঘ তিন বছর পর ন্যায়বিচার পায় । মৃতের স্ত্রী রুবিনা খাতুন বলেন, 'পারিবারিক সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত একটি জমিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমার স্বামী এবং তার ভাই ইজাজ শেখে মধ্যে বিবাদ চলছিল। ২০২২ সালের ১৪ জুলাই হঠাই একদিন ইজাজ শেখ আমার স্বামী কবিরুল শেখের সঙ্গে চরম অশান্তি শুরু করে। তারপর হঠাৎই ইজাজ কবিরুলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে।' তিনি আরও বলেন, 'অস্ত্রের আঘাতে কবিরুল গুরুতর ভাবে আহত হলে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তখনই আমি ইজাজ শেখের বিরুদ্ধে সামশেরগঞ্জ থানায় খুনের ঘটনা রুজু করি। দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ আদালতের রায় ইজাজ শেখ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আজ আমার স্বামীর হত্যাকারী শাস্তি পেল। অত্যন্ত খুশির খবর।'

বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পুলকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি পুলকার। দুর্ঘটনাটি ঘটে তামলিবাঁধ ক্রসিংয়ে। বাঁকুড়া শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ৮-১০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল একটি পুলকার। মাঝ রাস্তায় গাড়িটিকে ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই একটি বাস। পুলকারে তখন ১০ জন পড়ুয়া ছিল। যদিও গাড়িটিকে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি। কয়েকজন পড়ুয়ার সামান্য আঘাত লাগে। প্রতিটি পড়ুয়াকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

UNITY Small Finance Bank

Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তসির্জ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

সুরক্ষিত সম্পদের ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড হল সেন্ট্রাম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে সম্পাদিত ২৬.১০.২০২১ তারিখের ব্যবসায়িক স্থানান্তর চুক্তির ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার একজন অ্যাসাইনি এবং সুরক্ষিত পাওনাদার। সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি 'অনলাইন ই-নিলাম' এর মাধ্যমে পাওনা আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিটি কঠোরভাবে 'যেমন আছে যেখানে আছে,' 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'কোনও রিকোর্স নেই' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যা নীচে উল্লেখিত অন্যান্য শর্তাবলীর বাইরে।

ঋণগ্রহীতার নাম	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১. নির্মান কনস্ট্রাকশন ২. দিলীপ কুমার সিং ৩. সুমন সিং ৪. অভিষেক কুমার সিং ৫. অশ্বিনী কুমার সিং ৬. শ্রী নির্মান ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর -USFBKOLLOAPI000005011939	**২২.১২.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত**	**১,৭৩,০০,০০০ /- টাকা**
	সম্পত্তির ই নিলামের তারিখ এবং তারিখ ২৫.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।	বকেয়া টাকা জমা (টাকায়) ১৭,৩০,০০০ /- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ১২.১২.২০২৫ এবং ১৪.১২.২০২৫ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে ০২.০০ টা পর্যন্ত)।

চাহিদা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সুরক্ষিত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)ঃ ০৬।১১।২০২৪ তারিখের হিসাবে ৭২,০৮,৭৪৩.৯৩১/- টাকা (টাকা সত্তর লক্ষ আট হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পয়সা নব্বই টাকা মাত্র)

সম্পত্তির বর্ণনাঃ ৫টি কটেজ ৯টি ছিটমহল পরিমাপের স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, কম-বেশি একই রকম হোক, পুরাতন জীর্ণ টাইল শেড কাঠামো পরিমাপের সাথে প্রায় ২০০ বর্গফুট। ১ সপরুম (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) সহ, চিত কালিকাপুরে অবস্থিত এবং পূর্বে চিত কালিকাপুর রোড নামে পরিচিত, বর্তমানে হেদার হাট নামে পরিচিত, কলকাতা ৭০০০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৯, বরো দ্বাদশ মৌজা -কালিকাপুর, জে.এল নং ২০, প্লট নং পি-১, ৩৭৫ (পি) নম্বরে গঠিত, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে। যাদবপুর কলকাতা ৭০০০৭৮ সীমানা (বন্ধকী নথি অনুসারে)- উত্তরেঃ সবুজ সংঘ ক্লাব, পূর্বেঃ চিত কালিকাপুর রোডের কিছু অংশ, আরটি শেড, পশ্চিমেঃ ৩০ ফিট প্রশস্ত প্রধান সড়ক, সোমঃ চিত কালিকাপু আর, নেতাই নগরে এএসবি এস্টো আর শেড।

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী- ১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে। সম্পত্তিটি 'যেমন আছে যেখানে আছে' এবং 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'কোনও রিকোর্স নেই' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ২. ই-নিলাম ব্যাংক অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স আর্কা এমার্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে www. auctionbazaar.com ওয়েব পোর্টালে। ৩. ই-নিলাম দরপত্রের নথিপত্র, ঘোষণাপত্র এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী www.auctionbazaar.com এ পাওয়া যাবে। ৪. দরদাতাদের একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। ইচ্ছুক দরদাতার জন্য ই-মেইল আইডি প্রয়োজনীয় কারণ মেসার্স আর্কা এমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (Auctionbazaar.com) কর্তৃক সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং আইডি এবং পাসওয়ার্ড বরাদ্দ করা যেতে পারে। ৫. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা মেসার্স আর্কা মার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ফ্ল্যাট ১৪০৫, সি ব্লক, এমপিএম সান্তা শ্রীরাম থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। পিনাকল, ইয়ালতা রেড্ডি গুডা, আমিপেট, হায়দ্রাবাদ - ৫০০০৭৩ । ওয়েবসাইট www.auctionbazaar.com। হেল্পলাইন নং +৯১-৮৩৭০ ৯৬৯৬৯৬, +৯১- ৭২০৭৯৪১০১০ ইমেল আইডিঃ contact@auctionbaraar.com, support@auctionbazaar.com ই-নিলামের তারিখ পর্যন্ত। অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক বা মেসার্স ARCA EMART PRIVATE LIMITED (Auctionbazaar.com) কেউই কোনও আন্ত ঃসংযোগ নেটওয়ার্ক সমস্যা/ বিদ্যুৎ ব্যর্থতা/ অন্য কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকবে না। আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত। ৬. অর্থ জমা (EMD) RTGS/DD/NEFT তহবিল বর্তমান অ্যাকাউন্ট নং-এ স্থানান্তরের মাধ্যমে জমা করা হবে। ০২৬৮৮১৩০০০২১২২, ইয়েস ব্যাংক লিমিটেডের নাম, শাখাঃ কলানগর, গ্রেটার মুম্বই। সুবিধাভোগীর নামঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড, আইএফএসসি কোড YESB0000268। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্ট ইএমডির জন্য গ্রহণ করা হবে না। ৭. সংরক্ষিত মূল্যের নিচে এবং/ অথবা ইএমডি পরিমাণ ছাড়া দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের পরবর্তী দরের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতকে বৃদ্ধি করতে পারবেন। ৮. সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার পরপরই বিডের পরিমাণ/ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে পরিশোধিত বায়না টাকা সহ) প্রদান করতে হবে। সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিডের পরিমাণ/ বিক্রয় মূল্যের ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, প্রযোজ্য আইডিএস সাপেক্ষে। ৯. যদি সফল দরদাতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয়মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই ইএমডি সহ সমস্ত জমা বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে বাকি ৭৫ শতাংশ পরিশোধের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং এটি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে। ১০. প্রক্রিয়া অনুসারে ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পরে, ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডির পরিমাণ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে। ১১. অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুসারে উল্লেখ করা হবে। অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনও ত্রুটি, নোটিশ বা বাদ পড়া ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকবেন না। ১২. নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার কোনও পূর্ব নোটিশ বা কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, বিক্রয় স্থগিত / স্থগিত/ বাতিল করার বা বিক্রয়ের কোনও শর্তাবলী পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রয়েছে। ১৩. দরদাতাদের সম্পত্তির উপর চার্জ/ দায় সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ, গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে সম্পত্তির উপর চার্জ, দায় এবং অন্য কোনও বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ১৪. সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর স্ট্যাম্প শুল্ক/ রেজিস্ট্রেশন ফি সহ আইনগত বা অন্য কোনও চার্জ, বকেয়া, কর, চার্জ কেবল ক্রেতা বহন করবেন। ১৫. আরও তথ্যের জন্য, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের **শ্রী বিক্রম মানহাস মোবাইল নং ৯১৩১০৩৯৪২৪৩, শ্রী বিশেষ মুদগেল মোবাইল নং ৯৮৩১৫৫০৮১১, শ্রী মিথুন বসু মোবাইল নং ৯৮৩০৫৬৩৫০৩** অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং **শ্রী শুভজিত নস্কর মোবাইল নং ৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪, শ্রী সোমনাথ সিল মোবাইল নং ৯০৩৮১৪১৭০৪** স্থানীয় কর্মকর্তা (কলকাতা) এর সাথে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ১৬. বিক্রয় মূত্রত্যাগ সম্পূর্ণ বিক্রয় অর্থ আদায়ের পরে জারি করা হবে এবং স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় শংসাপত্র (যদি প্রয়োজন হয়) নিবন্ধনের সাথে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার নিশ্চিতকরণের পরে প্রদান করা হবে। অধিকন্তু, বিক্রয় শংসাপত্রটি কেবল ক্রেতার নামে এবং অন্য কোনও নামে জারি করা হবে না। ১৭. ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের SARFAESI বিধিমালা, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এবং ৯ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং বিক্রয়টি আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/ শর্ত সাপেক্ষে হবে। ১৮. নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে- https://theunitybank.com/regulatory-disclosures.html

এই নোটিশটি সরফেইসি আইন এবং তৎকালীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদারের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ হিসেবেও কাজ করবে।

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ২৮.১১.২০২৫ — **অনুমোদিত কর্মকর্তা - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের জন্য**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/069/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of Uttaran Privys, Bathroom near 34 Deodar Street and surroundings in Ward No. 69, Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/255/0001)**; Estimated Cost : ₹ **1,43,637.61 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,900.00**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/070/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of Paddapukur Institution (Primary Section) at 44, Sarat Bose Road in Ward No. 69 (APAS/01/161/242/0001)**; Estimated Cost : ₹ **1,22,359.64 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/071/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of footpath & allied Civil Works in booth No. 246, under Ward No. 69, Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/246/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,64,216.67 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,300.00**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/072/2025-2026/APAS
Name of work : **Construction of catchpit and allied Civil Works along Ballygunge Circular Road in Ward No. 69, Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/230/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,82,454.61 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/073/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of passage and allied Civil Works near 14 Deodar Street and surroundings in Ward No. 69, Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/256/0001)**; Estimated Cost : ₹ **2,21,080.11 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/075/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of road surface near 57, Ballygunge Circular Road & surroundings in Ward No. 69 (APAS/01/161/252/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,49,910.39 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/076/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of fottpath & allied Civil Works near 58, 59 Ballygunge Circular Road in Ward No. 69 (APAS/01/161/253/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,60,509.40 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,250.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 1 to 7)**; Last date and time of submission of bid : **23.12.2025 - 10 am (For Sl. No. 1 to 7)**; Date of opening of tender : **26.12.2025 - 10 am (For Sl. No. 1 to 7)**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 (9 am) (For Sl. No. 1 to 7)**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/017/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of drainage system at Kali Lane from 275 Kalighat Road to 1A Kali Lane in Ward No. 083 (APAS/01/160/99/0001)**; Estimated Cost : ₹ **4,32,383.17 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,700.00**.

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/40/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of road surface near 10/D Kankulia Road etc. in Ward No. 90 under Br.-VIII (APAS/01/160/155/0003)**; Estimated Cost : ₹ **1,96,368.78 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,950.00**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/32/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of drainage system by constructing C.P., M.H. etc. and allied works near 155A Kankulia Road etc. in Ward No. 90 under Br.-VIII, KMC (APAS/01/160/156/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,70,061.69 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,410.00**.

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/031/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of ICDS center at 124 Kalighat Road in Ward No. 83 (APAS/01/160/84/0001)**; Estimated Cost : ₹ **1,38,371.71 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,800.00**.

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/41/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of road surface and allied works near 180A Kankulia Road etc. in Ward No. 90 under Br.-VIII, KMC (APAS/01/160/158/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,13,836.41 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,300.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 8 to 12)**.

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/38/2025-2026/APAS
Name of work : **Lowering of Balaram Bose 2nd Lane in Ward No. 70 (APAS/01/159/165/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,30,259.45 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,610.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.12.2025 - 5 pm (For Sl. No. 8 to 13)**; Date of opening of tender : **25.12.2025 - 5 pm (For Sl. No. 8 to 13)**.

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/029/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of Uttaran privies & passages at 17, 19 Dover Terrace etc. in Ward No. 85 (Within Part-291) (APAS/01/161/291/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,11,452.63 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,300.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.12.2025 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **26.12.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **08.12.2025 (9 am) (For Sl. No. 8 to 14)**.

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/54/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of roads near 527 Raja Basanta Roy Road, 59 Anil Roy Roads and surrounding in Ward No. 86, Br.-VIII, KMC (APAS/01/160/140/0001)**; Estimated Cost : ₹ **1,80,382.22 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,610.00**.

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/55/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of footpath near 553 Hemanta Mukhopadhya Sarani and others in Ward No. 86, Br.-VIII (APAS/01/160/140/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,20,625.49 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,450.00**.

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/56/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of footpath near 16B Lake View Road and surrounding in Ward No. 86, KMC, Br.-VIII (APAS/01/160/141/0002)**; Estimated Cost : ₹ **3,30,765.76 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,650.00**.

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/57/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of IPS passages at 7No. Lake Camp in Ward No. 86, under Br.-VIII, KMC (APAS/01/160/142/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,38,978.82 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,800.00**.

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/58/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of privies at 7No. Lake Camp in Ward No. 86, under Br.-VIII (APAS/01/160/142/0003)**; Estimated Cost : ₹ **3,83,912.95 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,700.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 15 to 19)**.

(20) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/29/2025-2026/APAS
Name of work : **Lowering / Resurfacing work at 13/14 Swinhoe Street Road in Ward No. 68 under Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/193/0002)**; Estimated Cost : ₹ **1,98,809.36 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(21) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/051/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of passage and allied Civil Works at 4, 10 Bihari Doctor Road near 7 Mallick Lane in Ward No. 72, KMC, Br,-VIII (APAS/01/159/178/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,76,318.29 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,550.00**.

(22) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/045/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of road & other ancillary Civil Works near 30C Shyamananda Rd. and surroundings in Ward No. 72, under Br.-VIII, KMC (APAS/01/159/184/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,24,655.37 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 20 to 22)**.

(23) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/052/2025-2026/APAS
Name of work : **Imporvement of footpath and aliied Civil Works from 1A to 7/1 Mahendra Road in Ward No. 72, KMC, Br.-VIII (APAS/01/159/178/0003)**; Estimated Cost : ₹ **2,70,741.90 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **30 Days**.

(24) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/051/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of sewer line at 62, 63, 71 etc. Hazra Road & allied Civil Work in Ward No. 85 under Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/277/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,62,970.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,300.00**.

(25) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/048/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of Uttaran privies by Installation of Commode and allied Works at 20, 21/2G etc. Monohar Pukur Road in Ward No. 85 under Br.-VIII, KMC (APAS/01/161/279/0002)**; Estimated Cost : ₹ **4,64,577.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,300.00**.

(26) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/049/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of sewerage system at 72, 73 etc. Hazra Road in Ward No. 85 under Br.-VIII (APAS/01/161/278/0003)**; Estimated Cost : ₹ **1,80,422.57 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,650.00**.

(27) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/042/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of Uttaran privies & passage at 12 to 14H Dover Terrace in Ward No. 85 (Within Part-265) (APAS/01/161/265/0001)**; Estimated Cost : ₹ **4,06,041.66 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,200.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 24 to 27)**; Last date and time of submission of bid : **25.12.2025 - 9 am (For Sl. No. 15 to 27)**; Date of opening of tender : **27.12.2025 - 9 am (For Sl. No. 15 to 27)**; The bid forms and other details are available on and from **10.12.2025 (9 am) (For Sl. No. 15 to 27)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 27)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/VII/56/47/25-26
Name of work : **Supplying, Fitting and Fixing Pit Covers at Pottery Road, Bibi Bagan Lane and its surroundings in Ward No. 56**; Estimated Cost : ₹ **2,99,246.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.12.2025 upto 10.30 am**; Tender will be opened on : **22.12.2025 at 10.30 am**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/VII/58/89/25-26/D
Name of work : **Restoration of passage Rajarghat Jalpara Dhapa, 57/1/E Christopher Rd., 8/15/E Prabhuram Sarkar Lane and its surrounding areas (Disturbed by CESC and Natural Wear & Tear) in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **1,99,784.65 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/VII/57/13/25-26/U
Name of work : **Repairing of Uttaran latrines at 4, 5 Pagladanga and its surrounding in Ward No. 57**; Estimated Cost : ₹ **2,29,091.83 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/VII/57/51/25-26/R
Name of work : **Improvement of drainage system at 46 D.C. Dey and its surrounding area in Ward No. 57**; Estimated Cost : ₹ **4,02,249.40 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,100.00**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/VII/57/29/25-26/U
Name of work : **Improvement of Uttaran drainage system at 18, Beliaghata and its surrounding area in Ward No. 57**; Estimated Cost : ₹ **4,86,378.60 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 3 to 5)**; Last date and time of submission of bid : **23.12.2025 upto 3 pm (For Sl. No. 2 & 4), 23.12.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 3 & 5)**; Tender will be opened on : **26.12.2025 at 3 pm (For Sl. No. 2 & 4), 26.12.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 3 & 5)**.

(6) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/166/2
Name of work : **Repairing of passage disturbed due to laying of sewer line at Tarini Manna Bagan and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **1,99,708.53 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(7) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/140/1
Name of work : **Improvement of sewer line and its restoration at 5/2, Seal Lane near Goalapara and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **4,99,975.31 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/157/3
Name of work : **Improvement of sewer line and its restoration at 66, D.C. Dey Rd. near Cable Office and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **2,39,841.63 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,800.00**.

(9) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/165/1
Name of work : **Improvement of sewer line and its restoration at Dhapa Vivekananda Pally and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **4,09,868.33 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,200.00**; Last date and time of submission of bid : **24.12.2025 upto 5 pm (For Sl. No. 6 to 9)**; Tender will be opened on : **26.12.2025 at 5 pm (For Sl. No. 6 to 9)**.

(10) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/167/2
Name of work : **Improvement of passage at Dhapa Bazar Para near Haddical and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **2,24,680.21 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 7 to 10)**; Last date and time of submission of bid : **24.12.2025 upto 6 pm**; Tender will be opened on : **26.12.2025 at 6 pm**.

(11) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/116/3
Name of work : **Repairing of passage at 30/6, 13E, Dr. G.S. Bose Road and its surrounding in Ward No. 67**; Estimated Cost : ₹ **1,99,970.48 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(12) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/175/2
Name of work : **Improvement of passage at Dhapa Jalpara and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Cost : ₹ **1,99,727.35 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(13) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/167/2
Name of work : **Maintenance of drainage system at 66/H/4 Tiljala Masjid Bari Lane and surroundings in Ward No. 65**; Estimated Cost : ₹ **2,49,606.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(14) NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/94/2
Name of work : **Improvement of drainage system from 143/145 P.G. Rd. to 143/157 P.G. Rd. and etc. in Ward No. 66**; Estimated Cost : ₹ **3,99,476.16 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 11 to 14)**.

(15) NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/94/3
Name of work : **Improvement of drainage system and other allied works from 149E P.G. Rd. to 149H P.G. Rd. in Ward No. 66**; Estimated Cost : ₹ **3,99,725.12 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(16) NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/95/2
Name of work : **Improvement of drainage system from 143/123 to 143/129 P.G. Rd. and etc. in Ward No. 66**; Estimated Cost : ₹ **4,99,135.89 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(17) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/169/2
Name of work : **Improvement of drainage system and restoration at 57, 58, 59 Tiljala Road and surroundings in Ward No. 65**; Estimated Cost : ₹ **4,49,790.43 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(18) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/128/2
Name of work : **Maintenanceof passage and other ancillary Civil Work at 115, Bose Pukur Road in Ward No. 67**; Estimated Cost : ₹ **4,49,847.12 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(19) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/127/3
Name of work : **Maintenance of drainage system and repairing of passage at 145, 155, Dr. G.S. Bose Road in Ward No. 67**; Estimated Cost : ₹ **2,49,811.23 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(20) NIT No. : KMC/VII/67/APAS/1/149/124/2
Name of work : **Repairing of School Building at 103/A, Dr. G.S. Bose Road in Ward No. 67**; Estimated Cost : ₹ **2,99,968.40 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 15 to 20)**; Last date and time of submission of bid : **25.12.2025 upto 10.30 am (For Sl. No. 11 to 20)**; Tender will be opened on : **27.12.2025 at 10.30 am (For Sl. No. 11 to 20)**; The bid forms and other details are available on and from **24.11.2025 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 20)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 20)**.

1532/25-26

অফবিট

ভারতের চারপাশে ঘুমিয়ে 'দৈত্য'রা, কখন জাগবে কে জানে! ইথিওপিয়ার ছাই দিল্লি ছুঁতেই উদ্বেগ

এ. দাস

ইথিওপিয়ার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি দশ হাজার বছর পর জেগে উঠেছে- অগ্ন্যুৎপাতের ছাই উড়ে এসেছে ভারতে। দূষণ বাড়ার আশঙ্কা, ব্যহত বিমান চলাচল। প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরের একটি আগ্নেয়গিরি ভারতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, তাহলে দেশের কাছাকাছি যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিগুলি রয়েছে সেগুলি হঠাৎ জেগে উঠলে কী হবে, এই প্রশ্নই এখন আতঙ্কের রূপ নিয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, ভারত অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে হলেও উপমহাদেশের চারপাশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে, যেগুলি ভবিষ্যতে সক্রিয় হলে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও আন্দামান অঞ্চলে প্রভাব ঝুঁকির আশঙ্কা বেশি। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারত থেকে খুব বেশি দূরে নয়, আর এখানকার আগ্নেয়গিরিগুলিই দেশের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা। নারকোণ্ডম আগ্নেয়গিরি- এটি একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। বহু বছর ধরে শান্ত থাকলেও বিজ্ঞানীরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। কারণ এটি ভারতীয় ভূখণ্ডের খুব কাছেই অবস্থিত। হঠাৎ সক্রিয় হলে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি সমুদ্রপথে যাতায়াত ও নৌ-সেনার কার্যক্রমে প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যারেন আইল্যান্ড- ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। প্রশ্নটি যদিও ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি নিয়ে, কিন্তু ব্যারেন আইল্যান্ডের সাম্প্রতিক অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়ে দেয় যে আন্দামান অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকভাবে খুবই সংবেদনশীল। তাই এই এলাকার আশপাশে যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিগুলি রয়েছে, তাদের দিকেও বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। পাকিস্তানের হিংগোল মাড ভলক্যানো অঞ্চলটিও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়। এগুলো সাধারণ আগ্নেয়গিরির মতো আগুন বা লাভা ছোড়ে না, কিন্তু কাদা আর গ্যাস মাটিতে চাপ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বড় ধরনের অস্থিরতা হলে ভূমিকম্প ও ভূমির পরিবর্তন ঘটতে পারে। মাড ভলক্যানো পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে এবং ভূমিকম্পের সম্ভাবনাও কিছুটা বাড়ায়। ভারতের উত্তরে নেপাল এবং তিব্বতের সীমানায় কিছু প্রাচীন আগ্নেয়গিরির চিহ্ন পাওয়া যায়। যদিও এগুলি বহুদিন ধরে নিষ্ক্রিয়, তবে ভূমিকম্পপ্রবণ হিমালয় অঞ্চলে হঠাৎ নতুন করে সক্রিয়তার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই এলাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে আগ্নেয়গিরির গভীরে থাকা ম্যাগমা চ্যানেলের ওপর চাপ পড়তে পারে। দক্ষিণ ভারতের ডেকান ট্রাপস এলাকায় বহু হাজার বছর আগে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখন এগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর গভীরে বড় ধরনের অস্থিরতা হলে এই অঞ্চলে আবারও কিছু চাপ তৈরি হতে পারে, যদিও এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এখন খুবই কম। ভারত সরাসরি আগ্নেয়গিরির ঝুঁকিতে না থাকলেও চারপাশে কয়েকটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যেগুলি জেগে উঠলে স্থানীয় অঞ্চল এবং ভারতের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আন্দামান, পাকিস্তান সীমান্ত এবং হিমালয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি ও ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ওপর নিয়মিত নজর রাখা খুবই জরুরি।

রহস্যময় ড্রোন হামলায় উত্তেজনা পাকিস্তানে

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২৭ নভেম্বরঃ খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের খাইবার জেলার জাব্বা মীলা এলাকায় রহস্যময় ড্রোন হামলায় ফের উত্তেজনা ছড়াল পাকিস্তানে। আফগান তালিবান-ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ দুটি অজ্ঞাত পরিচয়ের ড্রোন ওই এলাকায় আইএসআইএস-কে টার্গেট করে হামলা চালায়। হামলাগুলি সরাসরি দু'টি আলাদা গোপন ঠিকানায় হয়, যেখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ আইএসআইএস নেতারা উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্রের দাবি। তালিবান-ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, হামলার সময় ওই দুটি টার্গেটেড স্থানে উপস্থিত ছিলেন আইএস-খোরাসানের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার আবদুল হাকিম তোহিদি, গুল নাজিম এবং সাদিক ইয়ার-যারা বিগত কয়েক বছরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে একাধিক ভয়াবহ হামলার সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে কাবুল, নাঙ্গরহার, কুন্দুজসহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী বোমা বিস্ফোরণের নেপথ্যে এই তিনজনের নাম বহুবার ঘুরে এসেছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও আইএস-কির উপস্থিতি ঠেকাতে নিরাপত্তা বাহিনী যখন দিশেহারা, সেই সময় এই ড্রোন হামলার ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত রাত থেকেই আকাশে একাধিক ড্রোনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ফলে বহু মানুষ আশঙ্কায় ঘর থেকে বেরোননি। সন্ধ্যায় হঠাৎই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় যে কোনও সামরিক হামলা চলছে। যদিও এই অঞ্চলে আগে মার্কিন ড্রোন হামলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমন হামলা বিরল। এ কারণে ড্রোনগুলোর পরিচয় ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। সূত্রের দাবি, হামলার পর ড্রোনদুটি আফগানিস্তানের দিকেই উড়ে যায়।

খাইবার জেলার পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় ড্রোন চিহ্নিত করা কঠিন হলেও স্থানীয়রা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছেন, বিস্ফোরণের পর অচেনা ড্রোনগুলো পূর্ব দিকের পাহাড় অতিক্রম করে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়। এর ফলে ধারণা করা হচ্ছে, অপারেশনটি আফগানিস্তান থেকে চালানো হতে পারে অথবা সেখানে অবস্থিত কোনও বেস থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকতে পারে। হামলার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীও সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রের মতে, সেনা সদস্যরা ভারী মেশিনগান থেকে আকাশের দিকে গুলি ছোড়ে, উদ্দেশ্য ছিল ড্রোনকে নামিয়ে আনা বা দূরে সরিয়ে দেওয়া। তবে তারা আদৌ টার্গেট চিহ্নিত করতে পেরেছেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। বিস্ফোরণের পর সেনাবাহিনীর টহলদারীও বাড়ানো হয় এবং এলাকায় প্রবেশাধিকার সীমিত করে দেওয়া হয়। আইএসআইএস খোরাসান-যাদের সঙ্গে আফগান তালিবানের দীর্ঘদিনের বৈরিতা-সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে হামলা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তানের বিভিন্ন জেলায় আইএস-কির কার্যকলাপ বেড়েছে। ফলে তালিবান-সংযুক্ত সংবাদমাধ্যমগুলোর এই দাবি চোখে পড়ার মতো। আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতা দখলের পর থেকেই আইএস-কির সঙ্গে তাদের সংঘাত বাড়তে থাকে, এবং দুই সংগঠনের রক্তক্ষয়ী লড়াই সীমান্ত জুড়ে বিস্তার লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের মাটিতে আইএস-কির এমন শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতি এবং তাদের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা-দুই দেশেই নতুন রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে পাকিস্তান সরকার বা সেনাবাহিনী এখনও পর্যন্ত এই হামলা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। অতীতে ড্রোন হামলার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান বেশ জটিল ছিল-সরকার অনেক সময় দাবি করেছে তারা হামলার বিষয়ে জানত না, আবার কিছু ক্ষেত্রে নীরব থেকেছে। এই ঘটনায়ও একই ধরনের নীরবতা দেখা যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি যেভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাতে বিদেশি বা অজ্ঞাত উৎস থেকে ড্রোন হামলা ভবিষ্যতে নতুন ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। এদিকে আশঙ্কা বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাতের ড্রোনের শব্দ ও বিস্ফোরণের পর বহু গ্রামবাসী বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। শিশুরা আতঙ্কে কান্নাকাটি করেছে, প্রবীণরা মনে করছেন এটি আসন্ন বড় হামলার পূর্বাভাস। নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিও গোটা এলাকায় আরও দৃশ্যমান হয়েছে। সেনাবাহিনী ঘনঘন পাহারা দিচ্ছে, স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং ড্রোনগুলো কোথা থেকে এসেছে তার তথ্য সংগ্রহ করছে। এই হামলায় আইএস-কির শীর্ষ নেতারা নিহত হয়েছেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তালিবান-ঘনিষ্ঠ সূত্র দাবি করেছে উচ্চপদস্থ সদস্যদের টার্গেট করা হয়েছে, তবে মৃত্যুর বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে, তবে তারা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। সব মিলিয়ে খাইবার জেলার জাব্বা মীলা এলাকায় এই রহস্যময় ড্রোন হামলা শুধু সীমান্ত রাজনীতির উত্তেজনাই বাড়ায়নি, বরং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতিকেও নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। হামলার দায় কেউ স্বীকার না করায় পুরো ঘটনা এখন ধোঁয়াশায় ঢাকা।

হংকংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৪, নিখোঁজ ২৭৯, গ্রেফতার ৩

সংবাদ সংস্থা, তাই পো, ২৭ নভেম্বরঃ হংকংয়ের তাই পো এলাকার ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসন কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বুধবার বিকেলে আগুন লাগলেও বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। এই অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৪৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং প্রায় ২৭৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮০ সালে আটটি আবাসন নিয়ে তৈরি এই কমপ্লেক্সের একটি ৩২ তলা ব্লকে মেরামতির কাজ চলছিল। সেখানেই আচমকাই বাঁশের ভারায় আগুন লেগে যায়। যেহেতু ব্লকগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, তাই প্রবল হাওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। চোখের নিমেষে ২,০০০ অ্যাপার্টমেন্টের আটটি ব্লকের মধ্যে সাতটিতেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে, অক্ষত থাকে কেবল একটি আবাসন। আগুন

লাগার পরই দমকলের ১৪০টি ইঞ্জিন এবং ৬০টি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং প্রায় ৯০০ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, অ্যাপার্টমেন্টগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ভিতরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেশি থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। দমকল বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ডেরেক অ্যামস্ট্রং চ্যাং বলেন, ভিতরের তাপমাত্রা খুব বেশি। ফলে উপরের তলায় পৌঁছতে পারছেন না কর্মীরা। ভোর রাতের পরে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করতে তৎক্ষণে তৎপরতা শুরু হয়েছে। হংকংয়ের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জন লি জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পুলিশ ও দমকল যৌথভাবে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ভোর রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জন লি ধৃতদের পরিচয় (তাঁরা আবাসন কমপ্লেক্সের কর্মী নাকি নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) জানাননি। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, খুব শীঘ্রই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে।

CHANGE OF NAME

I AZIZ UKIL S/O LOK MAN UKIL VILL + P. O BARA CHANDGHAR P. S KALIGANJ DIST NADIA PIN 141156 HAVE CHANGE MY NAME FROM ABDUS SAMAD SK TO AZIZ UKIL DATE OF BIRTH 12/9/2006 TO 12/12/2003 VIDE AFFIDAVIT SL NO 63 DATED 24-11-25 SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT. I AZIZ UKIL AND ABDUS SAMAD SK IS SAME PER SON AND DATE OF BIRTH IS 12/12/2003 MY ACTUAL NAME IS AZIZ UKIL.

CHANGE OF NAME

I,SK MINSAR (GIVEN NAME) ALI (SUR NAME) (OLD NAME) S/O SK NAYIMUDDIN ALI , RESIDING AT , CHANDIPUR MONDAL PARA , P. O - KULGACHIA , P. S - ULUBERIA , HOWRAH RURAL - 711306 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINSAR ALI (GIVEN NAME) SK (SUR NAME) (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 27/11/25, MINSAR ALI (GIVEN NAME) SK (SUR NAME) (NEW NAME) AND SK MINSAR (GIVEN NAME) ALI (SUR NAME) (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I,PARAMITA DAS (OLD NAME) W/O AMIT DAS ,RESIDING AT , 84/82 , WARD - 10 , DR. AJIT KUMAR SINGHA SARANI , KANTHI , CONTAI , PURBA MEDINIPUR - 721401 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARAMITA ROUTH DAS (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 27/11/25, PARAMITA ROUTH DAS (NEW NAME) AND PARAMITA DAS (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I MOSTAFA MALLICK, S/o-Late Montaj Mallick, Residing at Village-&-P.o-Sahapur,P. S-Panchla, Dist-Howrah -711310, That my actual and orginal name is MOSTAFA MALLICK (SOHANA KHATUN is my daughter) That I MOSTAFA MALLICK and GOLAM MOSTAFA MOLLICK is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld.(1st Class) Executive Magistrate at Howrah, West Bengal, Date-25/09/2025

CHANGE OF NAME

I SK MD FARUK S/O SK ABDUL HASHEM residing at Vill-Khalisani, P.O.-Khalisani, P.S.-Rajapur, Howrah-711307, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH FARUK as declared before the Ld. Judicial 1st Class Magistrate at Howrah vide affidavit No I-2165 Dated 25/11/2025. SK MD FARUK and SEKH FARUK both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I NAZHAT BANO W/O MD ZAINUL ABEDIN residing at Munshi Para, Raigachi Rajarhat, Bidhannagar, North 24 Parganas -700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NUZHAT BANO as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 27/11/2025. NAZHAT BANO and NUZHAT BANO both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I MOHAMMAD ZAINUL ABEDIN ZAINUL S/O MD IBRAHIM MIAN residing at Raigachi Rajarhat, Bidhannagar, North 24 Parganas -700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD ZAINUL ABEDIN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 27/11/2025. MOHAMMAD ZAINUL ABEDIN ZAINUL and MD ZAINUL ABEDIN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subal Bankim Patra (old name) Son of Bankim Patra, residing at 53, Chimta Paschim Para, Chimta , Sundarban Costal, South 24 Parganas Pin-743378, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subal Patra (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/11/2025. Subal Bankim Patra (old name) and Subal Patra (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Akram Ahamad Sk (old name) son of Raosan Sekh, residing at Uttar Bansra Molla Para, Banshra, Jibantala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743363, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Akram Sekh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/11/2025. Akram Ahamad Sk (old name) and Akram Sekh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Runa Layla Sk (old name) wife of Akram Sekh, residing at Uttar Bansra Molla Para, Banshra, Jibantala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743363, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Runa Layala Sk (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/11/2025. Runa Layla Sk (old name) and Runa Layala Sk (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subrata Kumar Ghosh (old name) son of Santi Kumar Ghose, residing at 87F, Yashodhara, 87F, Raja Ram Mohan Roy Road, Purba Barisha, Kolkata – 700008, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Subrata Kumar Ghose (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/11/2025. Subrata Kumar Ghosh (old name) and Subrata Kumar Ghose (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samim Akhtar (Old name) son of Late Abdul Ghafoor, residing at P-109, Tikia Para Garden Reach, P.S.-Garden Reach, Kolkata-700024, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shamim Akhtar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/11/2025. Samim Akhtar (Old name) and Shamim Akhtar (New name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, JHA SHAKTIPADA & SHAKTIPADA (old name) S/O -Late SUKESH CHANDRA JHA residing at VILL-GREEN PARK PO-MOKDUMPUR PS-ENGLISHBAZAR DIST-MALDA PIN-732103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JHA SHAKTIPADA & SHAKTIPADA (old name) to SAKTIPADA JHA (new name) and henceforth, I shall be Known as SAKTIPADA JHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 27/11/2025 . SAKTIPADA JHA (new name) & JHA SHAKTIPADA & SHAKTIPADA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Nizam Khan, S/O- Rahamat Khan resident of N.D. Kayem Lane, Sharkhanagoli, P.O.-Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, shall henceforth be known as 'NIJAM KHAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/11/2025. That Nizam Khan and Nijam Khan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MONOWARA PAIK, W/o Noinur Paik, residing at Vill Charuigachi, P.O. Dharmapur, P.S. Gaighata Dist. North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as MONOYARA PAIK as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No. 4566 dt. 25/11/2025. MONOWARA PAIK and MONOYARA PAIK both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabeya Bibi (Old name) W/o Late Golam Mostafa resident of Solagori (Kuchpala), P.O.-Nagbal, P.S.-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305 have changed my name and shall henceforth be known as Mos Rabiya Bibi (New name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly vide affidavit SL No. 10514, dated 06.11.2025. Rabeya Bibi (Old name) and Mos Rabiya Bibi (New name) both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ADAL SK (old name) S/O -KHELAT SEKH residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) ADAL SK to (new name IDRISH SK and henceforth, I shall be Known as IDRISH SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 17/11/2025 . IDRISH SK (new name) & ADAL SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AMOD ALI DEWAN (old name) S/O -ABSOR DEWAN residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) AMOD ALI DEWAN to (new name DEWAN PIYAR ALI and henceforth, I shall be Known as DEWAN PIYAR ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 17/11/2025 . DEWAN PIYAR ALI (new name) & AMOD ALI DEWAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAHELA BIBI (old name) W/O -ANESH MOLLA residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name)RAHELA BIBI to (new name) MABIYA BEWA and henceforth, I shall be Known as MABIYA BEWA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 20/11/2025 . MABIYA BEWA (new name) & RAHELA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NURJAHAN BIBI, W/o Sajidul Paik, residing at Vill Charuigachi,P.O. Dharmapur, P.S. Gaighata Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as NURJAHAN BIBI KHATUN as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No. 4567 dt. 25/11/2025. NURJAHAN BIBI and NURJAHAN BIBI KHATUN both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, JACHU MONDAL (old name) S/O -BACHHER SEKH residing at VILL-CHARKAKMARI PO-SAHEBNAGAR PS-JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742306. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JACHU MONDAL (old name) to DOSTMAHAMMAD SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as DOSTMAHAMMAD SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at DOMKAL court dated on 27/11/2025 . DOSTMAHAMMAD SHAIKH (new name) & JACHU MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,MD ASHEK ALI (old name) S/O -MAJED ALI SK residing at VILL-SALUYA PO-BARUIPARA PS-HARIHARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD ASHEK ALI (old name) to ASHEK ALI SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ASHEK ALI SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 27/11/2025 . ASHEK ALI SK (new name) & MD ASHEK ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NAYANUR PAIK, S/o Lt. Mofizaddi Paik, residing at Vill Charuigachi,P.O. Dharmapur, P.S. Gaighata Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as NOINUR PAIK as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No. 4568 dt. 25/11/2025.NAYANUR PAIK and NOINUR PAIK both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Urmila Shaw (old name) Wife of Sidheswar Shaw, residing at Saiyoginagar, B.R.M.B Road, Ismil Gurunanak Pally, Asansol, Paschim Bardhaman Pin-713301, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Urmila Devi Shaw (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/11/2025. Urmila Shaw (old name) and Urmila Devi Shaw (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gora Chanda Das (old name) Son of Late Debendra Nath Das, residing at Bl-C2, Fl-1401, Fr-14 Edencity Mahestala Kolkata-700137, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gora Chand Das (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/11/2025. Gora Chanda Das (old name) and Gora Chand Das (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Md Rafic (old name) Son of Late Golam Pangatan, residing at Krishnanagar, Po-Nangulpara, Hooghly Pin-712406, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rafique (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 04/08/2025. Sk Md Rafic (old name) and Md Rafique (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Md Misbaul Karim (old name) Son of Md Rafique, residing at Krishnanagar, Po-Nangulpara, Hooghly Pin-712406, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Misbaul Karim (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 04/08/2025. Sk Md Misbaul Karim (old name) and Md Misbaul Karim (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Preet Pal Singh (Old Name) S/o Bhupinder Singh Gill Residing at 37/6A, S.N.Roy Road, 2nd Floor, Flat No-7, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Preetpal Singh Gill (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Preet Pal Singh (Old Name) and Preetpal Singh Gill (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Maryam Bibi (Old Name) W/o Amir Hossain Residing at 70H/1, Dr. Sudhir Bose Road, Vtc+P.o - Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Firaza Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 27-11-2025. Maryam Bibi (Old Name) and Firaza Khatoon (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ainul Haque (Old Name) S/o Abdul Gaffor Residing at 38/2/2C, Mominpur Road, Vtc+P.o - Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Naushad Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2025 Dated 27-11-2025. Ainul Haque (Old Name) and Naushad Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Baby Gupta (Old Name) D/o Gopal Gupta Residing at 77 Block A, Bangur Avenue, Vtc - South Dum Dum (M), P.o - Bangur Avenue, District - North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Uma Shroff (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2025 Dated 27-11-2025. Baby Gupta (Old Name) and Uma Shroff (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anwesa Mukherji (Old Name) D/o Amitabha Goswami W/o Priyanko Mukherji Residing at Purti Aqua, Tide B 110, Spencer Shop, Check Post, Rajarhat, Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Anwesa Goswami (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 3177 Dated 17-07-2025. Anwesa Mukherji (Old Name) and Anwesa Goswami (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prakriti Bhattacharjee (Old Name) D/o Shyam Sunder Bhattacharjee Residing at 150, Brijee Kadamtala West, District - Kolkata, Pin - 700084, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prakriti Bhattacherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Prakriti Bhattacharjee (Old Name) and Prakriti Bhattacherjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAOSHUNARA BIBI (old name) W/O -SADEK ALI SK residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) RAOSHUNARA BIBI to (new name SABIRA KHATUN and henceforth, I shall be Known as SABIRA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 10/11/2025 . SABIRA KHATUN (new name) & RAOSHUNARA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,FULMONI BEHARA (old name) W/O -SANYASI BEHARA residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) FULMONI BEHARA to (new name RASMANI BEHARA and henceforth, I shall be Known as RASMONI BEHARA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 17/11/2025 . RASMANI BEHARA (new name) & FULMONI BEHARA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAJEN MOLLA (old name) S/O -RASID MOLLA residing at VILL- PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) SAJEN MOLLA to (new name) ASADUL MOLLA and henceforth, I shall be Known as ASADUL MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 17/11/2025 . ASADUL MOLLA (new name) & SAJEN MOLLA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Qayum (Old Name) S/o Md Kamaluddin Residing at 28/13 R.B.S Road, Chandanpara, P.o - Angus, P.s - Bhadreswar, District - Hooghly, Pin - 712221, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Kayum (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Mohammad Qayum (Old Name) and Md Kayum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarwat Jahan Ahmed (Old Name) W/o Faruque Ahmed Residing at 4/3, H/66, Bhukailash Road, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sarwat Jahan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Sarwat Jahan Ahmed (Old Name) and Sarwat Jahan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Iqbal (Old Name) S/o Md Kayum Residing at 28/13 R.B.S Road, Chandanpara, P.o - Angus, P.s - Bhadreswar, District - Hooghly, Pin - 712221, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Iqbal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Mohammad Iqbal (Old Name) and Md Iqbal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jinnatun Firdousi (Old Name) W/o Shafique Ul Alam Mondal Residing at Vill-Magurati Shrirampur, P.o - Taragunia, P.s-Baduria, District - North 24 Parganas, Pin-743401, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Zinnatun Ferdousi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Jinnatun Firdousi (Old Name) and Zinnatun Ferdousi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shke Moinuddin (Old Name) S/o Sk Minarul Residing at Vill - Dakshin Simala, P.o - Simala Durgapur, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Moinuddin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Shke Moinuddin (Old Name) and Sk Moinuddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Minarul (Old Name) S/o Late Sekh Anchar Ali Residing at Vill - Dakshin Simala, P.o - Simala Durgapur, P.s-Baduria, District - North 24 Parganas, Pin- 743401, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Minarul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2025. Sekh Minarul (Old Name) and Sk Minarul (New Name) both are same and one identical person.

চালু হচ্ছে রাজ্যের একমাত্র ফুল রাখার হিমঘর, খুশি ফুল চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ শীতকালীন ফুল চাষ শুরু হয়ে গেছে। যদিও ফুল চাষীরা হিমঘর নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তবে

সেই চিন্তা এবার দূর হল। সৌজন্যে জেলা প্রশাসন। পাঁশকুড়ায় সারা বছর দোপাটি, গাঁদা, রজনীগন্ধা সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ করেন কৃষকেরা। শীতের সময় অন্যান্য ফুলের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে চন্দ্রমল্লিকা চাষ হয়। সেই ফুল দেশ-বিদেশের বাজারে রফতানি করা হয়। চন্দ্রমল্লিকা চাষ করে মুনাফা লাভ করেন কৃষকেরা। কিন্তু সরকারি হিমঘরের বেহাল অবস্থা চিন্তায় ফেলেছিল ফুল চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকা কৃষকদের। তবে আর সেসব চিন্তা নয়। খুলে যাচ্ছে ফুল রাখার হিমঘর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের প্রায় ২৫০০ হেক্টর জমিতে চন্দ্রমল্লিকা চাষ হয়। পাঁশকুড়ার সরকারি হিমঘর খারাপ থাকায় এতদিন বেশি টাকা খরচ করে কৃষকদের বেসরকারি হিমঘরে ফুল রাখতে হত। এর কারণেই বছরের সেরা ব্যবসার সময় হিমঘর খারাপ থাকায় চিন্তায় পড়েছিলেন পাঁশকুড়ার ফুল চাষী থেকে ব্যবসায়ীরা। অবশেষে চালু হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ফুলবাজারে রাজ্যের একমাত্র ফুল রাখার হিমঘর। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে চালু হতে চলেছে বন্ধ থাকা জেলার পাঁশকুড়া ফুলবাজারের হিমঘর। ফলস্বরূপ চলতি শীতের মরশুমের বিয়ে বাড়ির জন্য ব্যবহৃত ফুল সহ ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষ্যে ব্যাপক পরিমাণে গোলাপ সহ সমস্ত রকম ফুল এই হিমঘরে রাখা যাবে। পাঁশকুড়া ফুলবাজার পরিচালন সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা তমলুকের মহকুমা শাসক দিব্যেন্দু মজুমদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন উদ্যান পালন দফতরের জেলা আধিকারিক অতনু গুপ্ত, পাঁশকুড়া ব্লকের বিডিও, ফুল চাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা। ডাঁটাযুক্ত ফুলের ক্ষেত্রে বোঝা (১০০০-১৫০০ পিস) পিছু সাত দিনের জন্য ভাড়া বাবদ নেওয়া হবে ১১০ টাকা। ১৫ দিনের জন্য ২০০ টাকা ভাড়া। ঝুরো ফুলের ক্ষেত্রে ছোট প্যাকেটের (৭-১০ কেজি) জন্য ৫০ টাকা নেওয়া হবে, বড় প্যাকেটের ফুল চাষী ও ফুলব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভাড়া বাবদ (১৫-২০ কেজি) জন্য ১০০ টাকা নেওয়া হবে। জেলা উদ্যান পালন বিভাগের আধিকারিক অতনু গুপ্ত জানান, 'হিমঘর চালুর পাশাপাশি বাজারটির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আরও নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য হর্টিকালচার দফতর প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হিমঘরটি সংস্কার করছে। ফুলের প্যাকেজিংয়ের জন্য নতুন কক্ষ নির্মাণ, নিলাম কক্ষ, অফিস গৃহ, শৌচাগার সহ পূর্ণাঙ্গ বাজারটি সংস্কার করা হয়েছে। ডিসেম্বরের শুরুর দিন থেকেই খুলে দেওয়া হচ্ছে।' পাঁশকুড়ার এক ফুল চাষী ও ব্যবসায়ী জানান, হিমঘর না থাকায় বেশি দামে বেসরকারি হিমঘরে ফুল মজুত করতে হত। আগামী সোমবার থেকে সেই চিন্তা দূর হবে। সরকারি হিমঘরে নামমাত্র খরচে ফুল রাখা যাবে। এতে লাভের অঙ্ক অনেকটাই বাড়বে। ফলে শীতের মরসুমে চন্দ্রমল্লিকা সংরক্ষণ নিয়ে এলাকার ফুল চাষীদের দুশ্চিন্তা দূর হল। হিমঘর চালুর পাশাপাশি বাজারটির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আরও নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে উপকৃত হবেন এলাকার ফুল ব্যবসায়ী থেকে ফুল চাষীরা। পাঁশকুড়া সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুল চাষে নতুন দিগন্ত খুলবে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৭ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৭ নভেম্বর ঃ বিশ্বভারতীর শিল্প সদনে রবীন্দ্র ও রথীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্বাগত ভাষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি পাঠের মধ্য দিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৭ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, ড. তনিমা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। তারপরই রথীন্দ্র মেলার শুভ সূচনা হয়। বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'রথীন্দ্রমেলা'। এই ভবনের পড়ুয়াদের সারা বছরের তৈরি শিল্প সামগ্রী নিয়ে বসে মেলা। বিশ্বভারতী উপাচার্য এই মেলার সূচনা করেন। উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালে ২৭ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই হন প্রথম উপাচার্য। ১৯৮৮ সাল থেকে তাঁর জন্ম দিবসকে সামনে রেখে চলে আসছে এই মেলা। দুদিনের এই মেলায় পড়ুয়াদের হাতে তৈরি শিল্প সামগ্রী, সরা, সেরামিক, কাঁচাস্টিচ, ডোকরা প্রভৃতির পসরা বসেছে। রয়েছে খাবারের স্টলও। শ্রীনিকেতনে এই মেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও।

সাইকেলের টায়ারে লুকানো সোনা উদ্ধার, পলাতক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ নভেম্বর ঃ মালদার কালিয়াচক থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মিলি সুলতানপুর এলাকায় ভোরের অন্ধকারে সোনা পাচারের চেষ্টা নস্যাৎ করল বিএসএফের ১১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। বৃহস্পতিবার ভোরে টহলরত জওয়ানরা সীমান্তের কাছে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তাঁকে থামানোর আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরে ওই জায়গায় ফেলে যাওয়া সাইকেলটি তল্লাশি করতে গিয়ে টায়ারের ভেতর থেকে সোনা উদ্ধার হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সোনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছিল। পাচারকারীরা নজরদারি এড়াতে সাইকেলের টায়ারকে গোপন কুঠুরি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। উদ্ধার হওয়া সোনার বাজারমূল্য উল্লেখযোগ্য, যার হিসাব করা হচ্ছে। সোনাগুলি বাজেয়াপ্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, পাচারচক্রটি আন্তর্জাতিক চোরাকারবারি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। পলাতক পাচারকারীর সন্ধানে তল্লাশি চলছে। বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ রোধে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

Before the District Delegate (Civil Judge, Junior Division), Dakshin Dinajpur at Balurghat.

Misc. Petition No. 57/2024 (Succession)

মৃত ব্যক্তিঃ Biswajit Sarkar, S/o- Late Badal Ch. Sarkar, Vill.- Hili Basudebpur, P.O. P.S.- Hili, Dist.-Dakshin Dinajpur.

দরখাস্তকারীঃ

1. Kakali Roy, W/o. Late Biswajit Sarkar, D/o. Sri Kalipada Roy,
2. Baidik Sarkar, So. Late Biswajit Sarkar, Both of Vill. Hili Basudebpur, P.O. P.S.- Hili, Dist.- Dakshin Dinajpur, presently residing at Vill. P.O.- Churail Krishnapur, P.S.- Kumarganj, Dist. Dakshin Dinajpur.

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন গত ইং ৩১.০৮.২০২৪ তারিখে উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির নিম্নলিখিত ত্যক্ত অর্থ এবং ওয়ারিশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্রাদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। সে কারনে যদি উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির আর কেহ ওয়ারিশ থাকেন এবং উক্ত বিষয়ে আপনাদের কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা দাবী থাকে তাহা হইলে আগামী ইং ০২.০১.২৬ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত প্রমানাদি সহ কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

Schedule

The policy under Postal Life Insurance as Santosh (Endowment Assurance) vide Policy no. WB-210474-CS, Date of Commencement of Risk as on 25.01.2010, Sum Assured amounting to Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh), Term EA58, Date of Maturity as on 25.01.2035.

নিহার রঞ্জন সাহা
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত,
বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর

E-TENDER NOTICE

Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 13/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 1 nos Electric work and 1 nos Civil work. Bid submission start-28/11/2025. Ends-26/12/2025. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

SNIT No-WBIW/EE/KMD/SNIT-06/2025-26

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 4,84,336.00 (Electrical) Last date of application of tender **03.12.2025 to 16.30 Hrs.**. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.inand https://wbtenders.gov.in**

Sd/- M.Kundu
Executive Engineer
Kangsabati Mechanical Division.
Khatra, Bankura

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস দীং মহাশয় গন ইংরাজীর ১৬।১২।১৯৯৭ তারিখে বাসুদেব নস্কর মহাশয়কে ৫৬৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে অশোক কুমার রায় মহাশয়কে ১৪৬৮ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ৩১।০৩।১৯৯৮ তারিখে হাওড়ার অ্যাঃ. ডিঃ . সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং-১৯৪০।

Notice Inviting Quotation

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against N.I.Q. NO.-01/AE/ARG of 2025-2026 for the work: [SL No-01] Supply of one no Diesel Driven Motor Cab Non-Air Condition on hire basic for the Office of the Assistant Engineer, Arambagh Sub-Division, P.H.E.dte for the purpose of Office Duty. **[6 Months]** Last date of Application: **08.12.2025 up to 02.00 P.M**. Last date & Time for submission of Tender documents: **15.12.2025 upto 02.00 P.M.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website: **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division P.H.E. Die.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্

সংশোধনী

টেন্ডার নংঃ ৭০/২৫/০০২৯, তারিখঃ ২৪/১১/২০২৫। ''ডব্লুএজি–৯এইচ ক্লাস ফ্রেইট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের জন্য ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিট''–এর প্রাপ্যতার জন্য টি/কেস নং. ৭০/২৫/০০২৯–এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তত করা হয়েছে অর্থাৎ টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি) ২৫/১১/২০২৫ থেকে (বর্তমান) পুনর্নির্ধারিত হয়েছে যা এখন **২৪/১২/২০২৫ তারিখ পড়তে হবে।**

এএমএম/এইচকিউ–II/
PR3/251 সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

জল জীবন মিশন প্রকল্পে নতুন শর্ত দিল কেন্দ্র

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নতুন শর্ত বেঁধে দিল কেন্দ্র। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক প্রকল্পভিত্তিক অর্থ দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যকে সম্মতি জানালেও, তার আগে একাধিক শর্ত মানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, জল জীবন মিশনের আওতায় প্রতিটি স্কিমের জন্য আলাদা আইডি নম্বর তৈরি করতে হবে। ওই স্কিম আইডি ছাড়া কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলবে না। পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্পে 'ফিনান্সিয়াল রিকনসিলিয়েশন'- অর্থাৎ কেন্দ্রের অনুদান ও রাজ্যের ব্যয়ের হিসেব মিলিয়ে দেখা- বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, ব্যয়ের অঙ্কে কোনও অসামঞ্জস্য থাকলে অর্থ ছাড়া স্থগিত থাকবে। হিসেব সঠিক থাকলে তবেই মিলবে নতুন বরাদ্দ।

চাকরির লোভ দেখিয়ে শংসাপত্র আটকে রাখা- আটকের জালে সিভিক ভলান্টিয়ার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৭ নভেম্বর ঃ রাজ্যে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে যে ধরনের প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে, তা আরও বেশি বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে শুধু টাকা দাবি নয়-অভিযুক্তরা এক তরুণীর সমস্ত শিক্ষাগত শংসাপত্র আটকে রেখে অর্থ হাতানোর চেষ্টা করেছিল। পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওই তরুণীর কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা চাইতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল এক সিভিক ভলান্টিয়ার দম্পতি। এই প্রতারণার জালে পড়েছেন ঝিমলি অধিকারী নামে গঙ্গারামপুরেরই এক তরুণী। বাড়ি ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনিতে। পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে তিনি বিভিন্ন চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী রবিবার তাঁর পুলিশ কনস্টেবল পদের লিখিত পরীক্ষা রয়েছে। সেই খবর পেয়ে পার্বতী রায় নামের এক মহিলা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পার্বতী পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার নারায়ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী। ঝিমলির অভিযোগ, পার্বতী তাঁকে জানায় যে পুলিশের উচ্চপদস্থ মহলে তাঁর স্বামীর ভাল যোগাযোগ রয়েছে। অনেককে নাকি সেই সূত্রেই চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাই ঝিমলি পরীক্ষায় বসলেও বিশেষ সমস্যা হবে না-চাকরি নিশ্চিতভাবে হয়ে যাবে। তবে চাকরি নিশ্চিত করতে কিছু অর্থ লাগবে। সরাসরি বলেন, মোট ৯ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু সেই টাকা চাকরি পাওয়ার পর কিস্তিতে দিলেই চলবে। কথাগুলো শুনে প্রথমে হতবাক হলেও পার্বতীর আচরণে ভরসা পান ঝিমলি। এর পরেই আসে মূল ফাঁদ। পার্বতী জানায়-চাকরি প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের অরিজিনাল অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট এবং জাতিগত শংসাপত্র জমা রাখতে হবে। পার্বতীর ভাষায়, এগুলো অফিসে দিতে হবে, তবেই কাজ শুরু হবে। সরল বিশ্বাসে ঝিমলি সমস্ত নথি তাঁর হাতে তুলে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর ঝিমলির মনে সন্দেহ জন্মায়। পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন-পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি হওয়া মানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা মূল্যায়ন, মেডিক্যাল টেস্ট-এই তিন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সেখানে কারও হাতে নথি জমা দিয়ে সরাসরি চাকরি পাওয়ার সুযোগ নেই। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি যখন নথি চাইতে যান, তখন ওই দম্পতি নথি ফেরত দিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর ভয় ও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান ঝিমলি। সামনে তাঁর পরীক্ষা, অথচ প্রয়োজনীয় নথি তাদের কাছেই আটকে। অবশেষে সমস্ত কিছু বিবেচনা করে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করেন ঝিমলি-যাঁদের তিনি সন্দেহজনক ভূমিকায় দেখেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর গঙ্গারামপুর থানা নড়েচড়ে বসে। তদন্তে নেমে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নারায়ণ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী রায়কে। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, নথি আটকে রেখে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনিতেই-ঝিমলির বাড়ির খুব বেশি দূরে নয়। স্থানীয় এলাকায় খবর ছড়াতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বহু বাসিন্দা জানান, পার্বতী ও নারায়ণকে তাঁরা দীর্ঘদিন দেখে আসছেন, কিন্তু তাঁদের এমন বেআইনি কাজে জড়িত থাকার কথা কেউ ভাবেননি। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, চাকরি দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিষয়টি পুরোপুরি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও লোকধরা পা়তে পারে। তিনি আরও জানান-নথি আটকে রাখার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, এবং তদন্তে প্রমাণ মিললে ধৃতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঝিমলি জানান, প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই চাকরি পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু পরে বুঝলাম সবটাই প্রতারণা। তখন অরিজিনাল সার্টিফিকেট ফেরত চাই। কিন্তু ওরা তা দিতে চাইছিল না। রবিবার আমার পরীক্ষা, আর নথি ছাড়া পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে থানায় অভিযোগ করেছি। এই ঘটনার জেরে স্থানীয় মানুষও আতঙ্কিত। চাকরির আশায় অনেক তরুণ-তরুণী প্রভাবশালী কারও কথায় ভরসা করে নথি দিয়ে থাকেন। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল, সেই বিশ্বাসই হতে পারে প্রতারণার মূল হাতিয়ার। পুলিশ জানিয়েছে-ঝিমলির নথিপত্র উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে, এবং দম্পতি ছাড়াও আরও কেউ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়-কোনও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অরিজিনাল নথি কখনও তৃতীয় ব্যক্তির হাতে দেওয়া উচিত নয়। চাকরি কেবল পরীক্ষা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়। প্রতারণার ফাঁদে পা দিলে শুধু নথি হারানোর ঝুঁকি নয়, ভবিষ্যতও ঝুঁকির মুখে পড়ে যেতে পারে। গঙ্গারামপুরের এই ঘটনা আবারও সতর্ক করল - চাকরির স্বপ্ন দেখানো মিষ্টি কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে ভয়ংকর প্রতারণা। সজাগ থাকাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **"Different type of electrical works at different wards under BMC"** is being invited by EE,(E&M)Dept. BMC vide NIT No. **24/PHE(E&M)/BMC Dated: 24-11-2025** Tender ID: **2025_MAD_959672_1 to 12** and **2025_MAD_959672_14** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in** Last date of Bid submission (online): **26-12-2025**

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/এফআরপি ক্যাব/ইএমইউ/০৪/২৫-২৬, তারিখঃ ২৫.১১.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/এফআরপি ক্যাব/ইএমইউ/০৪/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** ইএমইউ মোটর কোচের এফআরপি নির্মিত ক্রু-বান্ধব চালকের কেবিনের রেট্রো-ফিট করার কাজের উন্নয়ন। সংখ্যা ঃ ১০০টি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৫৯,৫৭,৬৩২। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য । জিসিসি, এপ্রিল'২০২২-এর ধারা নং ৩ অংশ নং ১-এর অধীনে সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করতে হবে। **যে কার্যালয় থেকে ই-টেন্ডারের উদ্যোগ গৃহীত তার ঠিকানাঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/ পূর্ব রেলওয়ে/কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫। **দরপ্রস্তাব জামিনের মূল্য ই-পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে ঃ** ৪,৭৯,৮০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০২২/সিই-১/সিটি/জিসিসি-২০২২/ পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২৪ (অ্যাডভান্স কারেকশন স্লিপ নং ৫, তাং ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উক্ত দরপ্রস্তাব জামিন অর্থরাশি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড রূপেও প্রদান করতে পারবেন। প্রকৃত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কাঁচরাপাড়া-র নিকটে দরপ্রস্তাব দাখিল বন্ধের তারিখের পূর্বে (অর্থাৎ দরপ্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ ব্যতীত) দাখিল করতে হবে। জিসিসি-এপ্রিল '২০২২-এ বিজি বন্ডের নির্ধারিত বয়ান উল্লিখিত রয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দরপ্রস্তাবদাতাকে জিসিসি এপ্রিল'২০২২ (পরিমার্জন সহ) অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.১২.২০২৫। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ১৯.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখান থেকে সম্পূর্ণ টেন্ডার দেখা যাবেঃ http://www.ireps.gov.in**

MISC-308/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

Tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Tender **NIT MEMO No. JBPUR-II/396/2025, Date: 27/11/2025**. Last date of Tender droping: **05.12.2025, 5.00 pm.** Date of opening of Bibs: **08.12.2025, 3.00 PM**, Details Contact: Jbpur- II GP Office, Jagatballavpur, Howrah

Sd/-Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet Jagatballavpur Block, Howarh

OFFICE OF THE HIJALNA GRAM PANCHYAT
BANDGACHA, BOLPUR, PURBA BARDHAMAN

ABRIDGED COPY OF **NIT NO-HGP/415/15THCFC TIED/2025, Dt-25/11/2025** ABOVE MENTIONED E-TENDER FOR UPGRADATION OF BANKURA MORE CSC UNDER HIJALNA GRAM PANCHYAT WORKS ARE INVITED BY THE PRODHAN, HIJALNA GRAM PANCHYAT. DETAILS MAY BE SEEN IN AT **http://wbtenders.gov.in** & all other details will available from notice board of the U/S.

Sd/-
Prodhan
Hijalna GP

খাঁচাবন্দি লেপার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ থেকে মাঝেমধ্যেই লেপার্ড হানার খবর সামনে আসে। সেই হামলায় জখম হন বহু মানুষ। সেই সঙ্গেই লেপার্ড খাঁচাবন্দি হওয়ার খবরও জানা যায়। ডুয়ার্সের ডিমডিমা চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে ফের একটি লেপার্ড খাঁচাবন্দি করা হল। তিন দিন আগেই এখানে একটি লেপার্ড খাঁচাবন্দি করা হয়েছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দেখা গেল একই ছবি। একটি লেপার্ড খাঁচাবন্দি হতে না হতেই আরও একটি লেপার্ড ধরা পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা যাচ্ছে, এলাকার বেশ কিছু হাঁস, মুরগি, ছাগল, বাছুর সাবাড় করেছে লেপার্ড। এই ডিমডিমা চা বাগানে আরও লেপার্ড আছে বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে দু'টি লেপার্ড খাঁচাবন্দি হলেও আতঙ্ক কাটেনি। উত্তরবঙ্গে মাঝেমধ্যেই লেপার্ড খাঁচাবন্দি হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। দিন তিনেক আগেই ডুয়ার্সের ডিমডিমা চা বাগানে একটি লেপার্ড খাঁচাবন্দি করা হয়েছিল। সেই রেশ এখনও টাটকা। এর মধ্যে ধরা পড়ল আরও এক। ওই একই জায়গা থেকে ফের একটি লেপার্ড খাঁচাবন্দি করা হল। এর জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, শুধু এই দু'টি নয়, ডুয়ার্সের এই চা বাগানে আরও লেপার্ড রয়েছে।

শিসামারায় বন্যা রুখতে বড় পদক্ষেপ সেচ দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর ঃ বোল্ডার বাঁধের কাজ শুরু হল শিসামারা নদীতে। আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের শালকুমারহাটের শিসামারা নদীতে সেচ দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করা হবে। শিসামারা নদী এই এলাকার ত্রাস। একটু বৃষ্টি হলেই জলে ভরে ওঠে এই নদী। তারপরেই সম্পূর্ণ গ্রামে ছড়িয়ে পরে এই নদীর জল। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল এই নদীর কারণে। এলাকার মানুষদের আতঙ্ক এই নদীকে নিয়েই। জলদাপাড়ার বন্যাপ্রাণীদের জীবন সংকট দেখা গিয়েছিল এই নদীর কারণে। তবে এই চিন্তা তাঁদের দূর হতে চলেছে। প্রায় ৫৮০ মিটার বোল্ডার বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হল। দশ বছর আগে এই নদীতে জিও সিন্থেটিক বাঁধ তৈরি হয়েছিল। তবে এবারের বন্যা পরিস্থিতির কারণে এই বাঁধ পরবর্তীতে বেশ কিছু জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল। সেচ দফতরের থেকে জিও সিন্থেটিক বাঁধের জায়গায় নতুন করে বোল্ডার বাঁধ নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ হয়। সেই বোল্ডার বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে গত অক্টোবর মাসে শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে শালকুমারের অনেক এলাকা প্লাবিত হয়। বহু ক্ষতি হয়। নতুন করে বোল্ডার বাঁধ নির্মাণ এর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, মানুষের প্রয়োজনীয়তা বুঝে রাজ্যে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর সেচ দফতর কাজটি করবে বলে জানায়। বন্যা পরিস্থিতিতে যে ক্ষতি হয়েছে। তা কম হবে।

OFFICE OF DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA,HOWRAH-711205

SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-20/25--26

The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for total 5(Five) different works from the reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Government Company. Bid submission start date (online) **27/11/2025 at 6.00 pm**. Bid Submission end date (online) **29/12/2025 at 6.00 pm**. Bid opening date for Technical Proposals (online)- **02/01/2026 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/Offline tenders/Quotation vide Notice No. Dated - **NIT No: 986/JGP/e-NIT/2025 Date:-27/11/2025, 987/JGP/e-NIT/2025 Date:-27/11/2025 Date:-27/11/2025, 988/JGP/e-NIT/2025 Date:-27/11/2025**. Last date of bidding **12/12/2025**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development workUnder APAS Scheme withinTarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2025_MAD_959115_1	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
2	2025_MAD_959115_2	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
3	2025_MAD_959115_3	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
4	2025_MAD_959115_4	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
5	2025_MAD_959200_1	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
6	2025_MAD_959200_2	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
7	2025_MAD_959200_3	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
8	2025_MAD_959393_1	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
9	2025_MAD_959393_2	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
10	2025_MAD_959393_3	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
11	2025_MAD_959535_1	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
12	2025_MAD_959535_2	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
13	2025_MAD_959602_1	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
14	2025_MAD_959602_2	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
15	2025_MAD_959602_3	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
16	2025_MAD_959602_4	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites Quotation Notice for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for Project ID	Bid submission start date	Bid Purchase end date	Bid Received & Opening date
Tender Notice No. TM/PW/APAS/252/14 of 2025-26 Dated 26.11.2025				
1	APAS/01/198/252/0003	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/254/15 of 2025-26 Dated 26.11.2025				
2	APAS/01/198/254/0003	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/265/17 of 2025-26 Dated 26.11.2025				
3	APAS/01/198/265/0004	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
4	APAS/01/198/265/0007	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
5	APAS/01/198/265/0008	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
6	APAS/01/198/265/0010	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/269/16 of 2025-26 Dated 26.11.2025				
7	APAS/01/198/269/0006	26.11.2025	24.12.2025	26.12.2025

Details information will be available from the Tarakeswar Municipal Office.
Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-17/2025-26 Vide Memo No-825/Shy-II Dated-24.11.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission -**23.12.2025 at 5.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/308/NIT-21/2025-2026 Sl. No. 01 to 03

E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **25/12/2025 at 11.00 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals (Online) **27/12/2025 at 11.00 A.M**. For further details website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

ব্রাউন সুগার সহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ এনজেপি থানার পুলিশ ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম গফফার শেখ। সে মালদার কালিয়াচক এলাকার বাসিন্দা। সূত্র অনুসারে, বুধবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে এনজেপি পুলিশ পোড়াঝাড় মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে যুবকের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে এনডিপিএস আইনে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। শিলিগুড়িতে বিক্রি করার জন্য মালদা থেকে ব্রাউন সুগার এনেছিল।

মোবাইল চাওয়ায় অভিমান, নবম শ্রেণীর কিশোরীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৭ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়াবুড়ি ময়নাতলী এলাকায় ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। নবম শ্রেণির স্কুলছাত্রী দিপালী নমদাস ঘরের মধ্যেই আত্মহত্যা করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মায়ের কাছে মোবাইল চাওয়ায় অভিমান থেকেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিশোরী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে দিপালী এলাকার একটি দোকান থেকে ডিম কিনে বাড়ি ফেরেন। সেই সময় তার মা রান্না করছিলেন। দিপালী মা'কে দেখে ফোন চায়। কিন্তু মা তাকে মোবাইল দিতে অস্বীকার করেন। মায়ের কথায় দিপালীকে অন্য কাজ করতে বলা হয়। দিপালী হয়তো ভাবতে পারেননি, ছোট্ট অভিমান তার জীবনের এমন চরম পরিণতি ডেকে আনবে। জানা যায়, দিপালীর আত্মহত্যার খবর পেয়ে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। প্রতিবেশীরা বলছেন, দিপালী ছিলেন শান্ত, মৃদুভাষী এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশী। কিন্তু কিছু মুহূর্তের অভিমানই এত বড় দু ঃখের ঘটনা ঘটিয়ে বসে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঠাকুরপুকুরে মাধ্যমিকের আরেকটি ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেসময়ও বলা হয়েছিল, মায়ের কাছে ফোন চেয়েছিল মেয়ে, কিন্তু তা না পেয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়। ফলে সেই ঘটনায় ব্যাপক চাপানউতোর দেখা দেয়। এখন কোচবিহারের এই ঘটনাটি যেন সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবি। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, দিপালী আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে খুবই উদারমনা ও মেধাবী ছিল। কখনও দুষ্টুমি বা অসদাচরণের জন্য শাসিত হয়নি। তার এই হঠাৎ মৃত্যু আমাদের জন্য বড় ধাক্কা। তিনি আরও বলেন, কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগের প্রকাশ এবং বাবা-মায়ের সাথে খোলাখুলি আলোচনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা এই দু ঃখজনক ঘটনায় আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দিপালীর মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহের কাছে কোনো স্নেহ বা বিদায়বাণীর চিঠি পাওয়া যায়নি। স্থানীয় পুলিশ অফিসার জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি কিশোরীর হঠাৎ আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আমরা ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে চেষ্টা করছি।

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা

ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত ইনস্টিটিউট এবং হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের একটি গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান- একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত

ভর্তি ২০২৬

SINP/Estt/Advt/13/2025

জানুয়ারী ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা, জীবন বিজ্ঞান এবং রাসায়নিক বিজ্ঞানে পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্যতা এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইট www.saha.ac.in দেখুন।

আমাদের ওয়েবসাইট (www.saha.ac.in) এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইটটি অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত।

cbc48135/12/0012/2526 রেজিস্ট্রার

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-I Development Block, Chakda, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-WBPUR/BDO/NIeT-22/25-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 1.15 PM of 19/12/2025 for 24 nos schemes under APAS 2025-26.** For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/-
Block Development officer
Purulia-I Development Block

E tender notice
APAS Fund-2025

Online bids are invited the year 2025- 26 from bonafide contractors for listed work in respect of (1) E-NiT-683/KGP/APAS Fund-2025 Date: 20/11/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_955371_1 to 9. (2) E-NiT- 684/KGP/APAS Fund-2025 Date: 20/11/25, Tender ID: 2025_ZPHD_955416_1 to 21, (3) E-NiT-685/KGP/APAS Fund-2025 Date: 21/11/25, Tender ID: 2025_ZPHD_957750_1 to 39. Last Date of Bid submission **06/12/2025 up to 12.00 PM**. Opening date: **09/12/25 at 12.00 P.M.** For details information contact to the undersigned

Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-82/BEUP/EO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of **Installation of High mast light at 49(Fourtynine) different places**. Bid Submission starting from **25/11/2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **12/12/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **15/12/2025 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

বছর উনিশেই দাবা বিশ্বকাপ জিতে নজির সিন্দারভের

সংবাদ সংস্থা, গোয়া, ২৭ নভেম্বরঃ দাবার বিশ্বমঞ্চে নতুন নজির উজবেকিস্তানের বিস্ময় প্রতিভা জাভোখির সিন্দারভের। মাত্র ১৯ বছর বয়সে জিতলেন ফিডে ওয়ার্ল্ড কাপ-এ যাবৎকালের সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন! গোয়ার মঞ্চে চিনের ওয়ে ই-কে টানটান টাইব্রেক লড়াইয়ে হারিয়ে সিন্দারভ শুধু শিরোপাই জিতলেন না, আধুনিক দাবার প্রজন্মগত পালাবদলেও দিলেন সিলমোহর! দীর্ঘ তিন সপ্তাহে ২০৬ জন গ্র্যান্ডমাস্টারের ভিড়ে ষোলো নম্বর সিড হিসেবে শুরু। ফেভারিটরা একে একে ছিটকে গেলেও সিন্দারভের পথটা সহজ ছিল না। সেমিফাইনালেই সতীর্থ নদিরবেক ইয়াকুববোএভ-কে টাইব্রেকে হারিয়ে উঠলেন ফাইনালে। ফাইনালের প্রথম দিন ওয়ে ই পেট্রোভ ডিফেন্স বেছে নেন। সাদা ঘুঁটিতে খেললেও সিন্দারভকে প্রথম থেকেই চাপের মধ্যে রেখেছিল সেই ওপেনিং। ম্যাচ শেষে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওয়ে ই এগিয়ে ছিলেন অল্পই-একটি বিশপ-ও-পনের এন্ডগেমে জেতার সুযোগও দানা বাঁধে। কিন্তু সিন্দারভ অটল। প্রতিটি সূক্ষ্ম হুমকি ঠান্ডা মাথায় ঠেকিয়ে লড়াই পৌঁছে দেন ড্র-এ, ৫০ চাল বাদে দুই খেলোয়াড়ই

অমীমাংসার সিদ্ধান্ত নেন। যা খুলে দেয় টাইব্রেকের দরজা। বুধবার লড়াই শুরু হতেই দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য সিন্দারভকে-ঝলসে উঠল গতি, নির্ভুল ক্যালকুলেশন আর নিখুঁত এন্ডগেম। দ্বিতীয় র‍্যাপিড টাইব্রেকে ওয়ে ই-কে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গেলেন উজবেক কিশোর। মিডল গেমে কৌশলগত সুবিধা তৈরি করে শেষে নিখুঁত রূপান্তর-আর এভাবেই পেলেন কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় শিরোপা। এই জয়ের সুবাদে সিন্দারভের পকেটে ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলারের পুরস্কার। যদিও এর থেকেও বড় অর্জন-২০২৬ ক্যান্ডিডেটসে সরাসরি যোগ্যতা, যেখানে শেষ হাসি হাসলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তা খুলে যেতে পারে। দাবা দুনিয়ায় এ সাফল্যের তাৎপর্য আরও গভীর। গত বছর ডি. গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। পরপর দিব্যা দেশমুখ-ও হাসিল করেছেন বিশ্ব-শিরোপা। তাঁদের সারিতে এবার যোগ হল সিন্দারভের নাম-এক বছরের কম সময়ে তিন কিশোর প্রতিভা দাবার তিন-তিনটি মহাশিরোপা ছিনিয়ে নিলেন। গোয়ার মঞ্চে, টানটান উত্তেজনার রাতে, জন্ম নিলেন দাবার নতুন 'টিন এজ সম্রাট'। জাভোখির সিন্দারভ-একটি নাম, যা আগামী দশকে বিশ্ব-দাবার নকশা বদলে দিতে পারে।

প্রস্তুতি ম্যাচে নামার আগে যথেষ্ট সাবধানী অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের শুরুটা ভালো হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচেই আটকে যেতে হয়েছিল ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসিকে অনায়াসেই টেক্কা দিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। যারফলে নতুন করে আসার আলো দেখতে শুরু করেছে আপামর লাল-হলুদ জনতা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে আটকে যেতে হলেও সেই হতাশা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ফুটবলাররা। সেইমতো আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর সুপার কাপের সেমিফাইনালে নামতে চলেছে মশাল ব্রিগেড। গোয়ার বুকে তাঁদের লড়াই করতে হবে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে। যাদের কাছে আটকে গিয়েছিল সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু এফসি। কাজেই লড়াইটা যে কতটা চ্যালেঞ্জিং সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন অস্কার ব্রুজো। তাই ভারতের ফেরার পর থেকেই জোড়কদমে দলকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। যেখানে ম্যাচ কৌশলের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও টিম বন্ডিংয়ের উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। এসবের মাঝেই গত কয়েকদিন আগেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছিল হাতে থাকা সময়কে কাজে লাগিয়ে দলকে ভালো মতো ঝালিয়ে নিতে চান কোচ। এক্ষেত্রে আগামী ২৮শে নভেম্বরেই সেই প্রস্তুতি ম্যাচে নামবে ময়দানের এই শক্তিশালী প্রধান। প্রতিপক্ষ এখনও চূড়ান্ত না হলেও ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে গোয়ান দল ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কথা। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কলকাতার বুকে শেষ অনুশীলন করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। শহর ছাড়ার আগে খুব ভালো মতোই দলকে দেখে নিয়েছেন কোচ। তবে এখনও যথেষ্ট সাবধানী তিনি। শহর ছাড়ার আগে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ''কলকাতায় শেষ অনুশীলন ছিল আমাদের। প্রতিদিন অনুশীলনে কিছু না কিছু উন্নতি করার চেষ্টা আমরা করছি। টুর্নামেন্টের জন্য দল একেবারে তৈরি আছে। কিন্তু আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব খুবই শক্তিশালী। অনুশীলন ভালো হচ্ছে, সেই অনুযায়ী খেলতে হবে।''

অ্যানফিল্ডে লিভারপুলকে গুঁড়িয়ে দিল পিএসভি

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৭ নভেম্বরঃ অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৪-১ গোলে হেরেছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ১২ ম্যাচের ৯টিতেই পরাজয়ের তেতো স্বাদ পেল লিভারপুল। ঘরের মাঠেই গত শনিবার লিগ ম্যাচে নটিংহ্যামের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল তারা। ষষ্ঠ মিনিটে ইভান পেরিসিচের সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় পিএসভি। বক্সে লিভারপুল ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইকের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ষোড়শ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে কোডি হাকপোর শট গোলরক্ষক ঠেকানোর পর ফিরতি শটে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান দমিনিক সোবোসলাই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক গোল হজম করে লিভারপুল। ৫৬তম মিনিটে গাস তিলের গোলে আবার লিড নেয় সফরকারীরা। আর ৭৩তম মিনিটে ও যোগ করা সময়ে দুই গোল করেন সোহেইব দ্রিউয়েশ। আসরে দ্বিতীয় হারের স্বাদ পাওয়া লিভারপুল পাঁচ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে। দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে পিএসভি। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।

টটেনহ্যামের বিপক্ষে ভিতিনিয়ার হ্যাটট্রিক, ঘুরে দাঁড়িয়ে পিএসজির জয়

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৭ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৫-৩ গোলে জিতেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠেছে পিএসজি। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়েই পরের তিনটি স্থানে বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান ও রিয়াল মাদ্রিদ। ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে নেমে গেছে টটেনহ্যাম। গত মরসুমের ইউরোপা লিগ জয়ী টটেনহ্যামের বিপক্ষে এই মরসুমের শুরুতে উয়েফা সুপার কাপেও কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছিল পিএসজি। দীর্ঘ সময় পিছিয়ে থাকার পর, শেষ দিকে জোড়া গোল করে ম্যাচ টাইব্রেকারে টেনে নেয় ফরাসি ক্লাবটি। এরপর পেনাল্টি শুটআউটে জিতে ট্রফি উঁচিয়ে ধরে তারা। এবারের দেখায় প্রথম মিনিট থেকে বেশিরভাগ সময় পজেশন রেখে আক্রমণের চেষ্টা করতে থাকে পিএসজি। ২০ মিনিটের মধ্যে গোলের জন্য চারটি শটও নেয় তারা, যদিও একটিও লক্ষ্যে ছিল না। ৩৫তম মিনিটে প্রথম প্রচেষ্টাতেই টটেনহ্যামকে এগিয়ে নেন রিশার্লিসন। রন্দাল কোলো মুয়ানির হেড পাস পেয়ে হেডেই গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ১০ মিনিট পর দর্শনীয় গোলে সমতা টানেন ভিতিনিয়া। ডি-বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে গোলটি করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধে দুই দল মিলিয়ে এই দুটি শটই লক্ষ্যে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে কোলো মুয়ানির বুলেট গতির ভলিতে আবার এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। যদিও, এই যাত্রায় ব্যবধান আরও অল্প সময় ধরে রাখতে পারে তারা। তিন মিনিট পর ডি-বক্সের ঢুকেই জোরাল শটে ফের পিএসজিকে সমতায় ফেরান ভিতিনিয়া। এরপর অল্প সময়ে আরও দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় পিএসজি। ৫৯তম মিনিটে জোয়াও নেভেসের থ্রু বল ডি-বক্সে পেয়ে জোরাল শটে দলকে প্রথমবারের মতো এগিয়ে নেন ফাবিয়ান রুইস। এর ছয় মিনিট পর জটলার মধ্যে শটে ব্যবধান বাড়ান একুয়েডরের ফরোয়ার্ড উইলিয়ান পাচো। ৭২তম মিনিটে কোলো মুয়ানির দ্বিতীয় গোলে লড়াইয়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও নতুন নাটকীয়তার সম্ভাবনা জাগে। কিন্তু চার মিনিট পরই সফল স্পট কিকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ভিতিনিয়া। ৫-৩ গোলে এগিয়ে জয়ের পথেও এগিয়ে যায় পিএসজি। শেষ দিকে তাদের ডিফেন্ডার লুকাঁ এরনঁদেজ সরাসরি লাল কার্ড দেখলেও, লড়াইয়ে এর কোনো প্রভাব পড়েনি।

গম্ভীরের চাকরি নিয়ে পাকা সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের

মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজ হার, তারও মধ্যে ৪০৮ রানে লজ্জাজনক পরাজয়-সব মিলিয়ে গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্য নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সামাজিক মাধ্যমে 'গম্ভীর হঠাও' স্লোগান ট্রেন্ড করছে, আলোচনায় উঠে এসেছে বিকল্প কোচের নামও। ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল, ভিভিএস লক্ষ্মণ নাকি লাল বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-এই মুহূর্তে গম্ভীরকে ছাঁটাই করার কোনও পরিকল্পনাই নেই। এনডিটিভিকে দেওয়া বিসিসিআই-এর সূত্রের বক্তব্যঃ ''এই মুহূর্তে গৌতম গম্ভীরকে সরানোর প্রশ্নই নেই। তিনি দলকে নতুন করে গড়ে তুলছেন। তাঁর চুক্তি ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত।'' অর্থাৎ, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর কোচকে বরখাস্ত করার গুঞ্জন আপাতত ভিত্তিহীন। বরং বোর্ডের দাবি, তাঁকে পুরোদস্তুর সমর্থন দেওয়াই এখন প্রধান লক্ষ্য। সূত্র আরও জানাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শেষে টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের যৌথ বৈঠক ডাকা হবে। সেখানে গম্ভীরের কাছেই জানতে চাওয়া হবে-ট্রানজিশনের মধ্যে থাকা দলকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়। টানা পাঁচ টেস্ট হার এবং দুই সিরিজে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ-এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে কোচিং পরিকল্পনা নিয়ে। তবে গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়েছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও। তাঁদেরই একজন সুনীল গাভাসকর, সবচেয়ে সরব। স্পষ্ট জানিয়েছেন-সব দায় কোচের ঘাড়ে চাপানো অন্যায়। গাভাসকর স্পষ্ট জানান, কোচের কাজ দলকে প্রস্তুত করা, পরিকল্পনা বোঝানো। কিন্তু ম্যাচে পারফরম্যান্স দিতে হয় খেলোয়াড়দেরই। তাই তাঁকে দায়ী করার আগে একবার ভাবা উচিত-ময়দানে নামা ক্রিকেটাররা নিজেদের দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন! গাভাসকর বলেন, ''যাঁরা এখন কোচকে প্রশ্ন করছেন, তাঁদেরই জিজ্ঞেস করি-ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতার পর আপনারা কি বলেছিলেন কোচকে আজীবন চুক্তি দেওয়া হোক? বলেননি। তাহলে এখন হারলেই কেন তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে?'' সানির মতে, একই মানদণ্ডে বিচার করতে হলে জয়-পরাজয়ে কোচের প্রশংসা ও সমালোচনা, দুই-ই করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে, শুধু পরাজয়ের সময়ে আঙুল তোলাটা ন্যায়সংগত নয়! গম্ভীর তিন ফরম্যাটে দায়িত্ব নিলে সমস্যা কোথায়-সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। উদাহরণ হিসেবে এসেছে ব্রেন্ডন ম্যাককালামের নাম, যিনি ইংল্যান্ডের সমস্ত ফরম্যাটেই কোচ হিসেবে সফলভাবে কাজ করে চলেছেন। যদিও গাভাসকর কোচকে পুরোপুরি ক্লিনচিট দেননি। তাঁর বক্তব্য, টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বর্তমান সংকটে কোচ থেকে খেলোয়াড়-সবারই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু মাঠে যে ভুলগুলো হচ্ছে, তার জন্য মূলত ব্যাটার ও বোলারদের নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে-বিসিসিআই এখনই কোনও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে যেতে চাইছে না। গত বছরে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের টেস্ট অবসর নেওয়ার পর পালাবদলের জের সামলাতে হচ্ছে ম্যানেজমেন্টকে। গম্ভীর বারবার বলেছেন-দল এখনও তৈরি হচ্ছে। অভিজ্ঞতা কম। সময় লাগবে। তবু বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে-এই কোচিং-জমানায় ভারত ১৮ টেস্টে হেরেছে ১০টি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরপর সিরিজ হার-এমন হতাশার ছবি শেষ কবে দেখা গিয়েছিল, মনে করতে কষ্ট হয়। এই প্রেক্ষিতে বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট-গম্ভীর আপাতত নিরাপদ, তাঁর উপরই ভরসা করে এগোতে চায় বোর্ড। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর যে আলোচনা বসবে, সেখানে কঠিন প্রশ্ন উঠবেই উঠবে। ভারতীয় টেস্ট দলের ভবিষ্যৎ কীভাবে ঘুরবে-তার রূপরেখা ঠিক হবে সেখানেই।

বায়ার্ন মিউনিখকে উড়িয়ে শীর্ষে আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৭ নভেম্বরঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। ইউরিয়েন টিম্বার আর্সেনালকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন লেনার্ট কার্ল। দ্বিতীয়ার্ধে ননি মাদুয়েকের গোলে আয়োজকরা দ্বিতীয়বার এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল বায়ার্ন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে একমাত্র দল হিসেবে প্রথম পাঁচ ম্যাচের সবকটি জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় এখন আর্সেনাল। ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে পরের চারটি স্থানে যথাক্রমে আছে পিএসজি, বায়ার্ন, ইন্টার মিলান, ও রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে বায়ার্ন ৬০ শতাংশ পজেশন রাখলেও আক্রমণে আধিপত্য করে আর্সেনাল। গোলের জন্য আর্তেতার দলের ১২ শটের ৮টি ছিল লক্ষ্যে। আর ভেসোঁ কম্পানির দল ৮টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে কেবল ২টি। বল দখলে বায়ার্ন শুরু থেকে এগিয়ে থাকলেও বারবার তাদের রক্ষণে হানা দিচ্ছিল আর্সেনাল। ২২তম মিনিটে মরসুমে আরেকটি সেট পিস থেকে গোল করে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। বুকায়ো সাকার কর্নারে লাফিয়ে হেডে জালে বল পাঠান ডাচ ডিফেন্ডার টিম্বার। এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে কর্নার থেকে ১০টি গোল করল আর্সেনাল, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের দলগুলোর মধ্যে যা সর্বোচ্চ। জবাব দিতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি বায়ার্নের। ৩২তম মিনিটে চমৎকার দলীয় নৈপুণ্যে সমতায় ফেরে তারা। মাঝমাঠ থেকে জসুয়া কিমিখের উঁচু করে বাড়ানো বল বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছে পাঠান সের্গে জিনাব্রি, বাঁ পায়ের শটে বাকিটা সারেন ১৭ বছর বয়সী জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কার্ল। চলতি মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের জালে কারো প্রথম গোল এটি। এই গোলের জন্য হ্যারি কেইন ছাড়া বায়ার্নের বাকি খেলোয়াড়রা মিলে বিল্ডআপের সময় বল স্পর্শ করেন মোট ২৪ বার। প্রথমার্ধে আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে প্রতিপক্ষের ভুল পাসে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে জোরাল শট নেন সাকা, এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল পাঠান গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। ৫৮তম মিনিটে আর্সেনালের আরেকটি কর্নারে মিকেল মেরিনোর হেড পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। দুই মিনিট পর কাছ থেকে মোসকেরার হেড ফিরিয়ে দেন নয়ার। ৬৯তম মিনিটে দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বাঁ দিক থেকে বক্সে রিকার্দো কালাফিওরির পাস দারুণ ফিনিশিংয়ে জালে পাঠান মাদুয়েকে। নয়ারের মারাত্মক ভুলে ৭৭তম মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে বায়ার্নের ঘুরে দাঁড়ানোর পথ আরও কঠিন করে তোলেন মার্তিনেল্লি। আর্সেনালের বক্সের কাছে বল থাকায় স্বভাবসুলভভাবে প্রায় মাঝমাঠে উঠে গিয়েছিলেন জার্মান গোলরক্ষক। এবেরেচি এজের ক্রস দারুণ স্পর্শে নয়ারের পাশ দিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে ফাঁকা জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে তেমন কিছু করতে পারেনি কেউ।

এমবাপের ৪ গোলের পরও রিয়াল মাদ্রিদের ঘাম ঝরানো জয়

দশ মিনিটের মধ্যে গোল হজমের ধাক্কা সামলে উঠতে একটু যেন সময় লাগল রিয়াল মাদ্রিদের। আগের তিন ম্যাচে জয়হীন দলের ভার কাঁধে তুলে নিলেন কিলিয়ান এমবাপে। একাই করলেন চার গোল। তবে অলিম্পিয়াকোসের হার না মানসিকতায় লড়াই হলো জমজমাট। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম ব্যবধানে জয় পেল শাবি আলোন্সোর দল।

পাইরেয়াস, ২৭ নভেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৪-৩ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আয়োজকদের তিন গোলদাতা চিকিনিয়ো, মেহদি তারেমি ও এল কাবি। ইউরোপ সেরার মঞ্চে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে এর আগে দুই লেগের লড়াই হিসেবে মোট আটবার দেখা হয় রিয়ালের। ঘরের মাঠে প্রতিবারই হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে তারা কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের জয় ছিল না একটিও। সেই গেরো এবার কাটল মাদ্রিদের দলটির। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে প্রাথমিক পর্বের টেবিলে পঞ্চম স্থানে উঠল প্রতিযোগিতাটির সফলতম ক্লাবটি। আসরে এখন পর্যন্ত জয়ের স্বাদ না পাওয়া অলিম্পিয়াকোস ২ পয়েন্ট নিয়ে আছে ৩৩ নম্বরে। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই দারুণ আক্রমণ শাণায় রিয়াল। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন ভিনিসিউস জুনিয়র, একহাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান গোলরক্ষক। এর পাঁচ মিনিট পর লক্ষ্যে প্রথম শট নিয়েই এগিয়ে যায় অলিম্পিয়াকোস। ডি-বক্সের বাইরে নিজেদের মধ্যে দারুণভাবে বল দেওয়া-নেওয়া করে, জোরাল নিচু শটে পোস্ট ঘেঁষে গোলটি করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার চিকিনিয়ো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই গত রাউন্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে হারের পর, লা লিগায় গত দুই রাউন্ডে হোঁচট খায় রিয়াল। হতাশাময় পথচলায় এখানেও শুরুতে গোল হজম করায় নতুন শঙ্কা জাগে। রক্ষণের দুর্বলতায় ১৯তম মিনিটে আবার গোল হজম করতে বসেছিল তারা চিকিনিয়োর জোরাল শটটি ঝাঁপিয়ে রুখে দেন আন্দ্রি লুনিন। ২২তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে উঠে সমতা টানেন এমবাপে। ভিনিসিউসের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে বল জালে পাঠান ফরাসি ফরোয়ার্ড। তিন ম্যাচ পর গোল পেলেন তিনি। এরপর, পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে আরও দুবার জালে বল জড়িয়ে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন এমবাপে। ২৪তম মিনিটে ডান দিক থেকে আর্দা গিলেরের ক্রসে হেডে দলকে এগিয়ে নেন সাবেক পিএসজি তারকা। এরপর এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার পাস পেয়ে, অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে, কোনাকুনি শটে ব্যবধান বা।ান বিশ্বকাপ জয়ী ফরোয়ার্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করলেন এমবাপে, প্রথমটি করেছিলেন কয়রাত আলমাতির বিপক্ষে। হ্যাটট্রিক করতে এমবাপের সময় লাগে ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ড, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। রেকর্ডটি মোহামেদ সালাহর দখলে, ২০২২ সালে রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে হ্যাটট্রিক করেছিলেন লিভারপুল তারকা। ৩৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারতো তবে অঁহেলিয়া চুয়ামেনির শট ক্রসবার কাঁপায়। আর বিরতির আগে দুর্দান্ত সেভ করে দুই গোলের ব্যবধান ধরে রাখেন লুনিন। এল কাবির জোরাল হেড দারুণ ক্ষীপ্রতায় ঝাঁপিয়ে আটকান ইউক্রেইনের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডের কারণে গোল না পাওয়া ভিনিসিউস ৪৮তম মিনিটে জোরাল শট নেন, কিন্তু পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল। এর চার মিনিট পর ব্যবধান কমিয়ে লড়াইয়ে নতুন করে নাটকীয়তা ফেরান মেহদি তারেমি। হেডে গোলটি করেন ইরানের ফরোয়ার্ড। এই গোলে গ্যালারিতেও যেন প্রাণ ফেরে। ৫৯তম মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন এমবাপে এবং জয়ের পথে এগিয়ে যায় রিয়াল। এই গোলে দারুণ অবদান ভিনিসিউসের। সতীর্থের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল ধরে, একজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে ছয় গজ বক্সের মুখে কাটব্যাক করেন তিনি আর আলতো শটে ব্যবধান ফের দুই গোলের করেন এমবাপে। পাঁচ ম্যাচে ৯ গোল করে এখন আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রেয়ালের জার্সিতে এই মরসুমে তার মোট গোল হলো ২২টি। তবে এই গ্রিক দলটি শেষের আগে যে হাল ছাড়তে রাজি নয়, তার প্রমাণ আরেকবার মেলে ৮১তম মিনিটে। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে হেডে স্কোরলাইন ৪-৩ করেন মরক্কোর ফরোয়ার্ড এল কাবি। এরপর রক্ষণে বাড়তি মনোযোগ দেয় রিয়াল। অলিম্পিয়াকোসও চাপ বাড়ায়। শেষ সময়ে কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে তারা কিন্তু আর কোনো সাফল্য পায়নি দলটি। প্রথমবার অলিম্পিয়াকোসের মাঠ থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ।

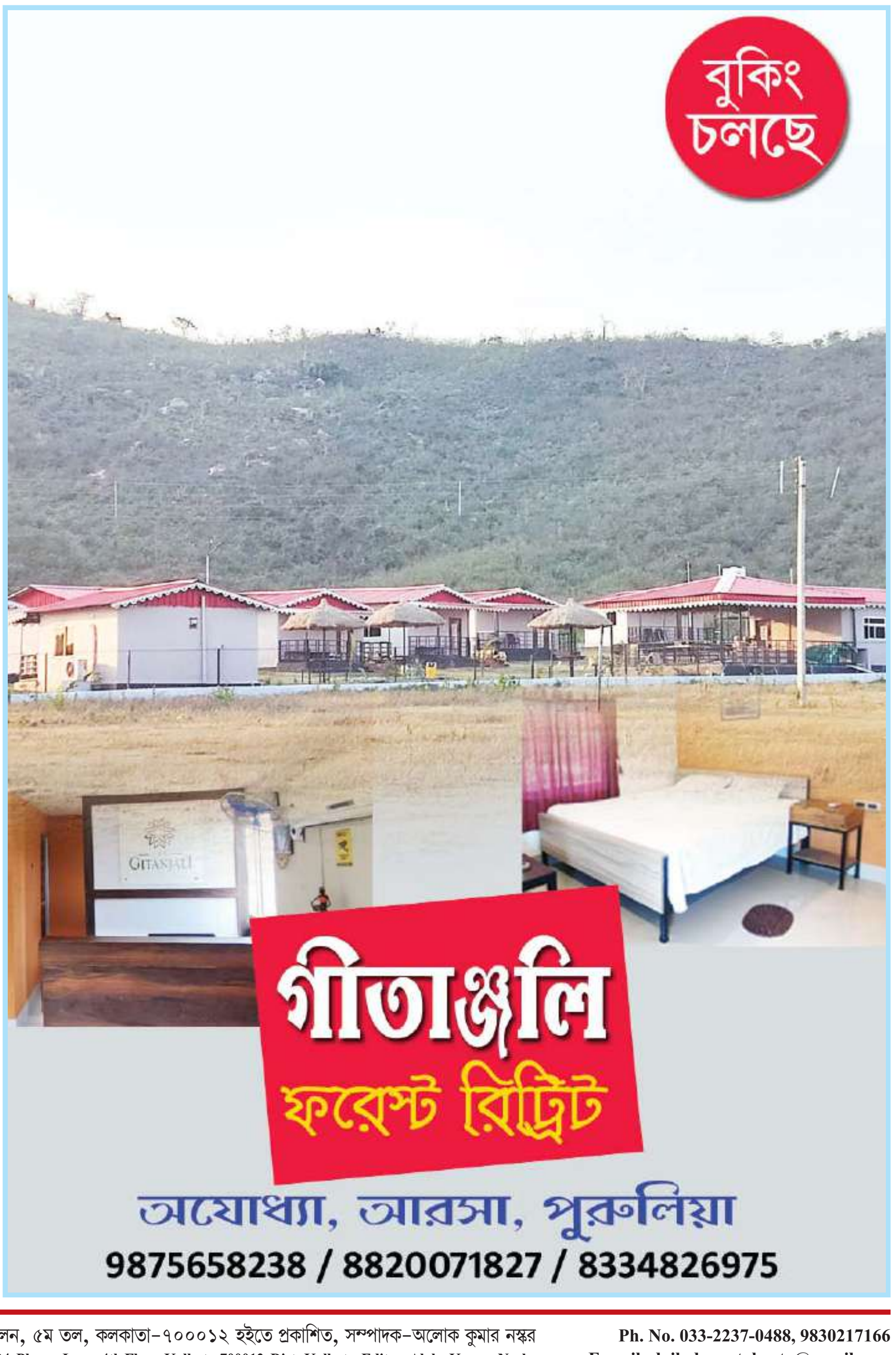

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com